পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩১ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 31, Issue 1562, Saturday, 27 January 2024 FREE www.parichoy.com

বাংলাদেশে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের পথ চিরতরে রুদ্ধ করেছি - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-

বিস্তারিত ০৯ পাতায়

আরো আছে...

- যুদ্ধবিরতি নয়, ইসরায়েলকে গাজায় গণহত্যা রোধে পদক্ষেপ নেয়ার নির্দেশ আন্তর্জাতিক আদালতের- ৫ম পাতায়
- বাংলাদেশে ১ হাজার ২৮৫ অবৈধ হাসপাতাল-ক্লিনিক- ৫ম পাতায়
- 'বাংলাদেশ থেকে ৫ বিলিয়ন ডলার ভারতে রেমিট্যান্স যায়': সাবেক পররাষ্ট্র সচিব মো. তৌহিদ হোসেন-৫ম পাতায়
- ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের সহায়তা স্থগিত করল যুক্তরাষ্ট্র-৬ষ্ঠ পাতায়
- ফের উচ্চ পর্যায়ে চীন-যুক্তরাষ্ট্রের বৈঠক-৬ষ্ঠ পাতায়
- প্রাইমারিতে জিতে টগবগ করছেন ট্রাম্প-৭ম পাতায়
- ট্রাম্পের প্রার্থী মনোনীত হওয়া মানেই বাইডেনের জয় বললেন নিকি হ্যালি-৭ম পাতায়
- নিউ ইয়র্কে ধর্ষণ-মানহানির মামলায় ট্রাম্পকে মোটা অঙ্কের জরিমানা-৭ম পাতায়
- ট্রাম্প-বাইডেনের পর কে হাল ধরছেন?-৭ম পাতায়
- আন্তর্জাতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও মস্কো-ঢাকা সহযোগিতা বিকশিত হচ্ছে বললে রুশ রাষ্ট্রদূত-৯ম পাতায়
- বাংলাদেশের সঙ্গে আরো জোরালো সম্পর্ক চায় ফ্রান্স ও জার্মানি-৯ম পাতায়
- সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা-৯ম পাতায়

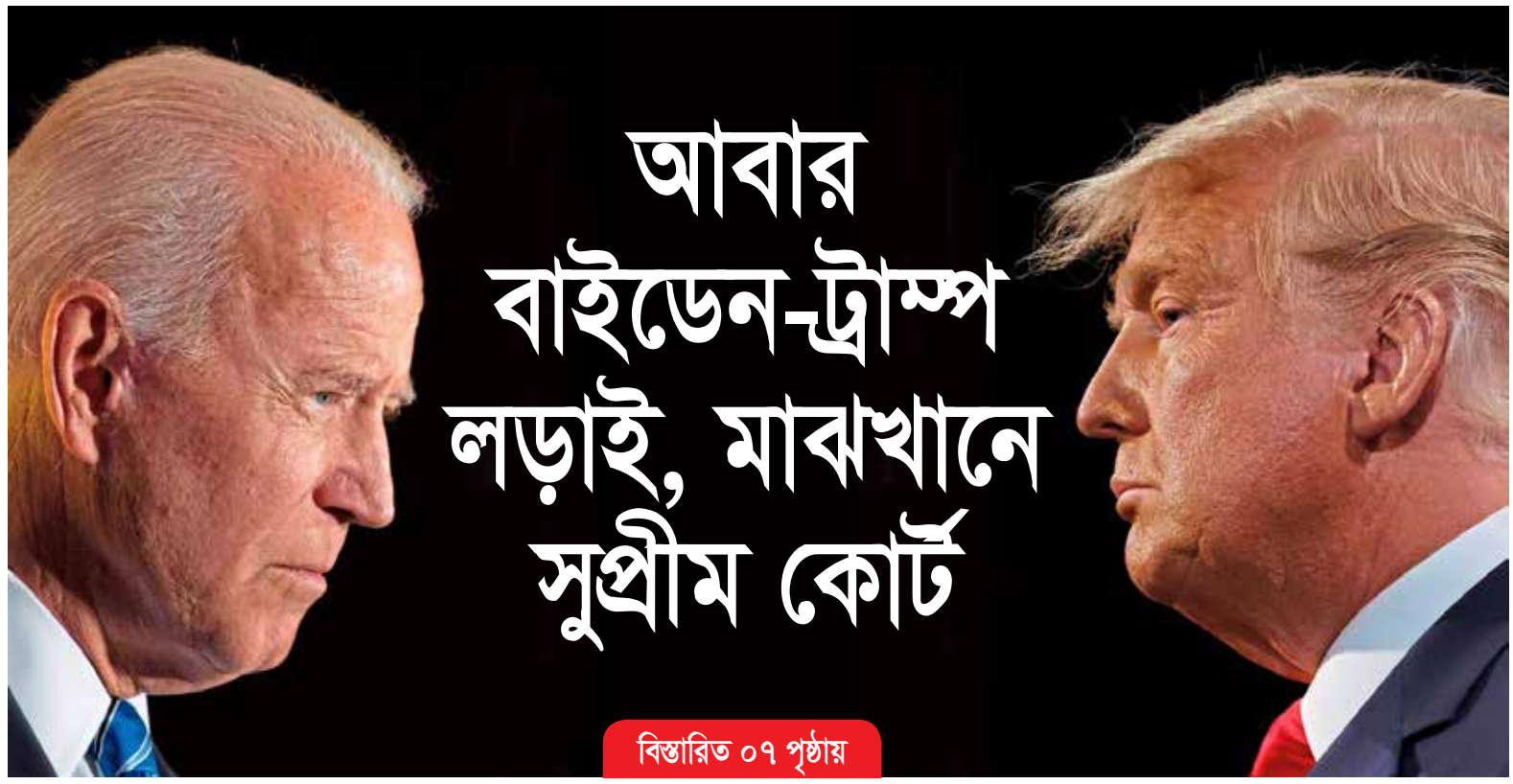

আবার বাইডেন-ট্রাম্প লড়াই, মাঝখানে সুপ্রীম কোর্ট

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচার : সমস্যা জানা, সমাধানের 'আগ্রহ' কম

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

ফ্রি কলুনঃ ৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

NYC Buildings MASTER ELECTRICIAN LICENSED # 012637
FREE ESTIMATES FULLY LICENSED & INSURED
GREEN POWER ELECTRIC CORP
OUR SERVICES
SERVICE UPGRADE # GENERAL WIRING# RESIDENTIAL & COMMERCIAL # VIOLATION REMOVAL # TROUBLESHOOTING # PANEL UPGRADE
আমরা সব ধরণের ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ করে থাকি
CONTACT : 718-445-2740 Email : greenpowerelectric15@yahoo.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
- TAX Liens Charge Offs
- Inquiries
- Collections
- Garnishment
- Bankruptcy
- Late Payments

Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

MH Mega Homes Realty
Call To Find Out More +1 917-535-4131
MLS REBNY
MOINUL ISLAM

অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
$৭৭৫
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: N W 30 Avenue Station

Nazrul Islam President & CEO

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

NYS Education Department Licensed

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচার : সমস্যা জানা, সমাধানের 'আগ্রহ' কম

সমীর কুমার দে : বাংলাদেশ থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা পাচার হয়েছে, হচ্ছে- সেটি সবাই জানেন। তাহলে সেটা বন্ধ হচ্ছে না কেন? অর্থ পাচার বন্ধে সরকারের কি আগ্রহ নেই?

সরকার আন্তরিক হলে যে পাচার হওয়া টাকা ফেরত আনা সম্ভব তার উদাহরণ আছে। ২০১৩ সালে সিঙ্গাপুর থেকে ২০ কোটি ৮৮ লাখ ৭০ হাজার টাকার সমপরিমাণ বিদেশি মুদ্রা ফেরত আনা হয়েছিল। সেই টাকা সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর। বহুজাতিক কোম্পানি সিমেন্স থেকে ঘুস হিসেবে এই টাকা নিয়েছিলেন তিনি। সেই ঘটনার পর আর কোনো টাকা দেশে ফেরত আসেনি।

সরকার টাকা আনার ব্যাপারে আন্তরিক কিনা জানতে চাইলে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান ডয়চে ভেলেকে বলেন, "সরকার আন্তরিক হলে পাচার হওয়া টাকা

ফিরিয়ে আনা সম্ভব, তার উদাহরণ তো আমাদের আছে। কিন্তু সরকার আন্তরিক কিনা সেটাই বড় প্রশ্ন। আমাদের সংসদে এখন ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য। ফলে তাদের বিরুদ্ধে কিভাবে ব্যবস্থা হবে? উদ্যোগটা নেবেই বা কে?"

অর্থ পাচারের উপায়

১. বাণিজ্য কারসাজি : এটি অর্থ পাচারের বড় একটি মাধ্যম। আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থ পাচার হয়।

২। হুন্ডি : দেশীয় আইন দ্বারা স্বীকৃত নয় এমন অপ্রাতিষ্ঠানিক পন্থায় এক দেশ থেকে অন্য দেশে অর্থ প্রেরণ পদ্ধতি মূলত হুন্ডি নামে পরিচিত।

৩। চোরাচালান : অর্থ পাচারের এটিও একটি মাধ্যম।

পাচার হওয়া অর্থের পরিমাণ

স্বাধীনতার পরের অর্থবছর থেকে গত ৫০ বছরে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ১২ লাখ কোটি টাকা পাচার হওয়ার এক হিসাব দিয়েছে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি। গত বছরের মে মাসে বিকল্প বাজেট উপস্থাপনকালে *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

যুদ্ধবিরতি নয়, ইসরায়েলকে গাজায় গণহত্যা রোধে পদক্ষেপ নেয়ার নির্দেশ আন্তর্জাতিক আদালতের

পরিচয় ডেস্ক: গাজায় গণহত্যা ও গণহত্যার উসকানিমূলক কর্মকাণ্ড রোধে সাধ্যের মধ্যে সব ধরনের ব্যবস্থা নিতে ইসরায়েলকে নির্দেশ দিয়েছে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত। তবে যুদ্ধবিরতি বা ইসরায়েলকে সামরিক অভিযান বন্ধের কোনো নির্দেশ দেননি বিচারকেরা।

শুক্রবার নেদারল্যান্ডসে অবস্থিত আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে)-তে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সাউথ আফ্রিকার করা মামলার প্রেক্ষিতে এই রায় দিয়েছে। আদালত গাজায় মানবিক সংকট নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আইসিজে বিচারক প্যানেলের *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে ১ হাজার ২৮৫ অবৈধ হাসপাতাল-ক্লিনিক

পরিচয় ডেস্ক: সমগ্র বাংলাদেশে এক হাজার ২৮৫টি অবৈধ হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের তথ্য পেয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। গত সপ্তাহে চলা অভিযানে এসব তথ্য পাওয়া যায়। এর মধ্যে বিভিন্ন বিভাগ ও জেলায় বেশ কিছু অবৈধ হাসপাতাল বন্ধ ও জরিমানা করা হয়েছে।

বিভাগীয় কর্মকর্তাদের তথ্যে দেখা গেছে, সবচেয়ে বেশি ৪১৫টি অবৈধ হাসপাতাল-ক্লিনিক রয়েছে ঢাকা বিভাগে।

এরপর ময়মনসিংহে ২৫২টি, চট্টগ্রামে ২৪০টি, খুলনায় ১৫৬টি, রংপুরে ১১১টি, রাজশাহীতে ৫৫টি, বরিশালে ৪৮টি ও সিলেট বিভাগে আটটি অবৈধ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। লাইসেন্সবিহীন এসব প্রতিষ্ঠানের নানা অনিয়মের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলেন, অবৈধ ক্লিনিকগুলোর কোনোটি ক্লিনিকের লাইসেন্স নিয়ে এর সঙ্গে ডায়াগনস্টিক সেন্টার, কোনোটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের অনুমোদন নিয়ে এর সঙ্গে ক্লিনিক পরিচালনা করে এসেছে। আবার কোনোটি শুধু লাইসেন্সের জন্য আবেদন করে সে কপি ডেস্কের সামনে ঝুলিয়ে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব অবৈধ প্রতিষ্ঠানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রোগী দেখেন সরকারি চিকিৎসকরা।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আহমেদুল *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

'বাংলাদেশ থেকে ৫ বিলিয়ন ডলার ভারতে রেমিট্যান্স যায়'- সাবেক পররাষ্ট্র সচিব মো. তৌহিদ হোসেন

পরিচয় ডেস্ক: অসংখ্য বাংলাদেশি বেকার থাকলেও বাংলাদেশের শ্রম বাজারে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় কাজ করছেন বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক পররাষ্ট্রসচিব মো. তৌহিদ হোসেন।

তিনি বলেন, ''বাংলাদেশে অবশ্যই আনডকুমেন্টেড ভারতীয়রা কাজ করছে। আনঅফিশিয়ালি *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

"কে কি বললেন"

বাংলাদেশের সঙ্গে জলবায়ু ও নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন ইস্যুতে সম্পর্ক গভীর করা অব্যাহত রাখবে যুক্তরাষ্ট্র।- **যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র বিভাগের প্রধান উপমুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল**

বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যুক্তরাজ্য কাজ করে যাবে, তবে মানবাধিকার, নির্বাচন ও গণতন্ত্র ইস্যুতে আমরা বাংলাদেশের সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গেও কাজ করে যাব।- **ঢাকায় নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক।**

কারও কথায় বিএনপি নেতাকর্মীদের মুক্তি দেবে না বাংলাদেশ সরকার - জাতিসংঘ বিএনপির ২৫ হাজার নেতাকর্মীর মুক্তি চেয়েছে এমন বক্তব্যের বিষয়ে **আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের**

'আমরা গণতান্ত্রিক দেশ এবং এখানে নির্বাচিত সরকার আছে। এখানে যে কেউ এসে মাতবরি করে যাবে, এটা হবে না। বিদেশিরা আমাদের প্রকল্প বন্ধ করে দেবে, আর আমরা মুখে আঙুল দিয়ে বসে থাকব নাকি?- **বিদেশি চাপ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের পরিকল্পনামন্ত্রী আব্দুস সালাম**

নির্বাচনের মাধ্যমে জাতির সামনে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে গেছে। নগণ্যসংখ্যক ভোটার উপস্থিতির মধ্য দিয়ে প্রমাণ হয়েছে, তাদের কোনো জনসমর্থন নেই। সব মিলিয়ে ৭ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ দল হিসেবে 'সুইসাইড' করেছে।- **বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন।**

আইন অনুযায়ীই ড. ইউনূসের বিচার হয়েছে,যিনি সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি নিশ্চয়ই আপিল করবেন। সেখানে কোনো প্রভাব পড়ুক সেটা আমি চাই না।'- **বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী আনিসুল হক**

নির্বাচন বর্জন করে বিএনপি চরম হতাশায় ভুগছে।তারা এখন আত্মপোলব্ধি করছে নির্বাচন বর্জন করা তাদের জন্য আত্মাহুতির সামিল হয়েছে - **আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ**

একটি সমাজের জন্য, একটি জাতির জন্য নিজের সংস্কৃতি তুলে ধরার জন্য চলচ্চিত্র ছাড়া আর কোনো ভালো মাধ্যম হতে পারে না। কারণ একমাত্র চলচ্চিত্রের কোনো ভাষা নেই, শর্মিলা ঠাকুর যোগ করেন।-**২২তম ঢাকা চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতের খ্যাতিমান অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর**

আমরা দিন শেষে চাই গুজব বা রিউমারমুক্ত গণমাধ্যম। যেখানে তথ্যের অবাধ প্রবাহ থাকবে এবং সরকার বা অথোরিটিকে অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে। উত্তর দেওয়ার সুযোগ থাকবে এবং সমালোচনার জায়গা থাকবে।-**বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত**

'আমরা রাজপথে দাঁড়িয়ে আছি। আমরা রাজপথে দাঁড়িয়ে থাকব। যতক্ষণ না পর্যন্ত বাংলাদেশের ১৮ কোটির মানুষের জন্য গণতন্ত্র ফিরিয়ে না আনব, ততক্ষণ ঠিক এভাবেই আমরা রাজপথে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে থাকব।'- **বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান**

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের সহায়তা স্থগিত করল যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: ইসরায়েলে হামলার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ-র ১২ কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। এ ছাড়া এমন অভিযোগ উঠার পর সংস্থাটির অর্থায়ন সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে ইসরায়েলের প্রধান মিত্র যুক্তরাষ্ট্র। খবর বিবিসির।
ইউএনআরডব্লিউএর কমিশনার জেনারেল ফিলিপ লাজারিনি এক বিবৃতিতে বলেছেন, গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের ভয়াবহ হামলায় ইউএনআরডব্লিউএ-এর বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা জড়িত, তাদের কাছে এমন তথ্য জমা দিয়েছে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ।
তিনি বলেন, আমাদের সংস্থার মানবিক সহায়তা প্রদানের ক্ষমতা রক্ষায় আমি অবিলম্বে এসব কর্মকর্তার চুক্তি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। একই সঙ্গে দেরি না করে তদন্ত শুরু করেছি। ইউএনআরডব্লিউএ-এর কোনো কর্মকর্তা এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকলে তাদের জবাবদিহির আওতায় আনা হবে।
বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের এমন অভিযোগের পর ইউএনআরডব্লিউএকে অর্থ দেওয়া সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এ ছাড়া ইসরায়েলের এ অভিযোগ খতিয়ে দেখার কথা জানিয়েছে দেশটি।

১৯৪৮ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট লাখ লাখ ফিলিস্তিনি শরণার্থীর দেখাশোনায় ইউএনআরডব্লিউএ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে গাজা, পশ্চিম তীর, জর্ডান, সিরিয়া ও লেবাননে অবস্থান করা লাখ লাখ ফিলিস্তিনির স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ নানা ধরনের সামাজিক সেবামূলক কাজে সহায়তা দেয় সংস্থাটি। বহুদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের এই সংস্থার প্রধান অর্থ জোগানদাতা। গত ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে প্রবেশ করে নজিরবিহীন হামলা চালিয়ে ১২০০ ইসরায়েলিকে হত্যার পাশাপাশি প্রায় ২৫০ ইসরায়েলি ও বিদেশি নাগরিককে গাজায় বন্দি করে নিয়ে আসে হামাস। একই দিন হামাসকে নির্মূল এবং বন্দিদের মুক্তি নিশ্চিত করতে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী এই সংগঠনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ইসরায়েল। গত নভেম্বরে সাত দিনের যুদ্ধবিরতি চুক্তির বিনিময়ে ১১০ ইসরায়েলি বন্দিকে হামাস মুক্তি দিলেও এখনো তাদের হাতে ১৩০ জনের মতো বন্দি আছেন। শুক্রবার গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরায়েলি হামলায় গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১৮৩ জন নিহত হয়েছে। এ নিয়ে তিন মাসের বেশি সময়ে গাজা যুদ্ধে ২৬ হাজার ৮৩ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। এ ছাড়া আহত হয়েছেন আরও ৬৪ হাজার ৪৮৭ জন মানুষ।

ফের উচ্চ পর্যায়ে চীন-যুক্তরাষ্ট্রের বৈঠক

পরিচয় ডেস্ক: উত্তর কোরিয়ার সমরসজ্জা ও তাইওয়ানকে ঘিরে উত্তেজনার মতো কারণে এশিয়া মহাদেশে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত আরো ঘনীভূত হচ্ছে। বেইজিং ও ওয়াশিংটনের মধ্যে শীতল সম্পর্কের কারণে উচ্চ পর্যায়ে যথেষ্ট সংলাপের অভাব উত্তেজনা আরো বাড়িয়ে তুলছে। এমন পরিস্থিতিতে মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেক সুলিভান ও চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই শুক্র ও শনিবার থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাঙ্ককে মিলিত হচ্ছেন। প্রায় দুই মাস আগে সান ফ্রান্সিসকোয় এপেক শীর্ষ সম্মেলন চলাকালানী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি চিনপিং দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বসার প্রায় দুই মাস পর আবার উচ্চ পর্যায়ে দুই দেশের বৈঠক হচ্ছে।

বাইডেন ও শি দুই দেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যে হটলাইন চালু করা এবং সামরিক পর্যায়ে যোগাযোগ বাড়ানোর অঙ্গীকার করেছিলেন। হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র অ্যাড্রিয়েন উইলসন বলেন, সুলিভান ও ই সেই *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

স্বাধীন ফিলিস্তিনের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৯ জন ডেমোক্র্যাট সিনেটরদের সমর্থন

পরিচয় ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন দুই রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাট সিনেটররা। যুক্তরাষ্ট্রে পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ সিনেটে উত্থাপিত ইসরায়েলের জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটি প্যাকেজের আওতায় ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রতিও সমর্থন জানিয়েছেন ডেমোক্র্যাটরা। সিনেটে ৫১ জন ডেমোক্র্যাট সিনেটরের মধ্যে ৪৯ জন স্বাধীন ফিলিস্তিনের প্রতি দলীয় সমর্থন দিয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (২৪ জানুয়ারী) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম এক্সিওস। কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটের মোট ১০০টি আসনের মধ্যে ৫১টিতে রয়েছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির সদস্যরা। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ডেমোক্রেটিক পার্টির শীর্ষ নেতা। নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসে অবশ্য বিরোধী দল রিপাবলিকান পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ।
এক প্রতিবেদনে এক্সিওস জানিয়েছে, সিনেটে গত বুধবারের (২৩ জানুয়ারী) অধিবেশনে ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা ও সিনেটর ব্রায়ান শ্যাটজ একটি বিল উত্থাপন করেন। সেই বিলটিতে আল-আকসা অঞ্চলে একটি গণতান্ত্রিক ও সার্বভৌম ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ফিলিস্তিনিদের 'ন্যায্য আকাঙ্ক্ষার' প্রতি সম্মান জানিয়ে পৃথক আর এক রাষ্ট্র স্থাপনের উল্লেখ ছিল।
বিলটি উত্থাপনের পর সেটির পক্ষে-বিপক্ষে ভোটের আহ্বান জানান সিনেট নেতা। এই পর্ব শেষ হওয়ার পর দেখা যায়, সিনেটের ৫১ জন ডেমোক্র্যাট সদস্যের মধ্যে ৪৯ জনই প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দিয়েছেন। অধিবেশনের ফাঁকে এক সংবাদ সম্মেলনে ব্রায়ান শ্যাটজ বলেন, 'ভবিষ্যতে ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিন শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করবে- এটি একটি আশা। আর এই আশার ভিত্তি হলো দ্বিরাষ্ট্র সমাধান।'
এক্সিওস জানিয়েছে, ডেমোক্র্যাটদের এই অবস্থান ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার জন্য এখনি বড় কিছু নিয়ে আসবে এমন নয়। তবে তাদের এই সম্মতি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সাম্প্রতিক বক্তব্যের বিরুদ্ধে বড় জবাব। সম্প্রতি একাধিকবার ইসরায়েল-ফিলিস্তিন দুই রাষ্ট্র সমাধানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব প্রকাশ্যে নাকচ করে দেন নেতানিয়াহু।
ইসরায়েলের সবচেয়ে বিশ্বস্ত মিত্র যুক্তরাষ্ট্র। ২০২০ সালে জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে আল-আকসা অঞ্চলে 'ইসরায়েল' ও 'ফিলিস্তিন' নামের দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে ওয়াশিংটন।
এদিকে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, বুধবারের (২৩ জানুয়ারী) অধিবেশনে সিনেটের দুই ডেমোক্র্যাট সদস্য *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

নাইট্রোজেন দিয়ে প্রথম মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করছে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: নাইট্রোজেন গ্যাস দিয়ে প্রথমবারের মতো মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করছে যুক্তরাষ্ট্র। বৃহস্পতিবার (২৫ জানুয়ারি) দেশটির আলাবামা রাজ্যে কেনেথ ইউজিন স্মিথ নামের এক মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামির রায় এভাবে কার্যকরের কথা রয়েছে।

১৯৮৮ সালে এক ধর্মপ্রচারকের স্ত্রীকে হত্যা করে স্মিথ ও জন ফরেস্ট পার্কার নামের দুই ব্যক্তি। তাদের ১ হাজার ডলার দিয়ে ভাড়া করা হয়েছিল। ২০১০ সালে পার্কারের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।
আলাবামার হোলম্যান কারেকশনাল ফ্যাসিলিটিতে আটক ৫৮ বছর বয়সি স্মিথকে ১৯৮৯ সালেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু তার আইনজীবীদের আপিলের মুখে তা এতদিন ঠেকিয়ে রাখা গেছে। বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট ও স্থানীয় এক আপিল কোর্ট স্মিথের আপিল বাতিল করে দিয়েছেন। আদালত বলছেন, কোনো বিচারক স্মিথের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের বিরোধী করেননি।
কিন্তু স্মিথের আইনজীবীরা বলছেন, নাইট্রোজেন গ্যাস দিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা নিষ্ঠুর ও অস্বাভাবিক শাস্তি। এটা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানবিরোধী। তাই তারা শেষ মুহূর্তে ফের আপিল করবেন।
জানা গেছে, একটি বিশেষ মাস্কের মাধ্যমে স্মিথের শরীরে সর্বোচ্চ ১৫ মিনিট নাইট্রোজেন প্রবেশ করা হবে। এতে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তার বমি শুরু হবে। কয়েক মিনিটের মধ্যে তার মৃত্যু হতে পারে। এটাকে তুলনামূলকভাবে মানবিক মৃত্যুদণ্ড বলে মন্তব্য করেছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা।
যুক্তরাষ্ট্রে এখন পর্যন্ত নাইট্রোজেন গ্যাস দিয়ে কোনো মৃত্যুদণ্ড কার্যকর *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

ইয়েমেনকে দমনে চীনের সহায়তা চায় যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: লোহিত সাগরে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের দফায় দফায় হামলায় বিপর্যস্ত পশ্চিমারা। কোনোভাবেই ইরানপন্থি বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে থামাতে পারছে না তারা। এমন পরিস্থিতিতে হুতি যোদ্ধাদের হাত থেকে বাণিজ্যিক জাহাজ রক্ষায় প্রধান শত্রু চীনের দ্বারস্থ হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে এ বিষয়ে বেইজিং তাদের কোনো ধরনের সহায়তা করেছে এমন লক্ষণ নেই।
ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেন অনুযায়ী, চলতি মাসে ওয়াশিংটন ডিসিতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বিভাগের প্রধান লিউ জিয়ানচাও-এর সঙ্গে বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তারা। বৈঠকে হুতিদের হামলা থামাতে ইরানের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে চীনকে আহ্বান জানান মার্কিন কর্মকর্তারা।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধের জবাবে নরম সুরে একটি বিবৃতি দিয়ে দায় সেরেছে চীন। বিবৃতিতে লোহিত সাগরে নিরাপদ জাহাজ চলাচল নিশ্চিতে সব পক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বেইজিং।
গত অক্টোবরে গাজা যুদ্ধ শুরু হলে হামাসের প্রতি সমর্থন জানায় হুতি বিদ্রোহীরা। তাদের সমর্থনের অংশ *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

আবার বাইডেন-ট্রাম্প লড়াই মাঝখানে সুপ্রীম কোর্ট

পরিচয় ডেস্ক: আগামী নির্বাচন সামনে রেখে বাগ্যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছেন জো বাইডেন ও ডোনাল্ড ট্রাম্প। বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প গত বুধবার (২৪ জানুয়ারী) একে অপরকে আক্রমণ করে মন্তব্য করেন।

নিউ হ্যাম্পশায়ারের প্রাইমারিতে জয়ের পর রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়নদৌড়ে থাকা ট্রাম্পের প্রার্থিতার সম্ভাবনা অনেকটাই বাড়ল। যদিও রিপাবলিকান পার্টির অপর মনোনয়নপ্রত্যাশী নিকি হ্যালি শেষ পর্যন্ত মাঠে থাকার ঘোষণা দিয়েছেন।

নিকি হ্যালি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকার ঘোষণা দিলেও আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এখন দৃষ্টি পড়েছে দু'জনের ওপর। তারা হলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। প্রথমজন রিপাবলিকান দলের। দ্বিতীয়জন ডেমোক্রেট। দু'জনেরই বয়স অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও তারা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নিজ নিজ দলের মনোনয়ন পাবেন বলে অনেকটাই নিশ্চিত হওয়া গেছে। তবে অপেক্ষা এখন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর । ২০২১ এর জানুয়ারী ৬ তারিখে ক্যাপিটল হিলে তান্ডবলীলায় সে সময়কার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ইন্ধন ছিল, এমন অভিযোগে তাঁকে যুক্তরাষ্ট্র সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ব্যালট থেকে বাদ রাখার রায় দিয়েছে কলরাডো সুপ্রীম কোর্ট। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রীম কোর্টে আপীল করেছেন ট্রাম্পের আইনজীবীরা। ফেব্রুয়ারীর শুরুতে এই আপীলের শুনানী হবে সুপ্রীম কোর্টে। এর পাশাপাশি সাবেক প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প কার্যত আইনের উর্ধে কিনা এ বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত চেয়েছেন ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরকারী ফেডারেল প্রসিকিউটর জ্যাক স্মিথ। উপরোক্ত দুটি আবেদনে যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে সাবেক প্রেসিডেন্ট শেষপর্যন্ত নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন কিনা।

ট্রাম্পের মনোনয়ন চূড়ান্ত হলে তিনি ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে পুনর্নির্বাচনের জন্য লড়াইয়ে নামা বাইডেনের মুখোমুখি হবেন। গত মঙ্গলবার (২৩ জানুয়ারী) রাতে হ্যালির বিরুদ্ধে নিউ হ্যাম্পশায়ারে জয়ের পর ট্রাম্প বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রতি তির্যক মন্তব্য করেন। বাইডেনও পুনরায় ট্রাম্পকে 'গণতন্ত্রের জন্য হুমকি' বলে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

প্রাইমারিতে জিতে টগবগ করছেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মঙ্গলবার নিউ হ্যাম্পশায়ার প্রাইমারিতে জিতেছেন। ট্রাম্পের কাছে বড় ব্যবধানে হেরেছেন নিকি হ্যালি। এতে রিপাবলিকান পার্টি থেকে ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে দেশটির প্রধান পার্টিগুলো নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়। এর মধ্যে ককাস ও প্রাইমারি অতিপরিচিত দুটি ধাপ। বিরোধী রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য মঙ্গলবার (২৩ জানুয়ারি) দেশটির নিউ হ্যাম্পশায়ার রাজ্যে প্রথম প্রাইমারি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে দলটির সদস্যরা সরাসরি ভোট দিয়েছেন।

ট্রাম্প ১ লাখ ৫১ হাজার ৮৪৫ বা ৫৪ দশমিক ৬ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। অর্থাৎ ট্রাম্পকে ১১ জন ডেলিগেট সমর্থন করেছেন।

ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বী ও *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের প্রার্থী মনোনীত হওয়া মানেই বাইডেনের জয় বললেন নিকি হ্যালি

পরিচয় ডেস্ক: ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিষয়ে রিপাবলিকান ভোটারদের সতর্ক করেছেন তাঁর প্রতিপক্ষ নিকি হ্যালি। তিনি বলেছেন, বিতর্কিত সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী মনোনীত করা মানে জো বাইডেনের জয়। যুক্তরাষ্ট্রের আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী বাছাইয়ে গতকাল মঙ্গলবার নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যে দলীয় ভোট (প্রাইমারি) হয়। এ ভোটে সাউথ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্যের সাবেক গভর্নর হ্যালিকে হারিয়েছেন ট্রাম্প। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, নিউ হ্যাম্পশায়ারে জয়ের মধ্য দিয়ে ট্রাম্প রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী হিসেবে আবার মনোনয়ন পাওয়ার কাছাকাছি রয়েছেন। আগামী নভেম্বরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে। এ নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হিসেবে লড়বেন বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ট্রাম্প রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়ন পেলে আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বাইডেনের সঙ্গে তাঁর লড়াই হবে। বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়, নিউ হ্যাম্পশায়ারে হারের পর হ্যালি তাঁর দলীয় প্রতিপক্ষ ট্রাম্প থেকে রিপাবলিকান ভোটারদের দূরে থাকার বিষয়ে সতর্ক করার চেষ্টা করেন।

হ্যালি হারবেনড়মার্কিন গণমাধ্যমগুলোর এমন পূর্বাভাসের পর নিউ হ্যাম্পশায়ারে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, মার্কিন রাজনীতিতে সবচেয়ে জঘন্য গোপন কথাটি হলো, ডেমোক্রেটিক পার্টি আসলে আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে লড়াই করতে মরিয়া হয়ে আছে।

হ্যালি বলেন, ট্রাম্পের প্রার্থী মনোনীত হওয়া মানেই বাইডেনের জয়।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, নিউ হ্যাম্পশায়ারের ভোটে ট্রাম্পের কাছে হেরে গেলেও হ্যালি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছেন।

নির্বাচন-পরবর্তী একটি অনুষ্ঠানে সমর্থকদের উদ্দেশে হ্যালি বলেন, এ লড়াই শেষ হয়ে যায়নি। তিনি একজন যোদ্ধা ।এএফপি

রণে ভঙ্গ দিলেন রন ডিস্যান্টিস ট্রাম্পকে সমর্থন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী হওয়ার দৌড় থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিস্যান্টিস। দলীয় প্রার্থী হিসেবে তিনি সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সমর্থন দিয়েছেন।

রিপাবলিকান প্রার্থী বাছাইয়ে আগামীকাল মঙ্গলবার নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যে ভোট (প্রাইমারি) অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে সরে দাঁড়ানোর কথা জানান ডিস্যান্টিস। এর আগে সেখানে একক সংখ্যার ভোট পেয়েছিলেন তিনি।

প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে ট্রাম্পের সামনে সবচেয়ে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী বিবেচনা করা হচ্ছিল ডিস্যান্টিসকে। তবে গতকাল রোববার ডিস্যান্টিস বলেন, বিজয়ী হওয়ার কোনো সুস্পষ্ট পথ দেখছেন না তিনি। গত ২০ জানুয়ারী বিকেলে ডিস্যান্টিস এক্সে (সাবেক টুইটার) পাঁচ মিনিটের একটি ভিডিও পোস্ট করে সাত মাস ধরে চলা প্রচারের ইতি টানার ঘোষণা দেন। এতে তিনি বলেন, মাঠ ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।

ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ফ্লোরিডার গভর্নর বলেন, আইওয়ার প্রাইমারিতে ট্রাম্প ৫১ শতাংশ ভোট পেয়ে সবার চেয়ে এগিয়ে আছেন। এটা স্পষ্ট যে রিপাবলিকানদের বেশির ভাগ ট্রাম্পকে আরেকটি সুযোগ দিতে চান। ডিস্যান্টিস সরে যাওয়ায় এখন ট্রাম্পের সামনে সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁরই প্রশাসনের কর্মকর্তা নিকি হ্যালি। নিকি বলেছেন, পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জো বাইডেনকে টক্কর দেওয়ার মতো একজনই রয়েছেন, আর সেটা তিনি। তবে বিশ্লেষকেরা বলছেন, নিউ হ্যাম্পশায়ারের *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্প-বাইডেনের পর কে হাল ধরছেন?

পরিচয় ডেস্ক: ট্রাম্প ফেরেন বা না ফেরেন, যুক্তরাষ্ট্রের আগামী নির্বাচনের প্রভাব একাধিক কারণে সুদূরপ্রসারী হতে পারে। বিশেষ করে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে প্রজন্মের পরিবর্তন রাজনীতির গতিপ্রকৃতি বদলে দিতে পারে।

চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনকে ঘিরে বাকি বিশ্বের আগ্রহের মধ্যে একটা মরিয়া ভাব টের পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষ করে ডনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় ফিরলে সে দেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক আমূল বদলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রথম কার্যকালের শেষে ট্রাম্প কিছুতেই নির্বাচনে নিজের হার স্বীকার করেননি। দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হলে তিনি দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপর জোরালো আঘাত হানতে পারেন বলে অনেক মহল আশঙ্কা করছে। অন্যদিকে অশীতিপর বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন পুনর্নির্বাচিত হলেও আরো কতদিন কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন, সে বিষয়েও সংশয় রয়েছে। রিপাব্লিকান দলের *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

নিউ ইয়র্কে ধর্ষণ-মানহানির মামলায় ট্রাম্পকে মোটা অঙ্কের জরিমানা

পরিচয় ডেস্ক: ধর্ষণ ও মানহানির মামলায় যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ৮৩ দশমিক ৩ মিলিয়ন ডলার জরিমানা করেছেন মার্কিন একটি আদালত। শুক্রবার (২৬ জানুয়ারি) সাবেক সাংবাদিক ও কলাম লেখক ই. জিন ক্যারলকে এই জরিমানার অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে ট্রাম্পকে আদেশ দিয়েছেন ৯ সদস্যের একটি জুরি বোর্ড।

দেওয়ানি এই মামলায় শুক্রবার শুনানি শেষে নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের ফেডারেল আদালত ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এ রায় দিয়েছেন। আদলাতের ৯ জনের জুরি বোর্ডে সাত জন পুরুষ ও দুজন নারী বিচারক ছিলেন।

আদালত রায়ে বলেছেন, ভুক্তভোগী জেন ক্যারলকে শাস্তিমূলক ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৬৫ মিলিয়ন ডলার, সুনাম ক্ষুণ্ন হওয়ায় ১১ মিলিয়ন ডলার এবং মানসিক ক্ষতিসাধনের জন্য ৭ দশমিক ৩ মিলিয়ন ডলার দিতে হবে ট্রাম্পকে। তবে আদালতের এই রায়তে 'পুরোপুরি হাস্যকর' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প। একই সঙ্গে এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার কথা জানিয়েছেন তিনি। সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প বলেন, আমাদের আইনি ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। একে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এটি আমেরিকায় হতে পারে না। *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের নীতি থেকে সরে আসা সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ

মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী : বিএনপিসহ নিবন্ধিত ১৬ দলের বর্জনের মধ্যে 'শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে আবারও দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করেছে আওয়ামী লীগ। নতুন সরকারের জন্য কী কী চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে তা নিয়ে দেশের গণমাধ্যমগুলোতে আলোচনা হচ্ছে।

মোটাদাগে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক এই তিনটি খাতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জের কথা সংশ্লিষ্ট খাতগুলোর বিশেষজ্ঞরা বলছেন। সরকারি দল আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরও সাংবাদিকদের কাছে এই তিনটি চ্যালেঞ্জের কথা বলেছেন। কিন্তু খেয়াল করলে দেখা যাবে, এই তিনটি খাতের যেসব চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সেগুলোর প্রায় সবই পুরাতন বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত।

জিনিসপত্রের দামের উর্ধ্বগতি বা ডলার সংকট, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও সহিংসতা কিংবা পশ্চিমা ক্ষমতাধর দেশগুলোর সাথে দূরত্ব এই চ্যালেঞ্জগুলো গত কয়েক বছর ধরে সরকারকে ভোগাচ্ছে। এদিক থেকে বলা যায়, সরকার এ চ্যালেঞ্জগুলো যে প্রক্রিয়ায় মোকাবিলা করে আসছে সে পদ্ধতি বা প্রক্রিয়াতে ভুল আছে। সে কারণে চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য গৃহীত কর্মসূচির নীতি ও প্রক্রিয়াগত পরিবর্তনই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে। কারণ, গোড়ায় গণ্ডগোল থাকলে সাময়িক লাভ হতে পারে কিন্তু সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক ও কার্যকরী ফলাফল আসতে পারে না।

উত্তরাধিকার সূত্রে সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকগুলোর বড় সংকট নিয়ে নতুন সরকার যাত্রা শুরু করেছে। মোটা দাগে উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যহীনতা ও আর্থিক খাতের ভঙ্গুরতা এই তিনটি সংকট নতুন সরকারের জন্য বড় মাথাব্যাথার কারণ হিসেবে দেখা দিচ্ছে, যা সামনের দিনগুলোতে সরকারের চিন্তার ভাঁজকে অনেক বাড়াবে। নতুন সরকারের জন্য এখন অর্থনীতির গলার কাঁটা উচ্চ মূল্যস্ফীতি আর ডলার সংকট। জিনিসপত্রের লাগামহীন দামে সৃষ্ট বাড়তি খরচের চাপে দিশেহারা নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষ। জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে জ্যামিতিক হারে। কিন্তু মানুষের আয় গাণিতিক হারেও বাড়ছে না। মূল্যস্ফীতি কোনোভাবেই ৯ শতাংশের নিচে নামছে না। বিশ্বব্যাংকের প্রকাশিত 'খাদ্যনিরাপত্তা সংক্রান্ত হালনাগাদ এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, খাবারের ক্রমবর্ধমান দাম দেশের ৭১ শতাংশ পরিবারের জন্য উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ডলার সংকটের কারণে একদিকে যেমন রিজার্ভের ঝুঁকি বাড়ছে অন্যদিকে পুরো

ব্যাংক খাত অস্থির হয়ে পড়েছে। দফায় দফায় পদক্ষেপ নিয়েও ডলার সংকট কাটাতে পারেনি বাংলাদেশ ব্যাংক। বরং সংকট বাড়ছে। ব্যাংক খাতের আরেকটি চিরাচরিত সমস্যা খেলাপি ঋণও লাগামছাড়া। ২০২২ সালের তুলনায় খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৩৫ হাজার কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী, দেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের মোট পরিমাণ হচ্ছে ১ লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকা, যা এ যাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চ। পাশাপাশি দেশের ব্যাংকগুলো এখন যেভাবে টাকার সংকটে ভুগছে তা কাটিয়ে ওঠা নতুন সরকারের সামনে আর্থিক খাতের আরেকটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। নাজুক পরিস্থিতিতে থাকা কিছু কিছু ব্যাংক মাঝে মাঝেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে বিশেষ ব্যবস্থায় ধার নিয়ে সমস্যা মেটাচ্ছে। তারল্য সংকটের কারণে ব্যাংকগুলো উদ্যোক্তাদের কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় ঋণ দিতে পারছে না। রেমিট্যান্সের হারও সন্তোষজনকভাবে বাড়ছে না। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালের তুলনায় গত বছরে প্রবাসী আয় বেড়েছে মাত্র ৬০ কোটি টাকা, অর্থাৎ, বৈদেশিক আয়ের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি এসেছে মাত্র ৩ শতাংশ। উপরন্তু রাজস্ব আদায়ে বড় ঘাটতি থেকে যাওয়ায় খরচ মেটাতে *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

পানির মাছ পানিতে, আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র আওয়ামী লীগে

পরিচয় ডেস্ক: এবার সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকায় কি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের দেখা যেতে পারে? সেই হিসেবে তারা সংরক্ষিত নারী আসনেও নিজেদের 'হিসস্থ চাইতে পারেন? দলীয় আনুগত্য, সাংবিধানিক অধিকার এবং 'পানির মাছ পানিতেই স্বচ্ছন্দ-

এই তিন কারণে সেই সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন তারা।

আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা আওয়ামী লীগের সঙ্গেই থাকতে চান। তারা চান আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলে অন্তর্ভুক্ত হতে। রবিবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর দাওয়াতে তাদের এই 'মনের কথা: তুলে ধরবেন *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

মালয়েশিয়ায় ৮৫ বাংলাদেশি প্রবাসী আটক

পরিচয় ডেস্ক: মালয়েশিয়ায় অভিবাসন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে ৮৫ বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিককে আটক করেছে দেশটির পুলিশ। স্থানীয় সময় বুধবার দেশটির সেরেমবান এলাকায় ও সেনাই এলাকার কয়েকটি কারখানায় তাল্লাশি চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।

আটকদের মধ্যে বুধবার সেরেমবান থেকে ১১০ বিদেশিকে আটক করা হয়। তাঁদের মধ্যে ১০ জন বাংলাদেশি রয়েছে বলে দেশটির ইংরেজি দৈনিক দ্য স্টার জানিয়েছে।

দেশটির আরেক ইংরেজি সংবাদমাধ্যম মালয় মেইল জানিয়েছে, জোহর প্রদেশের অভিবাসন বিভাগ সেনাইয়ের কয়েকটি কারখানা থেকে ৬৯ বাংলাদেশি অভিবাসীকে আটক করা হয়। তাঁদের কেউেই বৈধ ওয়ার্ক পারমিট দেখাতে পারেনি। মালয়েশিয়ার দুটি গণমাধ্যমে ২৫ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার প্রকাশিত প্রতিবেদনে ৮৫ জন বাংলাদেশিকে আটকের তথ্য জানা গেছে।

মালয়েশিয়ার অভিবাসন বিভাগের পরিচালক কেনিথ তান আইক কিয়াং বলেছেন, গতকালের (বুধবার) অভিযানে আটক ১১০ বিদেশির মধ্যে ৯১ জন পুরুষ। অভিবাসন আইন লঙ্ঘনের দায়ে এসব প্রবাসী শ্রমিকদের আটক করা হয়েছে।

কেনিথ তান আরও জানান, আটক ১১০ বিদেশির মধ্যে ১০ জন বাংলাদেশি ছাড়াও রয়েছেন ৬৪ জন মিয়ানমারের নাগরিক, ইন্দোনেশীয় ১৩, ভারতীয় ৬, পাকিস্তানি *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে গত এক বছরে হাজার কোটি টাকার হেরোইন-কোকেন জব্দ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে গত এক বছরে চোরাপথে আসা ৭০০ কেজি ৯২৮ গ্রাম হেরোইন জব্দ করা হয়েছে। একই সময়ে কোকেন জব্দ করা হয়েছে ১৩ কেজির বেশি। গতকাল বৃহস্পতিবার আট কেজি ৩০০ গ্রাম কোকেনসহ এক বিদেশিকে আটক করা হয়েছে। জব্দ হওয়া এই হেরোইন ও কোকেনের আনুমানিক বাজারদর এক হাজার কোটি টাকার বেশি।

গত এক বছরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি), পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব ও কোস্ট গার্ডের জব্দ করা তালিকা বিশ্লেষণ করে এই তথ্য জানা গেছে। তালিকাটি সমন্বয় করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। চোরাপথে আসা বিভিন্ন মাদকদ্রব্যের মধ্যে হেরোইনের পরিমাণ ব্যাপক হারে বেড়েছে। ২০১৬ সাল থেকে হেরোইন আসার পরিমাণ বাড়তে থাকে। গত ১৫ বছরের মধ্যে ২০২৩ সালে সবচেয়ে বেশি হেরোইন জব্দ করা হয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের দুজন কর্মকর্তা জানান, জব্দ হওয়া প্রতি কেজি হেরোইনের মূল্য কমবেশি এক কোটি টাকা। সে হিসাবে গত বছর জব্দ হওয়া ৭০০ কেজি হেরোইনের দাম ৭০০ কোটি টাকা।

গত ২৫ জানুয়ারী শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জব্দ হওয়া আট কেজি ৩০০ গ্রাম কোকেনের মূল্য ১০০ কোটি টাকার বেশি বলে জানান মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা তানভীর মমতাজ। এই বাজারদর অনুযায়ী, গত বছর জব্দ হওয়া ১৩ কেজি কোকেনের দাম আনুমানিক ২০০ কোটি টাকা।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মিয়ানমারে হেরোইনের উৎস আফিম চাষ বেড়ে যাওয়ায় এই নেশার দ্রব্য সীমান্ত পথে অবৈধভাবে বাংলাদেশে আসছে। এটি এখন দেশের তরুণ ও যুব সম্প্রদায়ের জন্য বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে মনে করছেন তাঁরা।

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুলিশ সায়েন্স অ্যান্ড ক্রিমিনোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. উমর ফারুক কালের কণ্ঠকে বলেন, হেরোইন ও কোকেন যা জব্দ হচ্ছে, তার চেয়ে অনেক বেশি দেশে আসছে। উচ্চমূল্যের এই মাদকের পাচার রুট হিসেবে বাংলাদেশকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে সরকারের জিরো টলারেন্স থাকলেও দিন দিন এর ছোবল বাড়ছে। এই জায়গায় সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা ও কিছু বেসরকারি সংস্থার আরো গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

জব্দ হওয়া মাদকদ্রব্যের তালিকা ও পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বিগত ১৫ বছরে সারা দেশে চার হাজার ২৫ কেজি ৪৭৮ গ্রাম হেরোইন জব্দ করা হয়। এর মধ্যে গত বছর ৭০০ কেজি ৯৮০ গ্রাম হেরোইন জব্দ করা হয়েছে। এর আগে ২০২২ সালে ৩৩৮ কেজি ২২১ গ্রাম জব্দ করা হয়।

এ ছাড়া ২০২১ সালে ৪৪১ কেজি, ২০২০ সালে ২১০ কেজি, ২০১৯ সালে ৩২৩ কেজি, ২০১৮ সালে (বিশেষ অভিযানের বছর) ৪৫১ কেজি, ২০১৭ সালে ৪০১ কেজি, ২০১৬ সালে ২৬৬ কেজি, ২০১৫ সালে ১০৭ কেজি, ২০১৪ সালে ৭৮ কেজি, ২০১৩ সালে ১২৩ কেজি, ২০১২ সালে ১২৬ কেজি, ২০১১ সালে ১০৭ কেজি, ২০১০ সালে ১৮৮ কেজি ও ২০০৯ সালে ১৫৯ কেজি জব্দ করা হয়।

গত বছর কোকেন জব্দ করা হয় ১৩ কেজির বেশি, যা ২০২২ সালে ছিল প্রায় সাড়ে চার কেজি। ২০২৩ সালে চার কোটি ২৯ লাখ ৭৭ হাজার ২১৯ পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়, যা ২০২২ সালে ছিল চার কোটি ৫৮ লাখ ৬৮ হাজার ৫৬৯ পিস। একইভাবে ২০২৩ সালে আগের বছরের তুলনায় গাঁজা, আফিম ও ফেনসিডিল জব্দের পরিমাণ কমেছে। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে ৩০ ধরনের মাদকদ্রব্য বেচাকেনা হয়। এর মধ্যে ইয়াবা, আইস, হেরোইন ও গাঁজা বেশি সেবন হচ্ছে।

ডিএনসির সমন্বিত তালিকা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ২০২৩ সালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ৯৭ হাজার ২৪১টি মামলা করা হয়েছে। এসব মামলায় গ্রেপ্তার আসামি ১২ লাখ ২৮৭ জন।

মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একাধিক কর্মকর্তা মনে করছেন, গত বছর যে পরিমাণ হেরোইন জব্দ করা হয়েছে, তা গত ১৫ বছরের যেকোনো সময়ে চেয়ে দুই থেকে পাঁচ গুণ বেশি।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশনস অ্যান্ড গোয়েন্দা) তানভীর মমতাজ কালের কণ্ঠকে বলেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর বেশি দৃষ্টি ছিল ইয়াবা ও আইসে। এর মধ্যে হঠাৎ হেরোইন আসা বেড়ে গেছে। অন্যান্য মাদকদ্রব্যের সঙ্গে হেরোইন জব্দ করতে অভিযান জোরদার করা হচ্ছে। জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের পথ চিরতরে রুদ্ধ করেছি - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিচয় ডেস্ক: আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের পথ চিরতরে রুদ্ধ করেছি। বুধবার (২৪ জানুয়ারি) ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে এ কথা বলেন তিনি।

বাণীতে শেখ হাসিনা বলেছেন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, বাঙালির মুক্তি সনদ ৬ দফা, পরবর্তীকালে ১১ দফা ও ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতায় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা, পেয়েছি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ। সরকার মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। গত ১৫ বছরে নিরলস পরিশ্রম করে দেশের আর্থ-সামাজিক সব খাতে অভূতপূর্ব উন্নয়ন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত মানুষ উন্নয়নের সুফল উপভোগ করছে। জাতিকে মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস উপহার দিয়েছি। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছি। ইতিহাস বিকৃতি বন্ধ করেছি। অবৈধভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পথ চিরতরে রুদ্ধ করেছি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেছি এবং রায় কার্যকর করছি। নতুন প্রজন্ম দেশের সঠিক ইতিহাস জানতে পারছে।

তিনি বলেন, এমডিজির লক্ষ্যগুলো সফল বাস্তবায়নের পর এসডিজির লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নের পথেও বাংলাদেশ দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা 'এসডিজি প্রোগ্রেস অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছি। আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করেছি। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধিশালী দেশে রূপান্তর এবং ২১০০ সালের মধ্যে ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়নে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে আমরা সক্ষম হব, ইনশাল্লাহ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ঔপনিবেশিক পাকিস্তানি শাসন, শোষণ, নিপীড়ন, বৈষম্য ও বঞ্চনা থেকে বাঙালি জাতিকে চিরতরে মুক্ত করতে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ঐতিহাসিক ৬ দফা ঘোষণা করেন। এতে আরও তীব্রতর হয় স্বাধিকার আন্দোলন। ১৯৬৮ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনকে নস্যাৎ করার হীন উদ্দেশ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জনকে বন্দি করে। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ঢাকা সেনানিবাসে বিচার শুরু করে। এ মামলার প্রতিবাদে দেশব্যাপী ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-জনতা দুর্বার ও স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলন গড়ে তোলে জানিয়ে তিনি বলেন, কারাগারে আটক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে গর্জে উঠে সারা বাংলার মানুষ। ১৯৬৯ সালের *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

আন্তর্জাতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও মস্কো-ঢাকা সহযোগিতা বিকশিত হচ্ছে বললে রুশ রাষ্ট্রদূত

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার মন্টিটস্কি বলেছেন, সুদৃঢ় ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার ও পারস্পরিক সহমর্মিতা মস্কো-ঢাকার নতুন অর্জন ও অভিন্ন স্বপ্নের শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করেছে।

বাংলাদেশ ও রাশিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫২তম বার্ষিকী উপলক্ষে তিনি লিখেছেন,ও সদ্য-নির্বাচিত (বাংলাদেশ) সরকারের কাছে এটা আমার আন্তরিক প্রত্যাশা যে মস্কো ও ঢাকার মধ্যকার বিদ্যমান সম্পর্ক আমাদের জনগণের উন্নয়ন, শান্তি ও সমৃদ্ধি অব্যাহত রাখবেএ রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার মন্টিটস্কি আরো বলেছেন, ২০২৩ সালে রাশিয়া-বাংলাদেশ সম্পর্ক বেশ কয়েকটি মাইলফলক প্রত্যক্ষ করেছে।

রাষ্ট্রদূত বলেন,ও১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাঙালি জনগণকে বহুলাংশে সমর্থন করায়, দুই দেশের মধ্যে অর্থপূর্ণ মিথস্ক্রিয়ার ফলে আগেভাগেই ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে দুই দেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়এ

তিনি বলেন,ওএরপর থেকে ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে, আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ইতিহাসে যোগ হয়েছে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনার পাশাপাশি অনেক গুরুত্বপূর্ণ অর্জন আর গৌরবময় স্মৃতিএ

রাষ্ট্রদূত বলেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বর্তমান অস্থিরতা সত্ত্বেও বিভিন্ন খাতে মস্কো ও ঢাকার মধ্যে ফলপ্রসূ সহযোগিতা বিকশিত হচ্ছে। ২০২৩ সালে রাশিয়া-বাংলাদেশ সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করেছে বেশ কয়েকটি মাইলফলক। যেমন, সেপ্টেম্বরে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভের বাংলাদেশে প্রথম সফর, অক্টোবরে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে রূপপুরে এনপিপিতে পারমাণবিক জ্বালানি সরবরাহ অনুষ্ঠান এবং নভেম্বরে চট্টগ্রাম বন্দরে রুশ প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহরের শুভেচ্ছা সফর।

রাষ্ট্রদূত মন্টিটস্কি বলেন, রাশিয়া বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্য, বিশেষ করে গম ও সারের অন্যতম প্রধান সরবরাহকারী হিসেবে বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। ২০২৩ সালে বাংলাদেশে রাশিয়ার শস্য রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২ দশমিক ৭ মিলিয়ন টন।

সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা ও অটিজম বিশেষজ্ঞ সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জেনেভায় অবস্থানরত বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন। গত মঙ্গলবার (২৩ জানুয়ারি) রাতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৫৪তম নির্বাহী বোর্ড সভার কারণে বর্তমানে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় থাকা স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন মঙ্গলবার (২৩ জানুয়ারি) তার নির্ধারিত বক্তব্যে বলেন, 'ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোনো বাংলাদেশি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতো এত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠানে এরকম দায়িত্বশীল ও সম্মানজনক পদে দায়িত্বপ্রাপ্তি হচ্ছেন। এই প্রাপ্তিতে বাংলাদেশের সম্মান ও মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।'

তিনি আরও বলেন, 'সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের মতো একজন দক্ষ ব্যক্তিত্ব বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক পদে দায়িত্বপ্রাপ্তিতে চিকিৎসা ক্ষেত্রে এ অঞ্চলে আগামীতে অগ্রগতি আসবে। তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকন্যা। তিনি জানেন কীভাবে কাজগুলো করতে হবে। তার এই দায়িত্বপ্রাপ্তিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় গর্ব অনুভব করছে এবং সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে আগামী দিনগুলোর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছে।'

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লালসেনের বক্তব্যকালে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে গত সোমবার (২২ জানুয়ারী) রাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ পেয়েছেন সায়মা ওয়াজেদ পুতুল। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে এই পদে দায়িত্ব পালন করবেন তিনি।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ড. সায়েমা ওয়াজেদ পুতুলকে আগামী পাঁচ বছরের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিচালক হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বর্তমান পরিচালক ড. পুনাম ক্ষেত্রপাল সিং আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন। এরপর ১ ফেব্রুয়ারি থেকে দায়িত্ব পালন করবেন ড. সায়েমা ওয়াজেদ পুতুল।

এর আগে, গত ১ নভেম্বর ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ডব্লিউএইচওর আঞ্চলিক সম্মেলনে এ পদে নির্বাচিত হন সায়মা ওয়াজেদ। তিনি ৮-২ ভোটে পরিচালক নির্বাচিত হন।

সে সময় নিজের এক্স অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে ডব্লিউএইচওর আঞ্চলিক পরিচালক নির্বাচিত হওয়ার খবর জানান সায়মা ওয়াজেদ। তিনি বলেন, আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত করায় আমি ডব্লিউএইচওর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের সদস্যরাষ্ট্রগুলোকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের অঞ্চলের *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের সঙ্গে আরো জোরালো সম্পর্ক চায় ফ্রান্স ও জার্মানি

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক আরো জোরদার করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে ফ্রান্স ও জার্মানি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঢাকায় ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত মেরি ম্যাসদুপুই এবং জার্মানির রাষ্ট্রদূত আখিম ট্রোস্টার এই আগ্রহের কথা জানিয়েছেন। গত ২৫ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার তাঁরা আলাদাভাবে ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হওয়ায় শেখ হাসিনাকে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এবং জার্মান চ্যান্সেলরের অভিনন্দন বার্তা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করেন দুই রাষ্ট্রদূত।

জার্মান রাষ্ট্রদূত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এসেছিলেন মুজিব কোট পরে। সাংবাদিকরা এ বিষয়ে তাঁর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এটি মুজিব *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

লোহিতসাগরের সংঘাতে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিকারকদের বড় ক্ষতি

পরিচয় ডেস্ক: বেতন বৃদ্ধির দাবিতে শ্রমিকদের আন্দোলনের অস্থিরতার কারণে কারখানা বন্ধ হওয়ার নেতিবাচক প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে না আসতেই গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচার যুদ্ধের কারণে নতুন করে বড় ক্ষতির মুখে পড়েছে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত।

লোহিতসাগরে ইসরায়েল-সংশ্লিষ্ট জাহাজে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের হামলার পর যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন জোটের সঙ্গে সংঘাত চলছে। সহজ ও সাশ্রয়ী লোহিতসাগর-সুয়েজ খাল নৌপথ পাল্টাতে বাধ্য হয়েছে পণ্য পরিবহন সংস্থাগুলো। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে; বেড়েছে পণ্য পরিবহনের ব্যয় ও সময়।

জাপানের সংবাদমাধ্যম নিক্কেই এশিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের কয়েক বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানির ৬৫ শতাংশেরও বেশি যায় ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে। এসব গন্তব্যের জন্য লোহিতসাগর-সুয়েজ খালের নৌপথ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু নভেম্বর থেকে ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত হুতি বাহিনী

লোহিতসাগরে পণ্যবাহী জাহাজে আক্রমণ করছে। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য পাল্টা পদক্ষেপ নিলেও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়নি। তাই বিশ্বের বৃহত্তম মালবাহী জাহাজগুলো তাদের বাণিজ্য রুট পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছে।

এ অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খল। তবে দুটি কারণে বাংলাদেশের ক্ষতি কিছুটা ভিন্ন। বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি পোশাকশিল্প। গত বছরের ৫ হাজার ৫০০ কোটি ডলারের রপ্তানি আয়ের মধ্যে প্রায় ৪ হাজার ৭০০ কোটি ডলার পোশাক খাত থেকে এসেছে। কোনো ধরনের ভূ-রাজনৈতিক বাধা না থাকলেও বাংলাদেশের প্রধান বন্দরটি অগভীর হওয়ায় অর্ডার সরবরাহ করতে বাড়তি সময় লেগে যায়।

শিপিং কোম্পানিগুলো ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ থেকে ইউরোপ ও আমেরিকায় কনটেইনারের পরিবহন খরচ ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ বাড়িয়েছে। কিন্তু শিগগিরই সেই খরচ আরও ২০ থেকে ২৫ শতাংশ বাড়তে যাচ্ছে বলে *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের রপ্তানিতে ঝুঁকি বাড়াচ্ছে পোশাকনির্ভরতা

পরিচয় ডেস্ক: একমাত্র পোশাকের ওপর নির্ভরতা ঝুঁকি বাড়াচ্ছে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ে। এই একটি মাত্র পণ্য থেকেই রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ আসে বলে এই ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। তাই এই পণ্যের বাজারে কোনো উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা তৈরি হলে রপ্তানি আয় নিয়েও বাড়ে দুশ্চিন্তা। সম্প্রতি আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নে রপ্তানি নিয়ে আশঙ্কা তৈরির প্রেক্ষাপটে বিষয়টি সামনে এসেছে। রপ্তানির ঝুঁকি কমাতে রপ্তানি পণ্যে বৈচিত্র্য আনা ও নতুন বাজার খোঁজার পরামর্শ বিশ্লেষকদের।

বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ মিশনের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, 'বাংলাদেশে রপ্তানি পণ্য একটি খাতের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় রপ্তানি আয়ে ঝুঁকি যে আছে, সেটা জানা কথা। তৈরি পোশাকের পণ্যে বৈচিত্র্য এনে আরও মধ্য ও উচ্চমূল্যের পোশাক রপ্তানির সুযোগ আছে। আমাদের পোশাক রপ্তানিকারকদের এদিকে এখন মনোযোগ দিতে হবে।'

তথ্য-উপাত্ত বলছে, ১৯৮৩-৮৪ অর্থবছরে দেশের মোট পণ্য রপ্তানিতে তৈরি পোশাক ছিল মোট রপ্তানির ৩ দশমিক ৮৯ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এসে মোট রপ্তানিতে পোশাকের হিস্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৪ দশমিক ৫৮ শতাংশ। ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পোশাক রপ্তানি বাড়ার পেছনে আছে শুল্কমুক্ত সুবিধা। ২০২৬ সালে বাংলাদেশ এলডিসি থেকে উত্তরণ হলে জিএসপি সুবিধা হারাবে ২০২৯ সাল থেকে। তাতে পণ্য রপ্তানি, বিশেষ করে তৈরি পোশাকের রপ্তানিই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

স্বাধীনতার পর পাট ও পাটজাত দ্রব্য ছিল বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য। পাটের পর ছিল চা ও হিমায়িত খাদ্য। বর্তমানে এই চারটি পণ্যে দিন দিন নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। তৈরি পোশাকের পর হোম টেক্সটাইল, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, প্রকৌশল পণ্য ভালো করলেও রপ্তানির গতি খুবই কম। একসময় কৃষিজাত পণ্য আশা জাগালেও ইতিবাচক ধারায় নেই কয়েক বছর ধরে। এখন বলা যায়, পুরো রপ্তানি খাতই দিন দিন তৈরি পোশাকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। পোশাক রপ্তানি বাড়লে দেশের সামগ্রিক রপ্তানি ইতিবাচক ধারায় থাকে। তা না হলে ধস নামে রপ্তানি আয়ে।

দেশের সামগ্রিক রপ্তানি খাতে বৈচিত্র্য আনার জন্য রপ্তানি নীতি ২০২১-২৪ প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। রপ্তানি বহুমুখীকরণে জোর দিতে ১৪টি খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। খাতগুলো হচ্ছেউচ্চ মূল্য সংযোজিত তৈরি পোশাক, কৃত্রিম তন্তু, পোশাক খাতের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, ওষুধ, প্লাস্টিক পণ্য, জুতা ও চামড়াজাত পণ্য, বহুমুখী পাটপণ্যসহ পাটজাত পণ্য, কৃষিপণ্য ও প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য, হালকা প্রকৌশল পণ্য, জাহাজ ও সমুদ্রগামী মাছ ধরার ট্রলার নির্মাণ, আসবাব, *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

অপ্রচলিত বাজারে পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি ২০%, রাশিয়ায় বেড়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে কমেছে

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি বাড়ছে অপ্রলিত বাজারে। সদ্যোবিদায়ি ২০২৩ পঞ্জিকাবর্ষ (জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর) অনুসারে এ সময় রপ্তানি আয় বেড়েছে ২০.৫৪ শতাংশ। এমনকি যুদ্ধ চলাকালেও পোশাকের অপ্রচলিত বাজার রাশিয়ায়ও প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৩.১৩ শতাংশ। এ সময় আয় হয়েছে ৪৭ কোটি ৮৭ লাখ ডলার।

২০২২ সালে আয় ছিল ৪২ কোটি ৩২ লাখ ডলার।রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) ও পোশাক খাতের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএর তথ্য অনুসারে জানুয়ারি-ডিসেম্বর সময়ে আয় হয়েছে ৮৮৭ কোটি ১১ লাখ ডলার। ২০২২ সালের একই সময়ে আয় ছিল ৭৩৫ কোটি ৯২ লাখ ডলার।

অন্যদিকে পোশাক খাতের প্রচলিত বাজারে ইউরোপে প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ১.৪৯ শতাংশ।

অন্যতম বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্রে আয় কমেছে ৮.৬৮ শতাংশ। ইউরোপে এ সময় আয় হয়েছে দুই হাজার ৩৬৮ কোটি ৪০ লাখ ডলার। আর যুক্তরাষ্ট্রের বাজার থেকে রপ্তানি আয় এসেছে ৮২৭ কোটি ৩৪ লাখ ডলার। এ ছাড়া দেশের পোশাক রপ্তানির তৃতীয় *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

বিদেশী ক্রেতাদের কাছে দাম কমানোর চাপে রয়েছে পোশাক শিল্প জানালো বিজিএমইএ

পরিচয় ডেস্ক: আন্তর্জাতিক বাজারে তৈরি পোশাক রফতানির ক্ষেত্রে ক্রেতাদের কাছ থেকে দাম কমানোর জন্য নানামুখী চাপে রয়েছেন পোশাক শিল্প মালিকরা। উৎপাদক এবং ব্রান্ডের মাঝে যে সকল মধ্যস্বত্বভোগী প্রতিষ্ঠান রয়েছে দাম কমানোর ক্ষেত্রে তাদের এড়িয়ে চলতে চায় তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ। ফলে ভার্চুয়াল প্লাটফর্মের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যবসায়িক কার্যক্রম (ক্রয়াদেশ গ্রহণ) পরিচালনা করতে চায় সংস্থাটি। ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম চালু হতে সময় লাগতে পারে অন্তত এক বছর।

ক্রেতার কাছে পৌঁছানোর সহজ মাধ্যমড় ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম এ মুহূর্তে কতোটা প্রস্তুত? এই প্রশ্নের উত্তর *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

চীনা মুদ্রায় লেনদেন ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে - বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার

পরিচয় ডেস্ক: চলমান ভূরাজনৈতিক ও ভূঅর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নতুন সিদ্ধান্ত নিল। চীনা মুদ্রা ইউয়ানকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিজিটাল লেনদেনের অন্যতম প্লাটফরম রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্টের (আরটিজিএস) সঙ্গে যুক্ত করল। ফলে দেশের যেসব বাণিজ্যিক ব্যাংক আরটিজিএসের সঙ্গে যুক্ত ওইসব ব্যাংক এখন সরাসরি চীনা মুদ্রা ইউয়ান দিয়ে লেনদেন করতে পারবে। ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে এ লেনদেন চালু হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

এ বিষয়ে বৃহস্পতিবার (২৫ জানুয়ারী) বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে একটি সার্কুলার জারি করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর প্রধান নির্বাহীদের কাছে পাঠানো হয়েছে। সূত্র জানায়, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন, মানবাধিকারসহ অন্যান্য ইস্যু নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও তাদের মিত্র দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক ও ভূঅর্থনৈতিক নানা বিষয়ে মতবিরোধ চলছে। এগুলো নিয়ে বিবৃতি-পালটা বিবৃতি চলছে। এর মধ্যেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক চীনা মুদ্রা ইউয়ানকে সরাসরি লেনদেন করার জন্য মুদ্রার বাস্কেটে অন্তর্ভুক্ত করল।

সূত্র জানায়, সরাসরি লেনদেন করার জন্য গত বছরের ৪ সেপ্টেম্বর আরটিজিএসের সঙ্গে ৫টি দেশের মুদ্রাকে যুক্ত করা হয়। এগুলো হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা ডলার, যুক্তরাজ্যের মুদ্রা পাউন্ড স্টার্লিং, ইউরোপীয় ইউনিয়নের একক মুদ্রা ইউরো, জাপানের মুদ্রা জাপানিজ ইয়েন ও কানাডিয়ান

মুদ্রা কানাডিয়ান ডলার। ওই সময় থেকে এসব মুদ্রা দিয়ে ব্যাংকগুলো সরাসরি বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন করতে পারত। এখন থেকে নতুন ব্যবস্থায় ওইসব মুদ্রার পাশাপাশি চীনা মুদ্রা ইউয়ানেও লেনদেন করতে পারবে। ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে এ লেনদেন চালু হবে। এর আগেই ব্যাংকগুলোকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে।

সার্কুলারে বলা হয়, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রায় ক্লিয়ারিং কার্যক্রম আধুনিক, যুগোপযোগী ও তাৎক্ষণিকভাবে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

সব ব্যাংকের সঙ্গেই বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন করার জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় ক্লিয়ারিং হিসাব রয়েছে। ওইসব হিসাবে চীনা মুদ্রা দিয়েও সরাসরি লেনদেন করা যাবে।

তবে এ লেনদেনে একটি বড় সমস্যা হচ্ছে চীনা মুদ্রার প্রাপ্যতা। কারণ দেশের ব্যবসায়ীরা চীনের সঙ্গে যেসব ব্যবসা-বাণিজ্য করে সেগুলোর সবই করে ডলারে। চীনা মুদ্রায় কেউ করে না। কারণ চীনা মুদ্রায় রপ্তানি করলে ওইগুলো অন্য দেশে ব্যবহার করার সুযোগ কম। যে কারণে চীনা মুদ্রায় এলসি খোলার সুযোগ থাকলেও সেটি কেউ করছে না। যে কারণে চীনা মুদ্রার সংকট রয়েছে। তবে ব্যাংকগুলো এখন চীন থেকে যেসব রপ্তানি আয় হবে সেগুলো চীনা মুদ্রায় গ্রহণ করে এর বিপরীতে চীন থেকে ওইসব মুদ্রা দিয়ে আমদানি সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেবে। রপ্তানিকারকদের চীনা মুদ্রার বিপরীতে চাহিদা অনুযায়ী অন্য মুদ্রা দেওয়া হবে। তবে চীনে বাংলাদেশের রপ্তানি খুবই কম। আমদানি অনেক বেশি। ফলে রপ্তানি বাবদ চীনা মুদ্রা জোগান বেশি মিলবে না।

রাশিয়ার সঙ্গে ডলারে লেনেদেনর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হওয়ায় ওই দেশ থেকে নেওয়া রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ঋণ পরিশোধ করতে সমস্যা হচ্ছে। এ কারণে ওই ঋণ চীনা মুদ্রায় পরিশোধ করার প্রস্তাব দিয়েছে দেশটি। এ নিয়েও বিভিন্ন মহল থেকে আপত্তি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওই সিদ্ধান্তের ফলে রাশিয়ার ঋণ চীনা মুদ্রায় পরিশোধ করা সহজ হবে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নে জিএসপি প্লাস সুবিধা পেতে ৩২টি কনভেনশনের শর্ত বাস্তবায়ন করতে হবে বাংলাদেশকে

পরিচয় ডেস্ক: স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পর ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) জিএসপি প্লাস সুবিধা পেতে বাংলাদেশকে ৩২টি কনভেনশনের শর্তের দীর্ঘ তালিকা বাস্তবায়ন করতে হবে। এসব চুক্তি পরিবেশ, শ্রম ও মানবাধিকার সংক্রান্ত।

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে গতকাল ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ফোরাম অব বাংলাদেশ (আইবিএফবি) আয়োজিত ডিউ ডেলিজেন্স ল'স শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা জানান ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত চার্লস হুইটলি।

আইবিএফবি সভাপতি হুমায়ুন রশীদের সভাপতিত্বে বৈঠকে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডেপুটি হেড অব ইইউ মিশন বার্নড স্প্যানিয়ার। অনুষ্ঠানে আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক

বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

২০২৩ সালে বাংলাদেশে পণ্য আমদানির ৬৫ শতাংশই এসেছে ৯ দেশ থেকে

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে গত বছর সব মিলিয়ে ৬ লাখ ২০ হাজার কোটি টাকার পণ্য আমদানি হয়েছে। বিশ্বের ২১৫টি দেশ থেকে আমদানি করা হয় এসব পণ্য। এর মধ্যে ৬৫ শতাংশ বা ৪ লাখ কোটি টাকার পণ্যই এসেছে নয় দেশ থেকে। দেশগুলো হলো চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, মালয়েশিয়া, রাশিয়া, জাপান ও সিঙ্গাপুর। প্রত্যেকটি দেশ এককভাবে সরবরাহ করেছে ২০ হাজার কোটি টাকারও বেশি পণ্য। কাস্টম হাউজ ও শুল্ক স্টেশনের শুল্কায়ন মূল্যের হিসাব পর্যালোচনায় এমন তথ্য উঠে এসেছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) আমদানি তথ্যে দেখা যায়, বাংলাদেশে আমদানি পণ্যের সবচেয়ে উৎস চীন ও ভারত। দেশে শিল্পের মেশিনারিজ ও খাদ্যশস্যের বাজার যত বড় হচ্ছে, পণ্য সরবরাহে এ দুই দেশের অংশীদারত্ব ততই বাড়ছে। পাঁচ বছর আগে বাংলাদেশের বাজারে ৬০ হাজার ৫৮৩ কোটি টাকার মেশিনারিজসহ বিভিন্ন ধরনের পণ্য সরবরাহ করেছিল চীন। ২০২৩ সালে সেখান থেকে এসেছে ১ লাখ ২৫ হাজার কোটি টাকার পণ্য। অর্থাৎ পাঁচ বছরের ব্যবধানে দেশের আমদানি পণ্যের বাজারে চীনের অংশীদারত্ব বেড়েছে ৫০ শতাংশেরও বেশি। পণ্য আমদানিতে চীনের পরই ভারতের

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের সাথে দ্বিপক্ষীয় সহায়তা এখন শুধুই জাপাননির্ভর

পরিচয় ডেস্ক: চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথমার্ধে (জুলাই-ডিসেম্বর) বিভিন্ন দেশের ঋণ প্রতিশ্রুতি ও অর্থছাড় নিয়ে গতকালই হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করেছে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)। এতে দেখা যায়, এ ছয় মাসের মধ্যে নতুন ঋণের প্রতিশ্রুতি এসেছে মূলত বহুপক্ষীয় বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে। দ্বিপক্ষীয় সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে শুধু জাপান। এ ছয় মাসে বাংলাদেশকে নতুন করে ২০২ কোটি ডলার ঋণ সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে জাপান। পাশাপাশি আগে প্রতিশ্রুত ঋণের ৮১ কোটি ২২ লাখ ডলারও এ সময় ছাড় করেছে দেশটি।

ইআরডির প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে সব মিলিয়ে ৬৯৮ কোটি ৯৮ লাখ ডলারের ঋণ প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। এর অধিকাংশই এসেছে বহুপক্ষীয় বিভিন্ন ঋণদাতা সংস্থার কাছ থেকে। দ্বিপক্ষীয় ঋণদাতা দেশগুলোর মধ্যে নতুন ঋণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে শুধু জাপান। আবার বহুপক্ষীয় সংস্থাগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ ঋণে প্রতিশ্রুতিও মিলেছে জাপান নিয়ন্ত্রিত এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) কাছ থেকে। এডিবি এ ছয় মাসে ঋণ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ২৪৬ কোটি ডলারের কিছু বেশি। এ সময় বাংলাদেশের অনুকূলে মোট অর্থছাড় হয়েছে ৪০৬ কোটি ৩৮ লাখ ডলার। অর্থছাড়ের দিক থেকেও এ সময় জাপানের অবস্থান ছিল শীর্ষে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে নতুন ঋণের প্রতিশ্রুতি দেয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা রক্ষণশীল অবস্থান নিয়েছে দ্বিপক্ষীয় ঋণদাতা দেশগুলো। ব্যতিক্রম শুধু জাপান। স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশকে ঋণ ও অনুদান হিসেবে বিপুল পরিমাণ সহায়তা দিয়ে এসেছে জাপান। সে ধারা বজায় রেখে বর্তমান পরিস্থিতিতেও নতুন ঋণের গন্তব্য হিসেবে বাংলাদেশের ওপর ভরসা ধরে রেখেছে দেশটি।

দেশটি অন্যান্য দেশকে সহায়তা করে থাকে আনুষ্ঠানিক উন্নয়ন সহযোগিতা (ওডিএ) কর্মসূচির আওতায়। বর্তমানে বাংলাদেশই জাপানি ওডিএর সবচেয়ে বড় গন্তব্য বলে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সিসহ (জাইকা) বিভিন্ন সংস্থার প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। ইআরডির তথ্যেও দেখা গেছে, স্বাধীনতার পর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত দ্বিপক্ষীয় সহযোগীদের মধ্যে বাংলাদেশের অনুকূলে ঋণ প্রতিশ্রুতি ও অর্থছাড়ের দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে জাপান। এ সময়ে দেশটি থেকে ঋণের প্রতিশ্রুতি এসেছে ৩ হাজার ৩৪ কোটি ডলারের বেশি। এর মধ্যে অর্থছাড় হয়েছে ২ হাজার ৪৫ কোটি ১৮ লাখ ডলার। গত ৫২ বছরে বাংলাদেশের অনুকূলে অর্থছাড়ের দিক থেকে দ্বিপক্ষীয় সহযোগীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে চীন। যদিও এ সময় দেশটি অর্থ ছাড় করেছে জাপানের তুলনায় অর্ধেকেরও কম বা ৮১১ কোটি ৫০ লাখ ডলার। বর্তমানে জাপানের সঙ্গে চুক্তির অপেক্ষায় পাইপলাইনে রয়েছে জাপানের আরো ৭৫৬ কোটি ৯৫ লাখ ডলারের ঋণ সহায়তা। আর দেশে এখন জাপানি অর্থায়নে ৮২টি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

দেশের যোগাযোগ ও অবকাঠামো খাতের মেগা প্রকল্পগুলোয় জাপানের অর্থায়নই সবচেয়ে বেশি। এর মধ্যে কক্সবাজারে মাতারবাড়ীতে নির্মীয়মাণ গভীর সমুদ্রবন্দর প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি অর্থায়ন করছে জাইকা। প্রকল্পে অর্থায়নের পাশাপাশি কারিগরি সহায়তাও দিচ্ছে দেশটি।

জাপানি বিনিয়োগে বাস্তবায়ন হচ্ছে রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প। প্রায় ২১ হাজার ৩৯৮ কোটি টাকায় নির্মীয়মাণ প্রকল্পটিতে জাইকার অর্থায়ন

বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

সৌদি আরবে প্রথম অ্যালকোহলের দোকান খোলার উদ্যোগ

পরিচয় ডেস্ক: এতদিন শুধু কূটনৈতিক মেইল করলেই মিলতো অ্যালকোহল। এবার নিয়মে বদল আনছে সৌদি আরব। প্রথমবারের মতো অমুসলিম কূটনীতিকদের কাছে অ্যালকোহল বিক্রির অনুমতি দেয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি। একটি সূত্র এএফপিকে জানিয়েছে, ‘‘এর আগে কূটনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যালকোহল আমদানি করতে হতো। এবার থেকে ওঅমুসলিম কূটনীতিকদের কাছে তা বিক্রি করা হবে।

১৯৫২ সাল থেকে এ নিয়ে সৌদি আরবে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। বাদশাহ আব্দুল আজিজের এক ছেলে মত্ত অবস্থায় রাগের বশে একজন ব্রিটিশ কূটনীতিককে গুলি করে হত্যা করেছিলেন। তারপরই এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

বার্তাসংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, সৌদির রাজধানী রিয়াদে প্রথমওঅ্যালকোহল স্টোর খোলার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। শুধু অমুসলিম কূটনীতিকদের জন্য এ পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত একটি সূত্র বার্তাসংস্থা রয়টার্সকে এ তথ্য জানিয়েছে। বলা হয়েছে, গ্রাহকদের একটি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধন করতে হবে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে একটি ক্লিয়ারেন্স কোড পেতে হবে। এর ভিত্তিতে মাসিক কোটা মেনে কেনা যাবে।এ সংক্রান্ত নথির কপি পেয়েছে বলে দাবি বার্তাসংস্থা রয়টার্সের।

এই পরিকল্পনাটি সৌদি আরবের ভিশন-২০৩০-এর অংশ। রক্ষণশীল দেশটিতে সাম্প্রতিককালে পর্যটন ও ব্যবসায় আরো বেশি নজর দিয়েছে। সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের নেতৃত্বে পদক্ষেপটি বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে।

নথিতে বলা হয়েছে, নতুন এই দোকান রিয়াদের কূটনৈতিক পাড়ায় অবস্থিত। তবে এই দোকান অমুসলিমদের জন্য ‘কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ থাকবে বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য অমুসলিম প্রবাসীদের দোকানে প্রবেশাধিকার থাকবে কিনা তা স্পষ্ট নয়। ইসলাম ধর্মে মদ্যপান নিষিদ্ধ। সৌদি আরবে মদ্যপানের বিরুদ্ধে কঠোর আইনও রয়েছে।

- রয়টার্স, এএফপি

বাবরি মসজিদ নিয়ে স্মৃতিচারণ করলেন মমতা

বহু বিতর্কের পর অবশেষে ভারতের অযোধ্যায় ভেঙে ফেলা বাবরি মসজিদের জায়গায় রামমন্দিরের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হলেও বিরোধী দলের নেতা-মন্ত্রীরা যাননি। এই তালিকায় ছিলেন কংগ্রেসের সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গে; পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ও সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদবসহ আরও অনেকে। এদিকে, এদিন বাবরি মসজিদ নিয়ে স্মৃতিচারণ করেছেন মমতা ব্যানার্জি।

ভারতীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, রামমন্দির উদ্বোধনে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল; কিন্তু কয়েক দিন আগেই মমতা সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি অযোধ্যা যাচ্ছেন না। এমনকি রামমন্দির উদ্বোধনকে ‘ভোটের আগে গিমিক’ বলেও কটাক্ষ করেছিলেন মমতা।

সোমবার রামমন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে না গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কলকাতায় সংহতি মিছিলের আয়োজন করেন। মিছিল শেষে পার্ক সার্কাস ময়দানের সভায় বক্তব্য দেন মমতা। এ সময় অযোধ্যায় রামমন্দির প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে মমতা বললেন, ভোটের নামে দেশটাকে বিক্রি করছে কিছু লোক। ভোটের আগে ধর্মে উসকানি দেওয়া হচ্ছে। বাংলাকেই এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। একটা লড়াই শুরু হয়েছে। আর এ লড়াই চলবে। আমরা কাপুরুষ নই। তাই আমরা লড়ব।

স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, যখন বাবরি মসজিদ ভাঙা হয়েছিল, ‘আমি একাই পথে নেমেছিলাম। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছে গিয়েছিলাম। বলেছিলাম, কোনো প্রয়োজন আছে কি না। ভয় না পেয়ে সমস্ত জায়গায় গিয়ে ত্রাণ *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

২০১৪‘র পর ২০২৩ সালে সর্বোচ্চ সংখ্যায় সাগরে রোহিঙ্গাদের মৃত্যু

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৩ সালে সাগরে অন্তত ৫৬৯ রোহিঙ্গা মারা গেছেন অথবা নিখোঁজ হয়েছেন, যা ২০১৪ সালের পর সর্বোচ্চ। মূলত দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ঝুঁকিপূর্ণ পথে ভ্রমণ করার সময় দুর্ঘটনায় তাদের মৃত্যু হয়। গত বুধবার (২৪ জানুয়ারী) জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা এ তথ্য গণমাধ্যমকে জানিয়েছে।

সংস্থাটির শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনার (ইউএনএইচসিআর) জানিয়েছে, আন্দামান সাগর ও বঙ্গপসাগরজুড়ে প্রায় সাড়ে চার হাজার রোহিঙ্গা অন্য দেশে পালিয়ে যাওয়ার জন্য নৌকায় উঠে। তারা হয় বাংলাদেশের রোহিঙ্গা ক্যাম্প অথবা মিয়ানমারে নির্যাতনের শিকার হয়ে পালানোর চেষ্টা করে।

বলা হয়েছে, গত বছর যারা ঝুঁকিপূর্ণ পথে অন্য দেশে পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করেছে তাদের প্রতি আটজনে একজন হয় মারা গেছেন না হয় নিখোঁজ হয়েছেন।

২০১৭ সালে মিয়ানমারে ব্যাপক নির্যাতনের শিকার হয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে লাখ লাখ রোহিঙ্গা। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে।

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে যেসব রোহিঙ্গা অবশিষ্ট রয়েছেন তাদের ওপর বিভিন্ন ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। বসবাস করছেন ক্যাম্পে।

তিন বছর আগে মিয়নামারে অং সান সুচিকে হঠিয়ে ক্ষমতা দখল করে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী। এরপরই শুরু হয় রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন।

গত বছরের নভেম্বর ও ডিসেম্বরে এক হাজার পাঁচশ এর বেশি রোহিঙ্গা ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের উত্তর প্রান্তে কাঠের নৌকায় করে অবতরণ করে। এসময় সাগর সাধারণত শান্ত থাকে।

তবে আগে ইন্দোনেশিয়ায় রোহিঙ্গাদের গ্রহণ করা হলেও সম্প্রতি তৈরি হয়েছে জটিলতা। ইন্দোনেশিয়ার স্থানীয় মানুষ এখন আর রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিতে রাজি নয়।

মান্না দের সঙ্গে গান গাওয়া সেই গায়িকার চা বিক্রি করে সংসার চলে

পরিচয় ডেস্ক: মান্না দে-হৈমন্তী শুক্লার সঙ্গে স্টেজ কাঁপাতেন, এখন চা বিক্রি করে সংসার চলে ভারতের বর্ধমানের শ্যামলাল এলাকার পূজা ভৌমিকের। হৈমন্তী শুক্লা, মান্না দে, লোপামুদ্রা মিত্র, আরতি মুখার্জির মতো বিখ্যাত তারকাদের সঙ্গে স্টেজ শো করতেন একসময়। তার সুরের জাদুতে মুগ্ধ হতো দর্শক-শ্রোতারা। কিন্তু ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! এখন সংসারের হাল ধরার জন্য স্বামীর সঙ্গে চা বিক্রি করছেন ভারতের বর্ধমানের শ্যামলাল এলাকার পূজা ভৌমিক।

পূজা এখন তার অতীত প্রতিভার কথা কারও সঙ্গে ভাগ করতে চান না। আর দোকানে আসা অনেকেই তার এ প্রতিভার কথা জানেন না। নিষ্ঠুর বাস্তবতার কাছে বদলে গেছে তার জীবন। এ কারণে বর্ধমানের নার্স কোয়ার্টার মোড়ে এখন স্বামীর সঙ্গে চায়ের দোকান করেন তিনি।

এক সময়ের এই তারকা শিল্পীকে এখন চা দোকানে দেখে কেউ ভাবতেই পারেন না, দশ বছর আগেও তার পরিচয় ছিল সেলিব্রেটি। পূজার ভাষ্যমতে, পুরোনো দিনের কথা মনে হলে খুব কষ্ট হয়। ওই দিনগুলোর আর ফিরে পাব না। কিন্তু এখনো সুযোগ পেলে আবার *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

গোল্ডেন ভিসা প্রক্রিয়া আরও সহজ করল আমিরাত

পরিচয় ডেস্ক: সম্পদ কেনার মাধ্যমে গোল্ডেন ভিসা পাওয়ার প্রক্রিয়া আরও সহজ করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। এতে করে গোল্ডেন ভিসা পাওয়ার পথ আরও সহজ হবে বলে মনে করছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। বুধবার (২৪ জানুয়ারী) মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম খালিজ টাইমস এক প্রতিবেদনে জানায়, আগের নিয়মে সম্পদ (ফ্ল্যাট বা প্লট) কেনার মাধ্যমে এই ভিসা পেতে চাইলে তাদের সম্পদের মূল্যের ১ মিলিয়ন দিরহাম ডাউন পেমেন্ট (অগ্রীম) দেওয়ার বিধান ছিল। নতুন নিয়মে রিয়েল স্টেট খাতের বিনিয়োগকারীদের এখন আর তা মানতে হবে না। সংবাদমাধ্যমটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যদি সম্পদের মূল্য ২ মিলিয়ন দিরহামের বেশি হয় এবং মালিকরা কিস্তি অথবা মর্গেজের মাধ্যমে সেটি কিনে থাকেন; তাহলে তারাও ১০ বছর মেয়াদী গোল্ডেন ভিসার আবেদন করতে পারবেন। তারা সম্পদের মূল্যের কতটুকু পরিশোধ করেছেন; ভিসা প্রদানের ক্ষেত্রে সেটি আর বিবেচনা করা হবে না। যারা কিস্তি বা মর্গেজের মাধ্যমে সম্পদ ক্রয় করবেন তারা শুধুমাত্র ডেভেলপারের সঙ্গে চুক্তির কাগজ, ব্যাংকের মর্গেজের কাগজ, পাসপোর্টের কপি এবং ছবি দিয়েই ভিসার আবেদন করতে পারবেন। যে ব্যক্তিরা আরব আমিরাতের গোল্ডেন ভিসা পাবেন তারা চাইলে তাদের স্বামী/স্ত্রী, সন্তান, বাবা-মাকে স্পন্সর করতে পারবেন। এরমাধ্যমে তার পরিবারের সদস্যরাও গোল্ডেন ভিসা পেতে পারেন।

চুরি থেকে সুরক্ষা ব্যবস্থা'সহ আইওএস ১৭.৩ আনল অ্যাপল

পরিচয় ডেস্ক: আইফোন ব্যবহারকারীদের জন্য আইওএস ১৭ অপারেটিং সিস্টেমের আপডেটেড সংস্করণ চালু করেছে মার্কিন টেক জায়ান্ট অ্যাপল। আর এতে যোগ করা হয়েছে বেশ কিছু নতুন নিরাপত্তা ফিচার।

আইফোনে ব্যবহারকারীর তথ্য নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে অপারেটিং সিস্টেমটির নতুন সংস্করণে 'স্টোলেন ডিভাইস প্রোটেকশন' নামের বিশেষ সুবিধা এনেছে অ্যাপল।

এ সুবিধার ফলে ব্যবহারকারীর আইফোন চুরি হলেও তার ফোন বা আইক্লাউডে থাকা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, ব্যাংক বা ইমেইল আইডি'তে প্রবেশের সুযোগ মিলবে না বলে প্রতিবেদনে লিখেছে প্রযুক্তিবিষয়ক সাইট ভার্জ।

ফলে, ফোন চোররা পাসকোড জেনে গেলেও আইফোন ব্যবহারকারীর ফেইস আইডি ও আঙ্গুলের ছাপ ছাড়া তাদের আইডিতে প্রবেশ করতে পারবে না।

আইফোনের অপারেটিং সিস্টেম ১৭.৩ সংস্করণে 'স্টোলেন ডিভাইস

প্রোটেকশন' সুবিধার পাশাপাশি আরেকটি নতুন সুবিধাও যুক্ত হয়েছে। সেটি হল, চুরি করা আইফোনের পাসকোড পরিবর্তনের সুবিধা বন্ধের সুযোগ।

এই সুবিধার ফলে ব্যবহারকারীরা তাদের তথ্যের সুরক্ষায় চুরি হওয়া ফোনের অবস্থান শনাক্ত করার জন্য পর্যাপ্ত সময় পাবেন। পাশাপাশি এর ফলে ব্যবহারকারীরা তাদের আইফোনের বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট সাময়িকভাবে বন্ধ করতে পারবেন।

আইওএস ১৭.৩ উন্মোচনের ঘোষণায় অ্যাপল বলেছে, আইওএস-এর আপডেট সংস্করণে ব্যবহারকারীর নিরাপত্তা সুবিধার্থে তাদের ফেইস আইডি বা টাচ আইডি দিতে হবে। এজন্য এক ঘণ্টার মধ্যে একটি বায়োমেট্রিক প্রমাণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে। তবে এর আগে নিশ্চিত করতে হবে যে, প্রক্রিয়াটি সম্পাদনা করছেন ফোনের মালিক নিজেই।

অ্যাপল আরও বলেছে, আইফোন মালিক যখন নিজ 'বাড়ি বা কাজের মতো পরিচিত স্থান' থেকে দূরে থাকবেন, কেবল তখনই *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়ে গেলে করণীয় কী?

পরিচয় ডেস্ক: হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে থাকা মানুষের সঙ্গে ভয়েস কল, ভিডিও কল বা এসএমএসের মাধ্যমে সহজেই যোগাযোগ করা সম্ভব। জনপ্রিয় ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং অ্যাপটিতে রয়েছে অসংখ্য ফিচার এবং সুবিধা, যা সত্যিই দৈনন্দিন জীবনের নানা কাজে লাগে। কিন্তু জরুরি এই হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট আচমকা হ্যাক হয়ে গেলে বড় বিপদ হয়ে যেতে পারে! এক্ষেত্রে কী করবেন? অসতর্কতার কারণে অনেক হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারী নিরাপত্তার সমস্যায় পড়েন। হ্যাকারদের কবলে পড়ে ব্যবহারকারীরা ব্যক্তিগত তথ্য হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন। এসব থেকে রক্ষা পেতে হোয়াটসঅ্যাপের মূল সংস্থা মেটা কিছু পরামর্শও দিয়েছে। তাই হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট নিরাপদ রাখতে এবং নানান ধরনের বিপদ থেকে কিছু পদক্ষেপ অনুসরণ করুন। অনেকেই হোয়াটসঅ্যাপের অফিসিয়াল অ্যাপের পরিবর্তে থার্ড পার্টি অ্যাপ ব্যবহার করেন। মেটা বলছে, এই ধরণের থার্ড পার্টি অ্যাপগুলোর মাধ্যমে আপনার ব্যক্তিগত ডাটা ফাঁস হয়ে যেতে পারে! এতে আপনার অ্যাকাউন্ট হ্যাক হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। তাই শুধু মেটার বিশ্বস্ত এবং অফিসিয়াল অ্যাপ ব্যবহার করুন। সেইসঙ্গে অ্যাকাউন্ট সুরক্ষায় চালু করুন টু-ফ্যাক্টর ভ্যারিফিকেশন

অপশনটি। এ ছাড়া নতুন কোনো ডিভাইসে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট রেজিস্টার করতে কল এবং এসএমএসে প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে একটি ৬ সংখ্যার যাচাইকরণ কোড পাবেন। অন্য কেউ এই কোডটি জানতে পারলে সেই ব্যক্তি আপনার হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস করতে পারবেন। আরও মাথায় রাখতে হবে আপনার হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট অন্য ডিভাইসে খোলা নেই তা নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু তারপরও ভুলবশত কোনো হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়ে গেলে অ্যাকাউন্টটিকে দ্রুত ডি-রেজিস্টার করে নিন। এটি করার সঙ্গে সঙ্গে মেটা সব ডিভাইস থেকে আপনার অ্যাকাউন্ট লগআউট করে দেবে। এতে করে হ্যাকাররা আপনার পুরনো চ্যাটে অ্যাক্সেস করতে পারবে না।

হোয়াটসঅ্যাপে ই-মেইল ঠিকানা যুক্ত করবেন যেভাবে

পরিচয় ডেস্ক: সম্প্রতি ফোন নম্বরের পাশাপাশি ই-মেইল ঠিকানার মাধ্যমে অ্যাকাউন্টে প্রবেশের সুবিধা চালু করেছে হোয়াটসঅ্যাপ। এর ফলে ফোন নম্বর ছাড়াও ইমেইল ঠিকানা দিয়ে অ্যাকাউন্টে দ্রুত প্রবেশ করার পাশাপাশি পরিচয় যাচাই করা যাবে। হোয়াটসঅ্যাপে যুক্ত করা ইমেইল ঠিকানা অন্য ব্যবহারকারীরা দেখতে পারবেন না। ফলে ব্যক্তিগত তথ্যও নিরাপদ থাকবে। হোয়াটসঅ্যাপে ইমেইল ঠিকানা যুক্তের পদ্ধতি দেখে নেওয়া যাক। ইমেইল ঠিকানা যুক্তের জন্য প্রথমে স্মার্টফোন থেকে হোয়াটসঅ্যাপের ওপরের ডান দিকে থাকা তিনটি ডট মেনুতে ট্যাপ করতে হবে। এরপর পপআপে প্রদর্শিত অপশন থেকে সেটিংসে ক্লিক করে 'অ্যাকাউন্ট' অপশন নির্বাচন করতে হবে। এবার প্রদর্শিত অপশন থেকে 'ইমেইল অ্যাড্রেস' নির্বাচন করে 'অ্যাড ইউর ইমেইল' অপশনের নিচে থাকা বক্সে ইমেইল ঠিকানা লিখতে হবে। এরপর 'নেক্সট' বাটনে ক্লিক করলেই ইমেইল ঠিকানা যাচাই করার জন্য ছয় সংখ্যার একটি কোড পাঠাবে হোয়াটসঅ্যাপ। পরের পৃষ্ঠায় কোডটি লিখে 'ভেরিফাই' বাটনে ট্যাপ করলেই ইমেইল ঠিকানার নিচে টিকচিহ্নসহ ভেরিফায়েড লেখা দেখা যাবে।

ফেসবুক মেসেঞ্জারে পাঠানো বার্তা এডিট করবেন যেভাবে

পরিচয় ডেস্ক: সম্প্রতি ফেসবুক মেসেঞ্জারের (যা বর্তমানে মেসেঞ্জার নামেই বহুল প্রচলিত) জন্য বহু আকাঙ্ক্ষিত এক সুবিধা নিয়ে এসেছে মেটা। তা হলো পাঠিয়ে দেওয়া বার্তা সম্পাদনা বা এডিট করার সুযোগ। নতুন এই আপডেট আসার ফলে মেসেজ পাঠানোর ১৫ মিনিটের ভেতর সেটাকে এডিট করা যায়। আনসেন্ড করার আর প্রয়োজন থাকে না। মেসেঞ্জারের কোনো সেন্ট বা পাঠানো মেসেজ এডিট করতে হলে সেন্ড করা বার্তার ওপর চাপ দিতে হবে। এটা মোবাইল অ্যাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ওয়েবে এখনো এই ফিচারটি অ্যাড করা হয়নি। অপশনগুলোর ভেতর 'more' এ ক্লিক করে সেখান থেকে 'edit' এ ক্লিক করতে হবে। 'Forward', 'Bump', 'Remove' এর মতো অপশনের সঙ্গে এটিও দেখতে পাবেন। মনে রাখবেন, এই 'Edit' অপশন শুধু ১৫ মিনিটের মধ্যে পাঠানো মেসেজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ১৫ মিনিটের সময়সীমা পার হয়ে বেশি হয়ে গেলে মেসেজ আর এডিট করা যাবে না। সেক্ষেত্রে আনসেন্ড করে নতুন করে মেসেজ পাঠানো যেতে পারে।

হোয়াটসঅ্যাপে যেভাবে প্রতারণার ফাঁদ এড়াবেন

পরিচয় ডেস্ক: হোয়াটসঅ্যাপের ব্যবহার যেমন বেড়েছে, তেমন এই অ্যাপ ঘিরে প্রতারণার ঘটনাও বেড়েছে। ইতোমধ্যে প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে অনেকে নানা বিড়ম্বনার মুখে পড়েছেন।

সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতের প্রায় ৮২ শতাংশ মোবাইল ব্যবহারকারী বিভিন্ন মাধ্যমে আসা ভুয়া মেসেজে ক্লিক করেন। তারপরই অ্যাকাউন্ট হ্যাক কিংবা আর্থিক ক্ষতির মতো ঘটনা ঘটে।

তবে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখলেই এ ধরনের বিপদ এড়িয়ে চলা যায়।

অচেনা ফোন নম্বর : ফোনে সেভ নেই এমন নম্বর থেকে হোয়াটসঅ্যাপ কল এলে সাবধান হয়ে যান। বিদেশি কোনো নম্বর থেকে কল এলেও তা দেখে বোঝা যায়। এসব ক্ষেত্রে সেই নম্বরের কল রিসিভ না করাই ভালো।

পরিচয় নিশ্চিত হয়ে নিন : ব্যক্তিগত কোনো তথ্য কাউকে দেওয়ার আগে তার পরিচয় নিশ্চিত হয়ে নিন। কথায় অসংগতি থাকলে বারবার যাচাই করুন। এনআইডি, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর ও অন্য ব্যক্তিগত তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। এটিএম কিংবা ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ে পিন নম্বর একান্তই আপনার, এমন তথ্য কোনো অবস্থাতেই দেবেন না।

তাড়াহুড়ো নয় : টাকা-পয়সা জেতার প্রলোভন দেখিয়ে

ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেন প্রতারকরা। ক্রমাগত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কিংবা পরিচয়পত্রের নম্বরের জন্য চাপ দিতে থাকেন তারা। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়টুকুও দিতে চান না। এসময়ে তাড়াহুড়ো করা অনর্থক।

সন্দেহজনক লিংক : মোবাইলে মাঝে মাঝেই মেসেজ আসে আপনি টাকা জিতেছেন।

আর পাঠানো লিংকে ক্লিক করলেই পেয়ে যাবেন সেই টাকা। এ ধরনের মেসেজের ক্ষেত্রে শতভাগ সম্ভাবনা থাকে প্রতারণার শিকার হওয়ার। এমন প্রলোভন থেকে দূরে থাকাই ভালো।

টু ফ্যাক্টর অথেন্টিফিকেশন : বাড়তি নিরাপত্তার জন্য হোয়াটসঅ্যাপে রয়েছে 'টু ফ্যাক্টর অথেন্টিফিকেশন'র ব্যবস্থা। হোয়াটসঅ্যাপ হ্যাক করার ঝুঁকি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় এ ব্যবস্থায়।

হাসিনা সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বাইডেন প্রশাসন

আরাফাতুল ইসলাম

বাংলাদেশের রাজনীতি এক নাটকীয় মোড় নিয়েছিল ২৮ অক্টোবর। সেদিন ঢাকায় বিএনপির মহাসমাবেশ পণ্ড হয়, নির্বাচন কেমন হবে পরিষ্কার হয়ে যায়।

তখন থেকে পশ্চিমা কূটনীতিকদের, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আচরণেও চোখে পড়ে লক্ষণীয় নীরবতা।

ঢাকা-ওয়াশিংটন সম্পর্ক নিয়ে গত কয়েকবছর ধরে বিস্তর আলোচনা হচ্ছে। বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের সবচেয়ে বড় একক বাজার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অন্যদিকে মার্কিন বিপুল বিনিয়োগ রয়েছে বাংলাদেশে।

অর্থের হিসেবে ২০২২ সালে তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য বাংলাদেশে রপ্তানি করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অন্যদিকে বাংলাদেশ রপ্তানি করেছে ১১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য। দুই দেশের মধ্যে এমন বাণিজ্যিক সম্পর্ক দীর্ঘ দিনের।

বাংলাদেশে সরাসরি বিনিয়োগ করা দেশগুলোর মধ্যেও অন্যতম পশ্চিমা এই দেশটি। ২০২২ সালে দক্ষিণ এশিয়ার দেশটিতে ৫৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে বর্তমান বিদেশি বিনিয়োগের সবচেয়ে বড় হিস্যা এই দেশের।

বিনিয়োগের পাশাপাশি নানাভাবে উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমেও ঢাকাকে এগিয়ে নিচ্ছে ওয়াশিংটন। এক্ষেত্রে এক উদাহরণ করোনা টিকা। যে টিকা শত শত কোটি টাকা খরচ করে ভারত, চীনের কাছ থেকে কিনতে চেয়েও সময়মতো বা প্রয়োজন মতো পায়নি বাংলাদেশ, সেই টিকা বিনামূল্যে পেয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে।

করোনা মহামারি থেকে বাংলাদেশকে বাঁচিয়ে দিতে বড় ভূমিকা রেখেছে বেশ কয়েক কোটি মার্কিন করোনা টিকা। বিশ্বের অন্য কোনো দেশকে এত পরিমান টিকা দান করেনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যতটা দিয়েছে বাংলাদেশকে।

মার্কিন উদ্বেগ, নিষেধাজ্ঞা

দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্কের আরেকটি দিক হচ্ছে বাংলাদেশের গণতন্ত্র, মানবাধিকার, বাকস্বাধীনতার পশ্চাদপসরণ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ। এক্ষেত্রে গত তিন বছরে দুটো বড় শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে বাইডেন প্রশাসন। প্রথমটি র‍্যাবের উপর নিষেধাজ্ঞা, দ্বিতীয়টি সুষ্ঠু নির্বাচনে বাধা প্রদানকারী যেকাউকে ভিসা নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনার ঘোষণা।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে র‍্যাব এবং এর কয়েক শীর্ষ কর্মকর্তার উপর নিষেধাজ্ঞা অভাবনীয় ফলে বয়ে এনেছে। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে এই নিষেধাজ্ঞা ঘোষণার পর বাংলাদেশে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। দীর্ঘ সময়ের জন্য গুমের ঘটনাও বলতে গেলে ঘটছে না। বরং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কাউকে ধরে নিয়ে গেলে কয়েকদিনের মধ্যেই তার হদিশ মিলছে। সেই নিষেধাজ্ঞা ঘোষিত হওয়ার পর বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে আবার বড় আকারে রাজপথে সক্রিয় হতেও দেখা গেছে।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম কমলেও সাম্প্রতিক সময়ে বিচার বিভাগকে বেশ সক্রিয় দেখা গেছে বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের 'রাজনৈতিক মামলায়' কারাবন্দি করে রাখতে ও সাজা নিশ্চিত করতে। এক্ষেত্রে অনেক সময় 'সাজানো' ও 'গায়েবী মামলা' ব্যবহার হচ্ছে বলেও জানিয়েছে ঢাকার সংবাদমাধ্যম।

ভিসা নিষেধাজ্ঞা পালে হাওয়া পাচ্ছে না

বাংলাদেশের নির্বাচন মুক্ত ও সুষ্ঠু হয়নি বলে প্রতিক্রিয়া জানানোর পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে পারে, এ নিয়ে রয়েছে নানা জল্পনা-কল্পনা

আপাত দৃষ্টিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় পদক্ষেপ, মানে পরিচয় প্রকাশ না করে ভিসা নিষেধাজ্ঞা প্রদানের উদ্যোগ, পালে হাওয়া পেয়েছে বলে মনে হয়নি। যদিও গত মে মাসে ঘোষণা দেয়ার পর সেপ্টেম্বরে সেটি প্রয়োগও শুরু হয়েছে।

কিন্তু দেখা গেল ২৮ অক্টোবর পুলিশের বাধায় বিএনপির মহাসমাবেশ পণ্ড হওয়ার পর সক্রিয় প্রায় সব শীর্ষনেতাসহ দলটির বিশ হাজারের বেশি নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার হলেন। সেদিন সহিংসতার ঘটনায় একাধিক প্রাণহানি হয়েছিল। কিন্তু কারা তা করেছে সেই তদন্তের আগেই ঢালাওভাবে বিএনপির ছোট-বড় নেতা-কর্মীদের নতুন মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পাশাপাশি পুরনো মামলায় অনেকের অভাবনীয় দ্রুতগতিতে সাজা হয়েছে। বিএনপির কয়েকজন কারাগারে মারা গেছেন।

জাতীয় নির্বাচনের আগে বিরোধী দলকে এভাবে আইনের আওতায় আনার মাধ্যমে বিচার বিভাগের রাজনৈতিক ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

কিন্তু মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞা, যার মধ্যে বিচারবিভাগও অন্তর্ভূক্ত হতে পারে বলে অতীতে বলা হয়েছিল, কোনো প্রয়োগ এক্ষেত্রে দেখা গেল না।

এটা অস্বাভাবিক মনে হতে পারে এজন্য যে, জুলাই মাসে যখন ঢাকায় বিএনপির রাজনৈতিক কর্মসূচি পুলিশের বাধায় পণ্ড হয়, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়কে বেধড়ক পেটানো হয়, সেই ঘটনার কিছুদিন পর মার্কিনিদের তরফ থেকে যাদের ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে পুলিশও ছিল।

এমনকি ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে বিশ্বের কয়েকটি দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দিলেও বাংলাদেশের কোনো ঘটনা সেখানে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। মার্কিন এই নীরবতাও অনেককে বিস্মিত করেছে।

আওয়ামী লীগের জাতীয় সংসদ

সাত জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কেমন হয়েছে সেটা সবারই জানা। যা ঘটেছে সবার চোখের সামনেই ঘটেছে। এখন সেটাকে 'টৈনিক গণতন্ত্র' বা 'স্বৈরাচারী নির্বাচন' যা-ই বলা হোক না কেন, বাস্তবতা হচ্ছে পুরো সংসদ কার্যত আওয়ামী লীগের দখলে চলে গেছে। এটা এক অভাবনীয় পরিস্থিতি, যা পশ্চিমারা যে গণতন্ত্রের কথা বলে তার পুরোই উল্টো চিত্র।

শেখ হাসিনা সরকারকে যে দলটি চ্যালেঞ্জ করতে পারতো, সেই বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বসহ সক্রিয় সব নেতা-কর্মীকে জেলে রেখে এই নির্বাচনটি করা হয়েছে। বিশ্বের কোনো দেশের কাছেই বিষয়টি অজানা নয়।

বিএনপি চেয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের মাধ্যমে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন, কিন্তু সেক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র ছাড় দেয়নি ক্ষমতাসীনরা। রাজনৈতিক সংলাপের মাধ্যমে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পথ তৈরির আগ্রহও দেখা যায়নি। ফলে দমন-পীড়নের মুখে নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয় 'অহিংস আন্দোলনে' থাকা বিএনপিসহ নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত ৬৩টি রাজনৈতিক দল।

সাত জানুয়ারির নির্বাচনের পর এখন এটা পরিষ্কার যে, বিএনপি বা বিরোধী জোটকে আর প্রতিপক্ষ মনে করছে না নতুন সরকার। তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ মনে হচ্ছে বাইডেন প্রশাসন। টানা চতুর্থ মেয়াদে দায়িত্ব শুরু করা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিজের বক্তব্যেই সেই ইঙ্গিত মিলছে বারবার।

সর্বশেষ টুঙ্গিপাড়ায় তিনি বলেছেন, ''অ্যামেরিকার লজ্জা নেই, তারা কখন কাকে ক্ষমতায় নিয়ে আসে তার ঠিক নেই।''

এদিকে, সাত জানুয়ারির পর দেয়া বিবৃতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

আমেরিকায় অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বাড়ছে

কেরি বয়েড অ্যান্ডারসন

আমেরিকা কি ক্রমেই একা বা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে? আমেরিকাসহ সারা বিশ্বে আজ এমন প্রশ্ন দিন দিন বিস্তার লাভ করছে। চলতি বছর নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের মধ্যে সাম্প্রতিক বিতর্ক, সেইসঙ্গে দলের আলোচিত নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণা পর্যবেক্ষণের পর সর্বমহলে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে যে, রিপাবলিকান পার্টি কি তার বিদেশ নীতিতে একলা চলো মনোভাব বা বিচ্ছিন্নতাবাদকে আলিঙ্গন করছে? ঐতিহাসিকভাবে মার্কিন রাজনীতির ডান ও বাম উভয় ধারায়ই একলা চলো নীতি অনুসরণের প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু আমেরিকার একলা চলো ধারণাটি সময়ের পরিবর্তন এবং আদর্শগত কারণে দেশ, কাল ও পাত্রভেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

বিচ্ছিন্নতাবাদ বা একলা চলো নীতি বলতে ঠিক কী বোঝায়, সে বিষয়ে কোনো ঐকমত্য নেই। সাধারণত এমন নীতিতে যুক্তরাষ্ট্রকে বাকি বিশ্বের সামরিক ও রাজনৈতিক বিষয় থেকে দূরে রাখার কোনো না কোনো রূপ জড়িত থাকে। তবে ব্যতিক্রমও আছে। পশ্চিম গোলার্ধে প্রভাব বিস্তার, বৈশ্বিক বাণিজ্যে মার্কিন স্বার্থরক্ষা করা এবং জাতীয় নিরাপত্তা স্বার্থ ঝুঁকির মধ্যে থাকলে এ ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। ইতিহাসের বিভিন্ন বাঁকে বিভিন্ন মহল দ্বারা অনেক ব্যতিক্রম সাধিত হওয়ায় বিচ্ছিন্নতাবাদ বা একলা চলো নীতি একটি খুব অস্পষ্ট ধারণা হয়ে উঠেছে।

কিছু গবেষক যুক্তি দেন যে, মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি দেশটির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ১৮৯৮ সালের স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধ পর্যন্ত বিচ্ছিন্নতাকামী বা একলা চলো ধরনের ছিল। আবার অনেক গবেষক তা মনে করেন না। দেশের ইতিহাসে প্রথম দিকের কিছু প্রভাবশালী নেতা আমেরিকা প্রশাসনকে বিদেশি ফাঁদে পড়ার ঝুঁকির বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন। কয়েক দশক ধরে মার্কিন নেতারা পশ্চিমা আধিপত্য সম্প্রসারণ এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলোর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু তারা একলা চলো নীতি অনুসরণ করেছেন কি না, তা নিয়ে বিতর্ক করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী বছরগুলোতে আমেরিকা অর্থনৈতিক সমস্যায় কাবু হয়ে পড়েছিল এবং ইউরোপে একটি নতুন যুদ্ধে আমেরিকার জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনায় ছিল। সেই সময়টিকে প্রায়ই মার্কিন একলা চলো নীতি অনুসরণের স্বর্ণযুগ বলে মনে করা হয়। যাইহোক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ওয়াশিংটন বৈদেশিক বিষয়ে একটি সুদৃঢ় বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে। এই নীতির আলোকে মার্কিন প্রশাসন আধুনিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এবং সমগ্র বিশ্বে তার সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি সম্প্রসারিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

একাধিক কারণে আমেরিকার বৈদেশিক নীতি এবং প্রথাগত যুদ্ধোত্তর নীতি প্রণয়নকারী নেতাদের প্রতি জনগণের আস্থার ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে। আজ অনেক আমেরিকার নাগরিকেরই দেশটির অনুসৃত এ বৈশ্বিক নীতি এবং পদ্ধতির বিষয়ে মোহভঙ্গ ঘটেছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধ, স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তি এবং আফগানিস্তান ও ইরাকে দুই দশক ধরে চলা সংঘাতের মতো একাধিক কারণে আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি প্রণেতা ও যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে পররাষ্ট্র বিষয়ে প্রথাগত পদ্ধতির প্রবর্তক নেতাদের প্রতি জনগণের আস্থা কমতে থাকে। কিছু বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে ট্রাম্পের রাষ্ট্রপতিত্ব এবং 'আমেরিকা ফার্স্ট' স্লোগান (যার যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে) একলা চলো নীতিতে একটি নতুন জোয়ার তৈরি করেছে।

ট্রাম্পের বক্তৃতা একাধিক বিষয়ে বিশেষ করে রাজনৈতিক অধিকারের বিষয়ে অনেক আমেরিকানের অনুভূতিকে প্রতিফলিত করেছে। এতে সরকারি নীতিনির্ধারক ও অভিজাতদের প্রতি আমেরিকানদের অবিশ্বাস ও সন্দেহের কথা ফুটে উঠেছে এবং প্রমাণ করেছে যে, আমেরিকা অনুসৃত বিশ্বব্যবস্থা অন্যান্য দেশকে দেশটির ওপর সুবিধা নিতে সুযোগ দিয়েছে। অনেক ভোটার দেশে টাকা বিনিয়োগ না করে বিদেশে টাকা পাঠাতে পাঠাতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ট্রাম্প আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন, কারণ অনেক আমেরিকান স্পষ্ট ফলাফলের কোনো নিশ্চয়তা ছাড়া এত রক্ত এবং অর্থ-সম্পদ খরচ করার বিষয়টি আর যৌক্তিক মনে করেনি। ট্রাম্প অন্য দেশগুলোকে নিজ নিজ দেশের সীমান্ত রক্ষায় সাহায্য করার চেয়ে অবৈধ অভিবাসন থেকে মার্কিন সীমান্ত রক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন। পূর্ববর্তী ডান ও বামপন্থি রাজনীতিবিদদের মতো ট্রাম্পও আমেরিকানদের চাকরির সুযোগ ও নিয়োগ কমে যাওয়ার পেছনে বিশ্বায়নকে চিহ্নিত করেছেন।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে এবং এখন একজন প্রার্থী হিসেবে ট্রাম্প একলা চলো নীতি বা একতরফাবাদের একটি চরম পন্থা গ্রহণ করেছেন, যা বিচ্ছিন্ন হয়ে বা প্রথাগতভাবে একা চলার নীতি থেকে অনেক আলাদা। তার অবস্থান থেকে তিনি বিভিন্ন দেশ নিয়ে জোট গড়ার গুরুত্ব এবং এমন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, যা একলা চলো নীতি বলে মনে হতে পারে। বাস্তবে তার অবস্থান গভীর ও চরমভাবে একতরফা চলার সহজাত প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে। ট্রাম্প এবং তার সমর্থকরা বিশ্বাস করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রকে তার স্বার্থরক্ষায় যখন-যেখানে-যেভাবে প্রয়োজন, সেভাবেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বৈশ্বিক নিয়ম, আন্তর্জাতিক আইন বা মিত্রদের উদ্বেগের কারণে পিছপা হওয়া যাবে না।

বৈশ্বিক বাণিজ্য এবং মার্কিন সীমান্ত রক্ষার জন্য আমেরিকার বিদেশি নীতিকে সীমাবদ্ধ করা উচিত বলে তর্ক করার পরিবর্তে ট্রাম্পের 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতি মার্কিন স্বার্থের তাগিদে বিদেশে সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি ব্যবহারকে সমর্থন করে এবং উৎসাহ জোগায়। বাম ঘরানার নেতারা যখন বৈশ্বিক কূটনীতি গ্রহণ করার সময় সামরিক শক্তিকে পৃথক রাখা বা দেশেই সীমাবদ্ধ রাখা সমর্থন করে, ঠিক তখন ডান ঘরানার পক্ষ এর বিপরীত পন্থা অবলম্বন করে।

কিছু রিপাবলিকান নেতা এখনো পররাষ্ট্রনীতিতে অধিকতর রক্ষণশীল। চরম পন্থা গ্রহণ করলেও তারা রক্ষণশীল থাকেন। উদাহরণ হিসেবে একজন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী এবং জাতিসংঘের সাবেক রাষ্ট্রদূত নিকি হ্যালির কথা বলা যায়। তবে যাইহোক, রিপাবলিকান ভোটার বা নির্বাচকমণ্ডলী ক্রমেই আক্রমণাত্মক একতরফা শক্তি প্রদর্শন এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও সম্ভাবনার বিষয়ে নীতিনির্ধারকদের মধ্যপন্থা বা মিশ্রণকে সমর্থন করছে বলে মনে হয়।

আফগানিস্তান এবং ইরাকে যুদ্ধের ডামাডোলে রাজনীতিতে বামপন্থিদের অনুসৃত 'প্রগতিশীল' নীতি গতি পেয়েছিল। এই প্রগতিশীলতার ভেতরও এককভাবে চলার প্রবণতা ছিল। এ ছাড়া প্রগতিশীলরা বৈদেশিক নীতিতে ডানপন্থিদের অনুরূপ কিছু নীতি অনুসরণ করে। বিশেষ করে বিদেশে কম এবং ঘরে বেশি খরচ করার ওপর জোর দেয়, সেইসঙ্গে অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন আমেরিকান কর্মীদের ক্ষতি করেছে, এমন উদ্বেগ অনুভবও প্রকাশ করে।

প্রগতিশীলরা বিশ্বব্যাপী সামরিক খাতের পেছনে দেশের সম্পদ ব্যয় কমানোর পক্ষে। এর বিপরীতে তারা জলবায়ু পরিবর্তন এবং মহামারির মতো বৈশ্বিক সমস্যাগুলো মোকাবিলায় সহায়তা করার জন্য মার্কিন কূটনৈতিক প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে। বাস্তবে রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় বাম ও ডান উভয় ঘরানার রাজনীতিবিদরা একাত্মবাদ বা একলা চলো নীতিকে পরিপূর্ণ সমর্থন করেন না। এর বদলে বৈশ্বিক নীতিনির্ধারণ ও কূটনীতির ক্ষেত্রে বামপন্থিরা সামরিক বিচ্ছিন্নতাবাদকে সমর্থন করে আর ডানপন্থিরা তার বিপরীত অবস্থান সমর্থন করে।

সাম্প্রতিককালে মার্কিন রাজনীতিতে বাম ও ডানউভয়পক্ষই একাকী চলার মতবাদ ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছে। জনমত জরিপে দেখা যায়, আমেরিকার জনগণের অধিকাংশই পরাক্রমশালী সামরিক শক্তি এবং বিদেশে মার্কিন নেতৃত্ব সমর্থন করলেও বিদেশে মার্কিন সম্পদ ব্যয় ও অন্য দেশে সামরিক শক্তি প্রয়োগের বিষয়ে অধিকতর সন্দেহপ্রবণ। এমনকি আমেরিকা যখন ঐতিহাসিকভাবে একলা চলো নীতি আলিঙ্গন করেছিল, তখনো আমেরিকার সাধারণ জনগণ সর্বদা বিশ্বের অন্যান্য অংশের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল। আধুনিক সমস্যাগুলোর বৈশ্বিক মাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকার একলা চলো নীতির অবলম্বনকারীরাও প্রকৃতপক্ষে সত্যিকারের একলা চলার পথে ডাক দিচ্ছে না। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিবিষয়ক পেশাদার বিশ্লেষক।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813

Jamaica Office
87-47 164th Street
Jamaica
NY 11432
646-982-9938

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
718-406-5549

Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549

Buffalo Office
859 Fillmore Ave
Buffalo, NY 14212
718-406-5549

দেশ কি একদলীয় শাসনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে

এ কে এম শামসুদ্দিন

একতরফা এই নির্বাচন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ গণতন্ত্রের জন্য শুভ নয় বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মত পোষণ করেছেন। এবার যে অভিনব কায়দায় নির্বাচন হলো, তাতে দেশের সাধারণ মানুষ সন্তুষ্ট হতে পারেনি। আন্তর্জাতিক মহলেও এ নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক আছে।

অনেক জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন হলো। এর আগে এই নির্বাচন কীভাবে হবে, তা নিয়ে অনেক কথাই হয়েছে। বিএনপিবিহীন নির্বাচনে জাতীয় পার্টিও যদি অংশ না নেয় তাহলে কী পরিস্থিতি দাঁড়ায়, তা নিয়েও মানুষের ভেতর কৌতূহল ছিল। কারণ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি অংশগ্রহণ করবে কি না, তা নিয়ে শেষ মুহূর্তে কিছুটা নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন দুপুরে জাতীয় পার্টির নীতিনির্ধারকেরা যখন মিটিং করছিলেন, তখন দলীয় কার্যালয়ের বাইরে অনেক নেতা-কর্মীই নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন।

এবারের নির্বাচনে ২৬টি আসন আওয়ামী লীগ ছেড়ে দিলেও জাতীয় পার্টি সন্তুষ্ট ছিল না। ছেড়ে দেওয়া আসনগুলোতে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে যাতে সরে দাঁড়ান, এর ব্যবস্থা করার জন্য আওয়ামী লীগের কাছে তাঁরা দাবি করেছিলেন। তা ছাড়া আরও কিছু আসন ছেড়ে দেওয়ার আবদার তো ছিলই। আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টির কোনো দাবি বা আবদার না রাখলেও দলটি নির্বাচনে যে অংশগ্রহণ করবে, সে ব্যাপারে আওয়ামী লীগ নিশ্চিত ছিল। শেষ পর্যন্ত তা-ই হয়েছে। আওয়ামী লীগ যেভাবে চেয়েছে তা মেনে নিয়েই জাতীয় পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে।

এবারের নির্বাচন কেমন হয়েছে, তা নিয়ে আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার দুটো বক্তব্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তিনি বলেছেন, নির্বাচন নিয়ে কে কী বলছে, তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না। তিনি বরং জোর দিয়ে বলেছেন, 'আমরা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি। এ নির্বাচন দেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।' জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের বক্তব্য ছিল শেখ হাসিনার বক্তব্যের সম্পূর্ণ উল্টো। তিনি বলেছেন, 'সরকারের নিয়ন্ত্রণে এ নির্বাচন হয়েছে। সরকার যেখানে নিরপেক্ষ করতে চেয়েছে, সেখানে নিরপেক্ষ হয়েছে। সরকার যেখানে যাকে জেতাতে চেয়েছে, সেটিই করেছে।' আওয়ামী লীগের শরিক দল জাসদ নেতা হাসানুল হক ইনুও ভোট জালিয়াতির কথা বলেছেন। জনগণের ভোটে নয়, কারচুপির ভোটে তাঁকে পরাজিত করা হয়েছে বলে তিনি অভিযোগও করেন। নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি নিয়ে নৌকার অনেক প্রার্থীরও বিস্তর অভিযোগ আছে।

এই নির্বাচন গ্রহণযোগ্য করার জন্য আওয়ামী লীগ যে পরিকল্পনা করেছিল বাস্তবে তা ঘটেনি। তারা চেয়েছিল, ৫০ শতাংশ ভোটারও যদি ভোট দেন, তাহলে নির্বাচনটি অংশগ্রহণমূলক হয়েছে বলে প্রচার করা যাবে। এ জন্য ব্যাপক প্রস্তুতিও নিয়েছিল। এমনকি ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে আনার জন্য ভয়ভীতি দেখানোসহ নানা কৌশল গ্রহণ করেও ফল হয়নি। বিভিন্ন গণমাধ্যম এবং পর্যবেক্ষকদের হিসাব অনুযায়ী, ২০ শতাংশের নিচে ভোট কাস্ট হলেও নির্বাচন কমিশন দাবি করেছে ৪১ দশমিক ৯৯ শতাংশ। কমিশনের দেওয়া এ তথ্য নিয়েও বিতর্ক আছে। এই বিতর্কের জন্য অবশ্য নির্বাচন কমিশনকেই দায়ী করা চলে। বেলা ৩টায় নির্বাচন কমিশনের প্রশাসনিক বিভাগ থেকে ভোট গ্রহণের যে হিসাব পাওয়া গিয়েছিল তাতে দেখা গেছে, ভোট পড়েছে মাত্র ২৮ শতাংশ।

সেখানে বিকেল ৪টার মধ্যে আরও ১৪ শতাংশ ভোট পড়ল কী করে, সেই হিসাব মিলিয়ে নির্বাচন কমিশন জনগণকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। এমনকি বিদেশি পর্যবেক্ষকেরা পর্যন্ত এ ব্যাপারে বিভ্রান্ত। জানা গেছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিশেষজ্ঞসহ যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট ও ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধিরাও নির্বাচন কমিশনের কাছে ভোটের সঠিক হার জানতে চেয়েছেন।

প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন আয়োজনের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ সভাপতি মনোনয়নবঞ্চিতদের নৌকার বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার নির্দেশ দিয়ে, দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলকে উসকে দিয়েছেন বলেও মনে করা হচ্ছে। নির্বাচনের সময় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নৌকা ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর নেতা-কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষের যে ঘটনা ঘটেছে তার রেশ এখনো রয়ে গেছে। প্রায় প্রতিদিনই দেশের কোথাও না কোথাও নৌকা ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর নেতা-কর্মীদের রেষারেষির খবর পাওয়া যায়। নির্বাচনের পর পরাজিত প্রার্থীর সমর্থকদের ওপর বিজয়ী প্রার্থীর লোকজনের হামলার অভিযোগ যেমন আছে, তেমনি আছে একে অপরকে দোষারোপের চেষ্টা। এসব কোন্দলকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন সংসদীয় আসনে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের মধ্যে বিভাজন দেখা দিয়েছে। নির্বাচনের আগে থেকেই বিভিন্ন এলাকায় ক্ষমতার ভাগাভাগি ও নেতৃত্ব নিয়ে নিজেদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। নির্বাচনে একাধিক প্রার্থীর পক্ষে কাজ করতে গিয়ে কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে সেই দূরত্ব আরও বেড়েছে। এই বিভেদ সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে উঠতে পারে। দলের ভেতর এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব থেকে যেতে পারে। এ নিয়ে দলের অভ্যন্তরে বিরাজ করছে চরম অস্বস্তি। সম্ভবত এ কারণেই আওয়ামী লীগের সভাপতি নৌকা ও স্বতন্ত্র বিভেদ ভুলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ১৫ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের যৌথ সভায় নিজেদের মধ্যে একে অপরের দোষ ধরা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন।

গত সংসদে সংসদ সদস্যদের মধ্যে ব্যবসায়ীদের আধিক্য থাকায় প্রচুর সমালোচনা হয়েছিল। এবার সেই সংখ্যা আরও বেড়েছে। স্বাধীনতার পর জাতীয় সংসদে ব্যবসায়ীদের এই সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ১৯৭৩ সালে প্রথম সংসদে ব্যবসায়ী যেখানে ছিল মাত্র ১৮ শতাংশ, সেখানে গত সংসদে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬২ শতাংশে। একাদশ জাতীয় সংসদে ৩০০ আসনের মধ্যে ব্যবসায়ীর সংখ্যা ছিল ১৮২। বর্তমান সংসদে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯৯ জন, যা সরাসরি ভোটে নির্বাচিত মোট সংসদ সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ। শতাংশের হিসাবে ৬৭। এবারের নির্বাচনে মোট ১ হাজার ৯৪৫ প্রার্থীর মধ্যে ১ হাজার ১৪২ জনই ছিলেন ব্যবসায়ী। জাতীয় সংসদে ব্যবসায়ীদের সংখ্যা এ হারে বেড়ে যাওয়ায় প্রকৃত রাজনীতিবিদেরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, আমাদের দেশে ব্যবসায়ীরা রাজনীতিতে যে বিনিয়োগ করেন, তা নিজেদের স্বার্থের জন্য। তাঁরা ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয়ব্যবস্থার নীতিকাঠামো দখল করে নিজেদের অর্থসম্পদ ও ব্যবসা বৃদ্ধি করে নিচ্ছেন। অতীতে দেখা গেছে, ব্যাংকিং, পোশাকশিল্প ও বিদ্যুতের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে ব্যবসায়ীরাই ঠিক করছেন নীতিকাঠামো কী হবে। এমনকি ঋণখেলাপির মতো বিষয়ের নীতিমালাও এই ব্যবসায়ী মহলই ঠিক করে দিচ্ছে।

এবারের নতুন মন্ত্রিসভার ৩৭ সদস্যের মধ্যে ১৬ জনই ব্যবসায়ী। জাতীয় সংসদে প্রকৃত রাজনীতিবিদেরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ায়, অনেক আইন তৈরি করার ক্ষেত্রে তাঁরা ব্যবসায়ীদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন। সংসদে প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরা, নিজেদের সুবিধার জন্য ব্যবসায়ীবান্ধব নীতি তৈরি করছেন। ফলে জনগণের কল্যাণের চেয়ে ব্যবসায়ীদের স্বার্থই রক্ষা হয় বেশি। তাঁদের অনেকেই সিন্ডিকেট ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণ করেন। সে জন্য সরকারকে তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে দেখা যায় না। গত

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

২০২৪-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক পরাজয়

বদরুদ্দীন উমর

রাষ্ট্রের সব যন্ত্রের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম রেখে ২০২৪-এর ৭ জানুয়ারি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও তার কয়েকটি লেজুড় সংগঠন জাতীয় সংসদের সব আসনে 'জয়লাভ' করেছে। এই নতুন জাতীয় সংসদে সরকারি দল আওয়ামী লীগবিরোধী একজন সদস্যও নেই। এ ছাড়া আর এক চমকপ্রদ ব্যাপার ঘটেছে। আওয়ামী লীগ কথায় কথায় সংবিধানের দোহাই দিলেও এবং সংবিধানের ১৫ সংশোধনীর কথা বললেও নিজেদের সরকারের অধীনে এই নির্বাচন করেছে। কিন্তু তারা সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী পূর্ববর্তী জাতীয় সংসদ বাতিল না করেই এই নির্বাচন করেছে। এমন সব অভূতপূর্ব ব্যাপার বাংলাদেশে তো নয়ই, এমনকি দুনিয়ার কোনো দেশে আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই তারা যা কিছু করেছিল, তার ফলে তারা উপলব্ধি করেছিল যে, পরবর্তী নির্বাচনে জয়লাভ তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু পরাজয়ের এই সমূহ আশঙ্কা সত্ত্বেও তারা ছিল ক্ষমতায় টিকে থাকতে বদ্ধপরিকর। এ জন্য অতি ন্যক্কারজনকভাবে ১৯৯৬ সালে তারা নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য যে আইন সংসদে পাস করতে বাধ্য করেছিল তৎকালীন সরকারকে, তা রদ করে আবার বিদ্যমান সরকারের অধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থা ফিরিয়ে এনেছিল। এটা ছিল রাজনৈতিকভাবে এক চরম অনৈতিক কাজ। সংবিধানে জাতীয় সংসদ সদস্যের সংখ্যা ৩০০। কিন্তু পূর্ববর্তী জাতীয় সংসদ বাতিল না করায় এই সংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে ছয়শর বেশি। ২০০৯ সালে ক্ষমতাসীন থাকাকালে পরিকল্পিত এজেন্ডা অনুযায়ী তারা এমন সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, যাতে ২০১৪ সালের নির্বাচনে ১৫৩টি আসনে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কোনো দলের প্রার্থী ছিল না এবং নির্বাচনের আগেই ১৫৩টি আসন দখল করে আওয়ামী লীগ 'সংসদীয়' আইন অনুযায়ী সরকার গঠন করার অধিকারী হয়েছিল। এটাও ছিল সারা দুনিয়ায় 'সংসদীয়' নির্বাচন ব্যবস্থার এক অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা।

২০১৮ সালের নির্বাচনে বিএনপিসহ কয়েকটি দল অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু সেই নির্বাচনের সময় বিরোধী দলগুলোর ওপর দমন-পীড়ন করা হয়েছিল এবং পুলিশ ও নির্বাচন কমিশনের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রেখে নির্বাচনে বেপরোয়া ও অভূতপূর্ব কারচুপির মাধ্যমে আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতা দখল করেছিল। তাদের সেই সাফল্য দ্বারা নির্বাচনী কৌশলের কার্যকারিতা বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে ২০২৪ সালে তারা সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছিল।

২০১৪ ও ২০১৮ সালে বিএনপি তার নানা ভুলভ্রান্তির কারণে রাজনৈতিকভাবে এক বেহাল অবস্থায় ছিল। কিন্তু ২০১৮ সালের নির্বাচনের পর থেকে তারা কিছুটা সক্রিয় হতে থাকে। খালেদা জিয়ার অসুস্থতা এবং তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করে তাঁকে জেলে পাঠালেও বিএনপি সাংগঠনিকভাবে ঘুরে দাঁড়ায়। তারা জনগণের বিরোধিতা ও প্রতিরোধ আকাঙ্ক্ষাকে সাংগঠনিক ও রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করতে থাকে। এর ফলে ২০২০ সালের মধ্যেই তারা আবার রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। জনগণ বিএনপিকে তাদের প্রতিরোধের অবলম্বন হিসেবে সমর্থন করতে থাকে। এই সমর্থন লাভ করতে থাকায় বিএনপি মিটিং-মিছিল সংগঠিত করতে থাকে এবং বিদ্যমান সরকারের অধীনে নির্বাচনের পরিবর্তে একটি নির্দলীয়-নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। তাদের আন্দোলনের পেছনে জনগণ সমবেত হতে থাকে। ২০২২ সালের মধ্যেই তারা শক্তি সঞ্চয় করে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হয়।

আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণের ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকার সময় রাজনৈতিকভাবে বিএনপি ঘুরে দাঁড়ায়। বিএনপির অবস্থা যাই হোক, মির্জা ফখরুল ইসলাম একজন সৎ ও যোগ্য রাজনীতিবিদ হিসেবে সুপরিচিত। প্রধানত তাঁর নেতৃত্বে বিএনপি রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে দ্রুত নিজেদের দুর্বল অবস্থা কাটিয়ে উঠে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ জনগণকে নিজেদের পেছনে সমবেত করতে থাকে এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করে। একের পর এক তারা ঢাকাসহ দেশের সর্বত্র মিটিং-মিছিল সংগঠিত করতে থাকে। ২০২২ সালের ১০ ডিসেম্বর সরকারের অনেক বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও তারা ঢাকায় এক বড় জনসমাবেশ করে। এই পরিস্থিতির মুখে আওয়ামী লীগ সরকার বিএনপির বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ ও নির্যাতন বৃদ্ধি করতে থাকে। তা সত্ত্বেও প্রায় পুরো ২০২৩ সালে বিএনপি সারাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন এবং আওয়ামী লীগ সরকারের পদত্যাগ দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত করতে থাকে। সেই সঙ্গে তারা আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে নির্বাচন বর্জনেরও ঘোষণা দেয়।

গত বছরের ২৮ অক্টোবর বিএনপি ঢাকায় এক বিশাল সমাবেশ করেছিল। অগণিত মানুষ সেই সমাবেশে যোগদান করেছিল। সেই সমাবেশের সময় আওয়ামী লীগ সরকার পুলিশ দিয়ে তাদের ওপর এক সর্বাত্মক আক্রমণ চালায় এবং সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করে দেয়। সেই সঙ্গে ২৮ তারিখ থেকে তারা বেপরোয়াভাবে বিএনপি নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করতে শুরু করে। তারা বিএনপির হাজার হাজার লোককে মিথ্যা মামলা দিয়ে, এমনকি কোনো মামলা না দিয়েও গ্রেপ্তার শুরু করে। তারা বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতা মির্জা ফখরুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতাকে মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠায়। ৭ জানুয়ারির নির্বাচন পর্যন্ত এভাবে তারা বিএনপির ২৩ হাজারের ওপর নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করে।

তারা শুধু বিএনপিই নয়, অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলের ওপর একইভাবে নির্যাতন চালিয়ে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, যাতে আওয়ামী লীগ এবং তাদের লেজুড় কয়েকটি ছোট দল ছাড়া নির্বাচনে অন্য কারও পক্ষে প্রার্থী হওয়া অসম্ভব। কাজেই নির্বাচনে তারা ছাড়া অন্য কেউ প্রার্থী না থাকায় আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কাউকে ভোট দেওয়ার কোনো সুযোগ জনগণের ছিল না।

কিন্তু এ পরিস্থিতি তৈরি করলেও আওয়ামী লীগ অন্য এক বিপদের মধ্যে পড়ে। তারা এটা উপলব্ধি করে যে, নির্বাচনে তাদের মনোনীত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে তাদের দলেরই অন্য প্রভাবশালী নেতারা বিদ্রোহী প্রার্থী হবেন। এই ভয়ে ভীত হয়ে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বিদ্রোহী আওয়ামী প্রার্থীদের নিয়ম অনুযায়ী বহিষ্কার না করে আওয়ামী লীগেরই স্বতন্ত্র বা স্বাধীন প্রার্থীরূপে স্বীকৃতি দেওয়ার। এটা ছিল নির্বাচনী নিয়ম ও নৈতিকতার এক লঙ্ঘন। বাংলাদেশ এবং দুনিয়ার অন্য কোনো দেশের নির্বাচনে এ ধরনের অদ্ভুত ব্যাপার এর আগে আর কোথাও দেখা যায়নি। এই কাজের দ্বারা আওয়ামী লীগ এক চরম নীতিহীনতা ও নির্বাচনী নিয়মকানুনই লঙ্ঘন করেনি; এর দ্বারা প্রমাণিত হয়েছিল যে আওয়ামী লীগ সংগঠনের অভ্যন্তরে এক মহাভাঙন সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সাংগঠনিক অবক্ষয়ের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সংগঠনে দুর্নীতি ব্যাপকভাবে ঘটতে থাকায় পারস্পরিক স্বার্থের সংঘাতে অভ্যন্তরীণ ঐক্য ভয়াবহভাবে বিনষ্ট হয়েছিল। এই অবস্থায় রাজনৈতিকভাবেও আওয়ামী লীগ জনগণ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। এটা ঘটেছিল নিজের দলের পরিবর্তে আমলা, পুলিশ ও আদালত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ক্ষমতা সংহত করতে থাকার কারণে। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ সংগঠনকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করায় সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগের মধ্যে অনৈক্যজনিত সংকট তীব্র আকার ধারণ করে।

অনেক মেগা প্রকল্প খাড়া করে দেশের উপরিকাঠামোতে এক বিপ্লব সাধন করে দেশে উন্নয়নের বন্যা বইয়ে দেওয়ার কথা গর্বের সঙ্গে বলা হয়। কিন্তু এই মেগা প্রকল্পগুলোই হয়ে দাঁড়ায় চুরি ও লুটপাটের বড় উপায়। দেখা যাবে, প্রতিটি মেগা প্রকল্পে প্রাথমিক যে ব্যয় ধরা হয়েছিল সেগুলোর ব্যয় প্রকল্প শেষ হওয়া পর্যন্ত দুই, তিন, চার গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এই বৃদ্ধির সিংহভাগই লুটপাট হয়ে আওয়ামী লীগ নেতাদের ধনসম্পদ বাড়িয়েছিল। নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীরা নিজেদের সম্পদের যে ঘোষণা নির্বাচন কমিশনের কাছে দিয়েছেন, তাতে দেখা যায়, তারা ২০০৯ সাল থেকে বিশেষ করে ২০১৮ সালের নির্বাচনের পর থেকে নিজেদের ধনসম্পদ প্রভূতভাবে বৃদ্ধি করেছেন। তাদের মধ্যে অনেকের ধনসম্পদ এই পর্যায়ে একশ, দুইশ গুণ বা তারও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে! এসবই হয়েছে চুরি, দুর্নীতি ও লুটতরাজের মাধ্যমে। এর ফলে আওয়ামী লীগ প্রার্থী এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছোটখাটো দলের প্রার্থীদের মধ্যে তেমন কোনো সৎ লোক নেই।

এসবের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের প্রায় সব পত্রিকায় অসংখ্য রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, কানাডা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন,

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

কার জন্য ঘণ্টা বাজছে...

রেহমান সোবহান

বাংলাদেশের একমাত্র নোবেলজয়ী, বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ও সর্বজনীন সম্মানিত ব্যক্তি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে চলতি বছরের প্রথম দিন শ্রম আদালতের ছয় মাসের কারাদণ্ডের রায় দেওয়ার ঘটনা দেখাটা ছিল দুঃখজনক। অথচ দিনটি নতুন বছরের প্রতিশ্রুতির দিন হওয়া উচিত ছিল।

ড. ইউনূস ইতিমধ্যে দেশে-বিদেশে মর্যাদার এমন একটি অবস্থান অর্জন করেছেন, যা তাঁর খ্যাতির ওপর লেপন করা কলঙ্ক থেকে তাঁকে নিষ্কলুষ মানুষ হিসেবে বেরিয়ে আসতে সক্ষম করে তুলবে। তাঁর বিরুদ্ধে বিচারে অবস্থান নেওয়া সরকারি কৌঁসুলিরা এতটা সুবিধাপ্রাপ্ত নাও থাকতে পারেন।

সরকারের প্রভাবশালী কিছু ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বিস্ময়করভাবে এই মামলা থেকে সরকারকে আলাদা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা এটিকে সম্পূর্ণ আইনি বিষয় বলে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করছেন। তাঁরা বলছেন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরড়্যা রাষ্ট্রের একটি ছোট ও অখ্যাত প্রতিষ্ঠান এই মামলা করেছে।

অন্যায্য একটি সমাজে শ্রম অধিকার লঙ্ঘনের অগুনতি ঘটনা নিয়মিত ঘটছে। এ ধরনের হাজার হাজার মামলা শ্রম আদালতে বিচারের অপেক্ষায় পড়ে আছে। যেখানে মামলার ফাইল চলে শম্বুকগতিতে, রায় হয় কদাচিৎ। আর রায় হলেও কারাদণ্ডের সাজা বিরল। সরকারের অতীত কর্মকাণ্ডের কারণে খুব কম লোকই এ কথা বিশ্বাস করেন যে অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এমন একটি মামলা করেছেন, যে মামলার বৈশ্বিক প্রভাব থাকতে পারে। আর মামলাটি অভূতপূর্ব গতিতে এগিয়েছে, যাতে রেকর্ড কম সময়ের মধ্যে সাজার রায় হয়ে গেছে।

এমন একটি বহুল আলোচিত ও প্রচারিত রায় ইতিমধ্যে আমাদের বিচারব্যবস্থা ও শাসনচর্চাকে জনপরীক্ষার মুখে ফেলেছে। নোবেলজয়ী ও বিশ্বের বিশিষ্ট ১৬৪ ব্যক্তি ইতিমধ্যে অধ্যাপক ইউনূসকে 'হয়রানি' করার বিষয়ে মন্তব্য করেছেন। তাঁরা আদালতের এই রায়ে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে থাকবেন। এসব বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অনেকেই এখন বাংলাদেশের শ্রম আদালতের রায়ের বিশদ বিবরণ আরও নিবিড়ভাবে যাচাইয়ে তাঁদের উচ্চ ধীশক্তি প্রয়োগে মনোনিবেশ করতে পারেন, যাতে তাঁরা মামলার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পর্কে নিজস্ব সিদ্ধান্ত টানতে পারেন।

ইউনূসের বিরুদ্ধে রায় যদিও বিশ্বব্যাপী যাচাই-বাছাইয়ের মুখে পড়তে পারে, তবু বাংলাদেশে এমন পরিস্থিতি নিয়ে আমাদেরও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে চিন্তাভাবনার দাবি রাখে। এটা সেই পরিস্থিতি, যেখানে একজন ব্যক্তি তাঁর পেশাগত জীবনের সেরা সময়টা বাংলাদেশের দরিদ্র নারীদের জীবনমান উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বিনিয়োগ করেছেন। আর তিনি এখন কারাবাসের শঙ্কার মুখে।

এই আদালতের মামলাই প্রথম ঘটনা নয়, যেখানে অধ্যাপক ইউনূস নানাভাবে হয়রানির শিকার হয়েছেন। সরকার ও তাদের বুদ্ধিজীবী সহযাত্রীড়ুউভয়ের কাছ থেকে তিনি অবজ্ঞা আর নিন্দার চলমান এক সংগঠিত প্রচারণার শিকার হয়েছেন। এ ধরনের একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই প্রতিকূল সম্পর্কের যৌক্তিকতা, প্রয়োজন বা

প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করতে প্রমাণসিদ্ধ কোনো যুক্তি তুলে ধরা হয়নি।

ড. ইউনূসের মতো উচ্চ মর্যাদার একজন ব্যক্তিকে নিজেদের মধ্যে পাওয়ার সৌভাগ্য যখন একটি জাতির হয়, তখন আশা করা যেতে পারে, দেশের সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নেতৃত্ব তাঁর কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে। আর সরকারের দেশ গঠনের কাজে সহায়তার জন্য এ ধরনের সব ব্যক্তি তাঁদের শক্তিসামর্থ্য দিয়ে কাজ করবেন।

অধ্যাপক ইউনূসের সঙ্গে এই কল্পিত বা বাস্তব মতপার্থক্যের বিষয়ে সমাধান করতে সংলাপ আয়োজনে আমাদের নেতৃত্ব কোনো ধরনের চেষ্টা করেছেন, এমন কিছু আমার জানা নেই। জাতির সম্পদ হিসেবে কীভাবে তাঁকে কাজে লাগানো যায় বা একজন দূত হিসেবে যেসব বিশ্বনেতা, যাঁরা সাধারণত আমাদের মন্ত্রী ও কূটনীতিকদের নাগালের বাইরে থাকেন, তাঁদের কাছে তাঁকে কীভাবে পাঠানো যায়, সেই উপায় খুঁজে বের করতে আমাদের নেতারা কোনো চেষ্টাই করেননি।

বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের ওপর এই ঘটনার ব্যাপক প্রভাব নিয়ে আমার গুরুতর উদ্বেগ রয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমনে বছরের পর বছর ধরে আইনের একতরফা অপব্যবহার করা হচ্ছে। সরকার সামরিক বা রাজনৈতিক যেমনই হোক না কেন, এই অপব্যবহারের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।

বছরের পর বছর ধরে আমাদের গণতন্ত্র ও শাসনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর ব্যাপক আক্রমণের অংশ হিসেবে বিচারব্যবস্থাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। শুধু আমাদের বিচারব্যবস্থাই নয়; আমাদের প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান, আমাদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, আমাদের সাংবিধানিক সংস্থাড়ুযেমন সংসদ, নির্বাচন কমিশন (ইসি), দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক); আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, আমাদের জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সবই এমন পর্যায়ে দলীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে তারা সুশাসনের স্তম্ভ হিসেবে কাজ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে।

বিরোধী রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, স্বাধীন গণমাধ্যম, এমনকি সরকারের সমালোচক হিসেবে বিবেচিত ব্যক্তিদের দমনপীড়নে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতিটিকে ক্ষমতাসীন দলের স্বার্থে রাজনীতিকীকরণ করা হয়েছে।

আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতার এই ক্ষয়ের লক্ষণ হচ্ছে অধ্যাপক ইউনূসের ঘটনা। তাঁর বিরুদ্ধে তুচ্ছ ঘটনা ও সংকীর্ণতার এই মামলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত কোনো বিচারব্যবস্থায় প্রাথমিক ভিত্তি পেত না।

হাজার হাজার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ কারাগারে বন্দী। বিপুলসংখ্যক ভুক্তভোগী জামিন ছাড়াই জেল খাটছেন। কিংবা মাথার ওপর ঝুলে থাকা বিপদ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন (ডিএসএ) বা সাইবার নিরাপত্তা আইনের (সিএসএ) মামলায় অভিযুক্ত হচ্ছেন। যা যথাযথ প্রক্রিয়ায় নাগরিক সুরক্ষাকে অগ্রাহ্য করার মাধ্যমে আমাদের সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘনের চিত্র তুলে ধরে।

সাদাপোশাকের ব্যক্তিরা কোনো পরোয়ানা ছাড়াই মধ্যরাতে যেকোনো বাড়িতে আসতে পারেন এবং আপনাকে টেনেহিঁচড়ে কোনো অজানা গন্তব্যে নিয়ে তাঁরা আপনার সঙ্গে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। আমাদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো এ ধরনের কাজ এ জন্যই করতে পারে, তারা আইনের সামনে নিজেদের জবাবদিহির ঊর্ধ্বে মনে করে। অন্যদিকে নাগরিকদের মধ্যে এই ভয় কাজ করে যে তাঁরা তাঁদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষায় আর আমাদের আদালতের ওপর নির্ভর করতে পারছেন না।

টানা কয়েকবার অবাধ, সুষ্ঠু ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনের (ইসি) স্বাধীনতা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। আমাদের দুদককে রাজনৈতিক বিরোধীদের বিচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

ভূরাজনৈতিক সংকটের বেড়াজালে যুক্তরাষ্ট্র, এখন কী করবেন বাইডেন

ক্রিস্টোফার ম্যাককালিয়ন

যুক্তরাষ্ট্র এই মুহূর্তে বিশ্বের তিনটি প্রধান ভূরাজনৈতিক সংকটে জড়িয়েছে। দূরবর্তী তিন দেশে কমপক্ষে তিনটি শক্তির বিরুদ্ধে লড়ছে তারা। এমন সব দেশের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র দাঁড়িয়েছে, যাদের সামরিক সুরক্ষা দিতে তারা চুক্তিবদ্ধ নয়।

সাময়িক যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি বিনিময় চুক্তির পরও মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতির একটা উদ্দেশ্য আছে। তারা চায় ইরান ও হিজবুল্লাহ যেন ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কোনো অভিযানে না যায়। কিন্তু এই উপস্থিতি মার্কিন বাহিনীকে ঝুঁকিতে ফেলেছে। সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের আঞ্চলিক যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের জড়িয়ে পড়ার।

ইরাক, সিরিয়া ও ইয়েমেনে ইরানসমর্থিত বাহিনী উপর্যুপরি ড্রোন ছুড়েছে মার্কিন সেনাদের ওপর। মার্কিনিরাও তাদের প্রতিহত করেছে। পূর্ব ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্র জড়িয়েছে প্রক্সি যুদ্ধে। পূর্ব এশিয়ায় তাইওয়ানের রাজনৈতিক অবস্থানকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র এখন চীনের মুখোমুখি।

গত মাসে ওভাল অফিসে দেওয়া বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই অবস্থানের পক্ষে যুক্তি দেখান। তিনি ও তাঁর প্রশাসন বলতে চাইছে, এই যুদ্ধগুলো গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রে মধ্যে চলা বৈশ্বিক যুদ্ধ ।

বাইডেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাডেলিন অলব্রাইটকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, আমেরিকা একটি 'অপরিহার্য জাতি' এবং আমেরিকার নেতৃত্ব হলো তাই, যা পৃথিবীকে একত্র করে। বাইডেন আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিতে ইসরায়েল ও ইউক্রেনের জয় অপরিহার্য। সপ্তাহান্তে ওয়াশিংটন পোস্ট ওপুএডে যুক্তরাষ্ট্র অত্যাবশ্যক জাতি এই বক্তব্যের তিনি পুনরাবৃত্তি করেন।

এসব যুক্তি ধোপে টেকে না। সংকটে জড়িয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সক্ষমতার যে ক্ষয় হচ্ছে, তাতে তারা অহেতুক ঝুঁকিতে পড়ছে, নিজ দেশের নাগরিকদের মধ্যে শত্রুতা বাড়াচ্ছে। সাধারণ মানুষ অনেক সম্পদের ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

মার্কিনিরা এখন বাইরের দেশের কোনো যুদ্ধে অনির্দিষ্টকালের জন্য জড়িয়ে পড়ার বিরুদ্ধে। ইসরায়েল ও ইউক্রেনকে সহায়তার প্রস্তাবে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানদের কোনো পক্ষই রাজি হয়নি।

মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শত্রুতা বা মিত্রতায় জড়ানোর যে নীতি যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে অনুসরণ করে আসছে, তাতে হিতে বিপরীত হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ওপর অত্যধিক চাপ প্রয়োগের নীতি নিয়েছে। ইরানের ওপর তারা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এবং ইরানের শীর্ষ সেনা কর্মকর্তা কাসেম সোলাইমানির মতো ব্যক্তিকে হত্যা করেছে।

পাশাপাশি ইরাকে সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাত করে তেহরানের আঞ্চলিক আধিপত্য বিস্তারে সহযোগিতা করেছে, সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে আসাদবিরোধী বাহিনীকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছে। এতে করে আইসিস ও যুক্তরাষ্ট্রসমর্থিত সুন্নি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ইরানসমর্থিত মিলিশিয়ারা উল্টো ক্ষমতায়িত হয়েছে।

ওয়াশিংটনের শর্তহীন সমর্থন পেয়ে এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের যে মিত্ররা আছে, তারাও ক্রমেই বেয়াড়া হয়ে উঠেছে। মধ্যপ্রাচ্যের আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে তারা কোনো ভূমিকা রাখছে না।

ইসরায়েল অধিকৃত পশ্চিম তীরে বসতি স্থাপন ও গাজায় দীর্ঘমেয়াদি অবরোধ জারি

রাখার পরও যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে অব্যাহত সমর্থন দিয়ে গেছে। অথচ এই বসতি স্থাপন ও অবরোধ ঘিরে পুরো অঞ্চলে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।

গণতন্ত্র বনাম স্বৈরতন্ত্রড়্এই বক্তৃতা দিলেও যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরবকে ইয়েমেনে হুতিদের বিরুদ্ধে ভয়ংকর যুদ্ধে সমর্থন দিয়ে গেছে। এই যুদ্ধকে জাতিসংঘ বলেছে বিশ্বের নিকৃষ্টতম মানবিক সংকট। এ যুদ্ধে ৩ লাখ ৭৭ হাজার মানুষ নিহত হন। দেশটির প্রায় ৮০ ভাগ মানুষের জীবন মানবিক সহায়তানির্ভর হয়ে ওঠে। ওই সময় থেকে বাইডেন প্রশাসন সৌদি আরবের সঙ্গে নিরাপত্তার সম্পর্ক আরও জোরদার করে।

মধ্যপ্রাচ্য বা ইউক্রেনে সংঘাত না এড়িয়ে, প্রেসিডেন্ট বাইডেন ওভাল অফিসে দেওয়া বক্তৃতায় এই সংকটকে বৈশ্বিক সংকট বলে উল্লেখ করেন।

বাইডেন দাবি করেন, যদি যুক্তরাষ্ট্র দূরের শত্রুদের প্রতিহত করতে না পারে, তাহলে তারা আরও শক্তিশালী ও আগ্রাসী হয়ে উঠবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও শীতল যুদ্ধের সময় আলোচিত 'মিউনিখ অ্যানালজি' ও 'ডমিনো থিওরি'র উদাহরণ টানেন তিনি। এই উদাহরণ দুটি আবার প্রমাণনির্ভর নয়।

বাইডেন দাবি করেন, যদি রাশিয়াকে ইউক্রেনে থামানো না যায়, তা হলে পুতিন পোল্যান্ড অথবা বাল্টিকের দিকে এগোবেন। এটা একটা অবাস্তব চিন্তা। রাশিয়া চাইলেও পূর্ব ইউরোপ দখলের মতো বস্তুগত সক্ষমতা তাদের নেই। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা ছাড়া, ইউরোপের ন্যাটো সদস্যরা ২০২২ সালে সামরিক খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ করে।

রাশিয়ার চেয়ে তাদের সক্রিয় সেনার সংখ্যা বেশি, সম্মিলিতভাবে তাদের মোট দেশজ উৎপাদন প্রায় ৯ গুণ বেশি, জনসংখ্যাও সাড়ে ৩ গুণ পর্যন্ত বেশি, তাদের পারমাণবিক হামলা প্রতিরোধের নিজস্ব ব্যবস্থা আছে। ইউক্রেনে রাশিয়ার যে হাল, তাতে বোঝা যায় যে রাশিয়াকে নিয়ে এই ভয়ের কোনো ভিত্তি নেই।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন আরও বলেন, যদি ইউক্রেনে রাশিয়ার চূড়ান্ত পতন না হয়, তাহলে তাইওয়ান দখলে চীন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড্যারিল প্রেস ও জোনাথন মার্সার যেমনটি বলেন, শত্রুরাষ্ট্রের সক্ষমতা বিচার করতে হয় দেশটির বর্তমান সক্ষমতা ও স্বার্থ বিবেচনায়, তাদের অতীত দেখে নয়।

যদি চীন তাইওয়ান দখল করে, তাহলে ধরে নিতে হবে যে তাইওয়ানে বেইজিংয়ের স্বার্থ ওয়াশিংটনের চেয়ে বেশি। উপকূলের ১০০ মাইলের ভেতর তাদের সেনা উপস্থিতি আছে এবং তারা বিশ্বাস করে যে শান্তিপূর্ণভাবে তাদের একত্র হওয়ার আশা নেই।

তা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্র যেসব দেশের সঙ্গে সামরিক চুক্তি করেছে, তারা জানে যে তাদের নিরাপত্তায় যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি মোতাবেক কাজ করবে। সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও জাপান ও জার্মানি সামরিক খাতে ব্যয় বাড়ায়নি। কারণ, তারা জানে, বিপদে পড়লে আঙ্কেল স্যাম আছে। সেই রক্ষা করবে।

যুক্তরাষ্ট্র যদি এসব দেশের প্রতি একটু কম মনোযোগী হতো, তাহলে তারা নিজেরাই নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে সচেষ্ট হতো। বিনা প্রতিরোধে সার্বভৌমত্ব চীন বা রাশিয়ার হাতে তুলে দিত না।

যুক্তরাষ্ট্রের আরও নিয়ন্ত্রণমূলক কৌশল নেওয়া দরকার। বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নিরূপণ করা দরকার অত্যন্ত কঠোরভাবে, যেন নতুন কোনো সংকটে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি কমে। দূরবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রকে উসকানি দেওয়ার কোনো মানে হয় না। এসব ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রের উচিত দেশের ভেতরের সম্পদ ও চাহিদা পূরণ করা।

প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রের দেশগুলোর সঙ্গে কোনো স্থায়ী শত্রুতা বা মিত্রতার সম্পর্কে যাওয়া উচিত নয়। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন একদা বলেছিলেন, 'আমাদের স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে আমরা প্রতিশ্রুতিতে যাব।'

সামরিক জোটভুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্য প্রয়োজনে অন্যের পক্ষে যুদ্ধে যাওয়া। যুক্তরাষ্ট্র সুনির্দিষ্ট ঝুঁকির প্রেক্ষাপটে জোট করবে, যখন ঝুঁকি থাকবে না তখন জোটও বদলাবে। জোট রক্ষায় অর্থ ব্যয় ও ঝুঁকি আছে। তাই সত্যিকার অর্থে নিরাপত্তার স্বার্থ দেখতে হয়। বৈশ্বিক নেতৃত্বের ভান নিয়ে বসে থাকলে চলে যায়।

দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রের উচিত হবে তার শত্রুরা যেন একজোট না হয়, তা নিশ্চিত করা। আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে গণতন্ত্র বনাম একনায়কতন্ত্রের লড়াই হিসেবে উপস্থাপন করে, দেশটি আরও বহু দেশকে শত্রুতে পরিণত করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের হুমকির মুখে চীন, রাশিয়া ও ইরান মূলত একজোট হয়েছে। কোনো বিশেষ ধরনের সরকারব্যবস্থা রপ্তানি তাদের উদ্দেশ্য নয়। অন্য দেশে মার্কিন মূল্যবোধ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে যুক্তরাষ্ট্র। স্বার্থ না থাকলে বা সন্দেহ না থাকলে শত্রুরাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বারী সুপার মার্কেট

1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 347-810-0087, 646-427-4867

পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে

WE ACCEPT EBT

আমারা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম গ্রহণ করি

Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket

ria Money Transfer

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন

বারী হোম কেয়ার

Passion of Seniros of NY Inc.
Your Health Our Care

- মাসিক ৮০০ ডলার বাড়ী ভাড়ার সুযোগ।
- মাসিক ১৭০ ডলার OTC কার্ড এর সুযোগ (CenterLight MLTC)
- ফ্রি মোবাইল ও আই প্যাড এর সুযোগ।

কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই

চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন

- নিউ ইয়র্ক স্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।
- আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।

- হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোন চার্জ করি না
- কেয়ারগিভাররা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন
- আমরা মেডিকেইড/ স্ন্যাপ/ ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।

Asef Bari (Tutul)
C.E.O.

Jackson Heights Office:
37-16 73rd St, 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
2113 Starling Ave.
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel: 718-319-1000

Buffalo Office
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
33 101 Ave,
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-942-5554

Brooklyn Office:
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-240-6566
Cell: 347-777-7200

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

CALL US TODAY:
718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581

info@barihomecare.com www.barihomecare.com

WE ACCEPT EBT

ADI'S SUPERMARKET

ADI'S The Halal Supermarket

1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135

FOOD CERTIFIED حلال 100% HALAL

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (January 26 - February 01, 2024) | Promo Code : PSP16

আমরা ইবিটি কার্ড গ্রহণ করি WE ACCEPT EBT CARDS

আমরা ওটিসি কার্ড গ্রহণ করি WE ACCEPT OTC CARDS

FREE PURCHASE OF $75 AND UP 1 BAG ONION FREE

SALE $3.49/LB

ZABIHA حلال HALAL

BEEF WITH BONE SINA MIX

SALE $5.99/LB

FROZEN GOAT BACK LEG & SHOULDER

3 KG

SALE $13.99/EA

ROHU

SALE $3.49/LB

TILAPIA FILLET

21/25 2 LB BAG

SALE $9.99/EA

EZ PEELED SHRIMP

SALE 3/$5.00

KESKI TRAY (HAOR)

SALE $5.99/EA

500 GM

TAPOSHI BAG

300 GM

SALE 3/$5.00

OWNER DRY CAKE

20 KG

SALE $19.99/EA

SONARGAON PARBOILED BASMATI RICE

10 LB

SALE $14.99/EA

SUPER FRESH KALIJEERA RICE

5 LTR

SALE $14.99/EA

PREEMA'S SUNFLOWER OIL

1000 ML

SALE 2/$7.99

SUPER FRESH MUSTARD OIL

SALE 3/$5.00

SHAHAJALAL KOCHUR LATI

600 GM

SALE 2/$6.99

ALI MIA'S NOODLES

20 LB

SALE $17.99/EA

AASHIRVAAD ATTA

400 GM

SALE 4/$5.00

HOBBI CHICK PEAS

SALE 2/$6.99

LIPTON TEA BAGS

5 LB

SALE 2/$5.00

IDAHO POTATO BAG

SALE 2/$6.99

JACK FARM JUMBO WHITE EGG

1 LTR

SALE 3/$5.00

SUPER FRESH MANGO JUICE

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

PREMIUM SUPERMARKET
HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (January 26 - February 01, 2024) | Promo Code : PSP56
SALE $4.49/LB CUBE FROZEN REGULAR GOAT
SALE 79¢/LB NO CUT NO CLEAN FRESH CHICKEN QUATER LEG
SALE $14.99/EA 900 GM HILSHA SHAHJALAL BRAND
SALE $19.99/EA SIZE 4 KG ROHU SHAHJALAL BRAND
SALE $3.49/LB SIZE 1.5/2 KG PANGASH SHAHJALAL BRAND
SALE $2.49/LB SIZE 5/8 KG KATLA CROWN FARMS
SALE $4.99/EA 500 GM CROWN FARMS BATA BLOCK
SALE 2/$4.99 250 GM CROWN FARMS GURA BAILA BLOCK
SALE 2/$4.99 250 GM SHAHJALAL BRAND KOI BLOCK
SALE 2/$6.99 250 GM CROWN FARMS ROHU EGGS
SALE 3/$3.99 200 GM CK / SHAHJALAL BRAND KESKI TRAY
SALE $3.49/LB SIZE 5/7 CROWN FARMS TILAPIA FILLET
SALE $20.99/EA 20 LBS BAG KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
SALE $8.99/EA 10 LBS BAG PREEMA'S EVERYDAY EXTRA LONG AGED BASMATI RICE
SALE $33.99/EA 50 LBS BAG (With Additional Purchase of $150.00) DELTA PARBOILED RICE
SALE 3/$4.99 300 GM SHAHJALAL BRAND KACHUR LOTI
SALE 3/$4.99 SHAHJALAL BRAND VEGETABLE SINGARA / SPRING ROLLS
SALE 3/$5.99 496 GM 8-PACK BASHUNDHARA MASALA NOODLES
SALE $3.99/EA 720 GM SUPER FRESH GINGER GARLIC / GINGER PAST
SALE $3.99/EA 1 GALLON (With Additional Purchase $50) WHOLE MILK
PREMIUM SUPERMARKET
CONTACT
WhatsApp Number
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

টমেটো যেভাবে প্রাকৃতিকভাবে উচ্চ রক্তচাপ কমায়

পরিচয় ডেস্ক: টমেটো শরীরের সামগ্রিক সুস্থতার জন্য খুবই পুষ্টিকর এবং স্বাস্থ্যকর একটি সবজি। এটি খাবারের স্বাদ অনেকটা বাড়িয়ে দেয়। সালাদ হিসেবেও টমেটো বেশ জনপ্রিয়। টমেটোতে থাকা ভিটামিন সি, পটাসিয়াম, ফোলেট, ভিটামিন কে, খনিজ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে গুরুতর অসুস্থতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করে। এই সবজিটি উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।

টমেটো কীভাবে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে?

উচ্চ রক্তচাপ সাধারণত খাবারে সোডিয়াম গ্রহণের কারণে হয়ে থাকে। উচ্চ পটাশিয়ামযুক্ত যেকোনো খাবার শরীরে সোডিয়ামের পরিমাণ কমাতে পারে। টমেটো পটাশিয়ামের একটি সমৃদ্ধ উৎস। এ কারণে এই সবজিটি উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। স্বাস্থ্য বিষয়ক ওয়েবসাইট হেলথলাইনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, টমেটোতে লাইকোপেন নামক একটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে যা হৃদরোগের জন্য উপকারী। টমেটোয় থাকা নানা পুষ্টিগুণ উচ্চ রক্তচাপসহ হৃদরোগের ঝুঁকির কারণগুলি কমাতে উল্লেখযোগ্যভাবে সাহায্য করতে পারে।

উচ্চ রক্তচাপের কারণ কী?

বেশ কয়েকটি কারণে উচ্চ রক্তচাপ বাড়তে পারে। যেমন- অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া,শারীরিক কার্যকলাপের অভাব, অ্যালকোহল গ্রহণ, ডায়াবেটিস,মানসিক চাপ, স্থূলতা ও বংশগত।

কেন আপনার ডায়েটে টমেটো যোগ করা উচিত?

টমেটো হল ভিটামিন সি, পটাশিয়াম, ফোলেট, ভিটামিন কে, খনিজ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টসহ বিভিন্ন পুষ্টির ভাণ্ডার। এই শক্তিশালী সবজিটি অসুস্থতার বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং আপনার ত্বককে উজ্জ্বল করে তোলে। এটি হার্টের স্বাস্থ্য এবং পেশির জন্য দারুণ উপকারী।

টমেটো শুধু খেতেই সুস্বাদু নয়, এটি ক্যান্সারের মতো গুরুতর রোগ থেকেও সুরক্ষা দেয়। এটি ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে। টমেটোতে উপস্থিত লাইকোপিন অ্যান্টি-কার্সিনোজেনিক বৈশিষ্ট্য পাকস্থলী এবং ফুসফুসের ক্যান্সার প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে।

টমেটো ফাইবার, কোলিন, ভিটামিন সি এবং পটাশিয়ামের মতো স্বাস্থ্যকর পুষ্টির একটি বড় উৎস। হেলথলাইনের মতে, এগুলিতে উপস্থিত লাইকোপিন রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়। এর ফলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে।

ত্বককে প্রাকৃতিকভাবে উজ্জ্বল করে তোলে টমেটো। ত্বকে টমেটো লাগালে বিভিন্ন উপায়ে উপকারী হতে পারে। এর ফলে ত্বকের অতিরিক্ত তেল কমে, ব্রণ দূর হয়। সূত্র: ইন্ডিয়া ডট কম

শিমের পুষ্টিগুণ

পরিচয় ডেস্ক: শীতকালীন সবজির মধ্যে শিম অন্যতম। এটি ভর্তা, ভাজি, রান্না সবভাবেই খাওয়া যায়। এই সবজির বেশ কয়েকটি বিশেষ উপকারিতা আছে। যেমন-

অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ: অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরের জনর বিশেষভাবে দরকারী। এটি শরীরের অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমিয়ে দেয়। শিমের মধ্যে রয়েছে এই বিশেষ গুণ আছে।

পেট ভালো রাখে: শিম ফাইবারে ভরপুর একটি সবজি । ফাইবার পেট ভালো রাখতে সহায়তা করে।

ওজন কমায়: শিমে থাকা ফাইবার অনেকক্ষণ পেট ভরা রাখতে ভূমিকা রাখে। এর ফলে বারবার খাওয়ার প্রবণতা কমে। এতে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে।

মেজাজ ভালো রাখে: শিমের অন্যতম বিশেষ একটি উপাদান হল কপার। ডোপামিন ক্ষরণের মূল উপাদান এটি। ফলে মুড ঠিক থাকে। স্ট্রেসের সমস্যাও কমে।

হাড়ের স্বাস্থ্য: হাড়ের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সাহায্য করে এই বিশেষ সবজিটি। শীতকালীন এই সবজির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ডি ও ফসফরাস রয়েছে। এই দুই উপাদান হাড়ের যত্ন নেয়।

ফুসফুসের সমস্যা কমায়: ফুসফুসের জটিল রোগ ঠেকাতে সাহায্য করে শিমের গুণ। শিমের মধ্যে সেলেনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ ও জিঙ্ক রয়েছে। এই উপাদানগুলি ফুসফুস ভালো রাখে।

হৃৎপিণ্ড ভালো রাখে: শিমের মধ্যে ভিটামিন বি১ রয়েছে। এটি অ্যাসিটাইলকোলিন তৈরি করে। এই উৎসেচক হৃৎপিণ্ডের যত্ন নেয়।

রক্তের কোলেস্টেরল কমায়: রক্তের কোলেস্টেরল হৃৎপিণ্ডের সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শিমে থাকা ডায়েটারি ফাইবার কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। *বাকি অংশ ২২ পৃষ্ঠায়*

ডিম কীভাবে খেলে বেশি উপকার পাবেন?

ডিমের পুষ্টিগুণ অনেক। এত স্বল্প মূল্যে এত বেশি পুষ্টি অন্য কোনো খাবারে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তবে ডিম খাওয়া নিয়ে নানা ধরনের ভুল ধারণাও প্রচলিত আছে। সেসব ধারণার কারণে অনেক সময় আমাদের শরীর প্রয়োজনীয় পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়। পুষ্টিবিদদের মতে, ডিম ভীষণ উপকারী একটি খাবার। তবে এটি কীভাবে খাচ্ছেন তার ওপর নির্ভর করে কতটা পুষ্টি পাবেন।

ডিমের পুষ্টি

একটি ডিমের ওজন প্রায় ৫০ গ্রামের মতো হয়ে থাকে। একটি ডিম থেকে প্রায় ৬ গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যায়। আমাদের শরীর এই প্রোটিন খুব সহজেই গ্রহণ করে। যে কারণে ছোটবেলা থেকেই ডিম খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

ডিমে আরও থাকে ওমেগা ৩, ভিটামিন ডি, ভিটামিন বি, জিঙ্ক, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ফোলেট ইত্যাদি। প্রতিদিন ডিম খেলেও তাই কোনো ধরনের সমস্যা হয় না। বরং এতে শরীর সুস্থ রাখা সহজ হয়।

সেদ্ধ না কি আধা সেদ্ধ?

অনেকে মনে করেন, আধা সেদ্ধ ডিম খেলে বেশি উপকার পাওয়া যায়। এই ধারণা সঠিক নয়। বরং পুরোপুরি সেদ্ধ ডিম খাওয়াই স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। কারণ আধা সেদ্ধ ডিমে থাকতে পারে সালমোনেল্লা নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া। এর ফলে বমি, ডায়রিয়ার মতো সমস্যাও দেখা দিতে পারে। তাই আধা সেদ্ধ ডিম খাওয়া থেকে বিরত থাকুন।

কাঁচা ডিম খাবেন না

কেউ কেউ বেশি পুষ্টির আশায় কাঁচা ডিম খান। এতে বেশি শক্তি পাওয়া যায় বলে তাদের ধারণা। এটিও একদমই ঠিক নয়। বরং পুরোপুরি ভুল। কারণ এভিডিন নামক এক ধরনের প্রোটিন থাকে কাঁচা ডিমে। আমাদের শরীরে বায়োটিনকে কাজ করতে বাঁধা দেয় এই প্রোটিন। যে কারণে ত্বক ও চুলের ক্ষতি হতে পারে কাঁচা ডিম খেলে। তাই কাঁচা ডিম খাওয়ার অভ্যাস থাকলে তা বাদ দিন।

ভাজা কিংবা পোচ

ডিম সেদ্ধ করে খাওয়াই সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর। তবে ভাজা কিংবা পোচও খেতে পারেন। এক্ষেত্রে তেলের ব্যবহার যেন সীমিত থাকে সেদিকে খেয়াল রাখবেন। সবচেয়ে ভালো হয় যদি ওয়াটার পোচ করে খেতে পারেন। এতে তেল থাকে না আর খেতেও ভালোলাগে। তাই এভাবে ডিম খাওয়ার অভ্যাস করতে পারেন।

ডিমের কুসুম

ডিমের কুসুমে থাকা ফ্যাটের কারণে অনেকে সেটি বাদ দিয়ে খান। তবে দিনে কুসুমসহ একটি ডিম খেলে কোনো সমস্যা হয় না। এতে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ফ্যাটের চাহিদা অনেকটাই পূর্ণ হয়। তবে যাদের শরীরে কোলেস্টেরল বেশি তারা ডিমের কুসুম এড়িয়ে চলবেন।

বয়স বেড়ে হাড়ক্ষয়, মুক্তি মিলবে কলায়!

পরিচয় ডেস্ক: সব মৌসুমেই কলা পাওয়া যায়। তেমনি কলাতে রয়েছে হাজার রোগের ওষুধ। হজমে সহায়তা করে কলা। ম্যাগনেসিয়ামের অন্যতম উৎস এটি। এতে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন। দাঁত ও হাড়কে সুস্থ রাখতে প্রতিদিন একটি করে কলা খাওয়া উচিত।

বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিষয়ক ওয়েবসাইটেও কলার পুষ্টিগুণ সম্পর্কে বিশদ আকারে বলা হয়েছে। এটি শিশুদের জন্যও বেশ উপকারী। তাছাড়া হাড় মজবুত রাখতেও কলা খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা।

১. বয়সের ছাপ কমাতেও এটি অনেক কার্যকর। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অক্সিডেটিভ চাপ কমায়। অক্সিডেটিভ বার্ধক্যকে দ্রুত বাড়িয়ে দেয়।

২. কলা ফ্লাভানয়েডস সমৃদ্ধ যা এক ধরনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এটা প্রদাহনাশক হিসেবে কাজ করে ও বয়সের গতি স্বাভাবিক রাখতে সহায়তা করে।

৩. একটি বড় আকারের কলায় সাড়ে তিন গ্রাম খাদ্য-আঁশ থাকে যা দৈনিক চাহিদার ২১ থেকে ৩৮ গ্রাম পূরণ করে। তাই বিশেষজ্ঞরা প্রতিদিন অন্তত একটি করে কলা খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

৪. কলায় দ্রবণীয় আঁশ রয়েছে কলাতে যা হার্ট ভালো রাখে। তাছাড়া কোলেস্টেরলের মাত্রাও কমায়। রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণ করে টাইপ টু ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমায়। আর হজম শক্তি উন্নত করতেও সহায়তা করে ফলে অন্ত্র সুস্থ থাকে।

৫. অন্ত্র সুস্থ রাখতে কাঁচা কলা খাওয়া খুব উপকারী। কারণ এতে রয়েছে বিশেষ রকমের আঁশ যা প্রতিরোধী শ্বেতসার নামে পরিচিত। প্রতিরোধী শ্বেতসার প্রোবায়োটিকের মতো কাজ করে।

৬. বেশি পটাসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া হাড়ের খনিজের ঘনত্ব বাড়ানোর সাথে সম্পর্কিত, যা মূলত বয়সের সাথে কমে যায়। কলা পটাসিয়ামের উৎকৃষ্ট উৎস।

৭. কলাতে রয়েছে ভিটামিন সি। এটা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা ধীরে ধীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এবং ক্ষত সুস্থ করতে সহায়তা করে।

কুসুম গরম পানি পানের উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: অনেকেই শীত থেকে বাঁচতে হালকা গরম পানি পান করেন। এ অভ্যাস শরীরের জন্য ভালো না খারাপ তা হয়তো অনেকেরই অজানা। তাই আজ আপনাদের জানাব শীতে গরম পানি পান করার বিষয়টি বিশেষজ্ঞরা কীভাবে দেখছেন।

এ বিষয়ে ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজি ইনফরমেশনে প্রকাশিত একটি সমীক্ষা বলছে, শীত কিংবা গ্রীষ্মে গরম পানি খাওয়ার কোনো অপকারিতা নেই। বরং রয়েছে নানা উপকারিতা। তবে এর জন্য বেশি গরম পানি খাওয়া যাবে না। শুধুমাত্র ঈষদুষ্ণ পানিতেই শরীরে ক্ষতি না হয়ে মিলবে হাজারো উপকারিতা।

শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক এমনকি গর্ভাবস্থাতেও এ উপকারিতা পাওয়া যায়। ডায়েটেশিয়ানদের মতে, নিয়মিত ঈষদুষ্ণ পানি খাওয়ার অভ্যাসে মেটাবলিজম বাড়িয়ে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে, কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি দেয়, ব্লাড সার্কুলেশন বাড়ে, হজম শক্তি বাড়ে, বুকব্যথা এবং সর্দিকাশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। বন্ধ নাক খুলে যায়। প্রাকৃতিক উপায়ে শরীর পরিষ্কার করে বিষাক্ত টক্সিন বের করতেও কাজে আসে হালকা গরম পানি খাওয়ার অভ্যাস। এতে ত্বক ভালো থাকে। ফলে ত্বকে বয়সের ছাপ কিংবা বলিরেখা সহজে পরতে পারে না।

যারা দুশ্চিন্তায় ভুগছেন, ঠিক সময়ে ঘুমাতে পারেন না কিংবা মুখে ব্রণের সমস্যা কোনোভাবেই সারছে না তারা নিয়মিত ঈষদুষ্ণ পানি খাওয়ার অভ্যাস করুন। এক মাসেই আপনার মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারবেন।

চুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি কিংবা মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়াতেও দারুণ কাজে আসে ঈষদুষ্ণ পানি খাওয়ার অভ্যাস। তাই গরম আবহাওয়ার কারণে যারা এ অভ্যাস করতে পারেননি তারা এই শীতেই ঈষদুষ্ণ পানি খাওয়ার অভ্যাস শুরু করতে পারেন। সূত্র: এই সময়

ব্রকলি খেলে যেসব উপকার

পরিচয় ডেস্ক: ব্রকলি এখন আর আমাদের দেশে অপরিচিত কোনো সবজি নয়। অনেকটাই ফুলকপির মতো দেখতে সবুজ এই সবজির স্বাদ কিছুটা আলাদা। বিদেশি হলেও এটি আমাদের দেশে এখন বেশ জনপ্রিয়। ব্রকলি দিয়ে বিদেশি বিভিন্ন খাবার তো তৈরি করাই যায়, আবার দেশি স্বাদেও এটি রান্না করে খান অনেকে। শিশুদের নুডলস, পাস্তায়ও যোগ করা যায় ব্রকলি। আবার এর স্যুপও বেশ সুস্বাদু। নিয়মিত এই সবজি খেলে পাবেন অনেক উপকার। চলুন জেনে নেওয়া যাক ব্রকলি খাওয়ার উপকারিতা-

১. ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়

বর্তমানে ক্যান্সার ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। এখন এতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকির মাত্রা বেড়েছে অনেকটাই। এই মরণব্যাধি থেকে বাঁচতে চাইলে আপনাকে সবার আগে নজর দিতে হবে খাবারের তালিকার দিকে। ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে এমন খাবার বাদ দেওয়ার পাশাপাশি ক্যান্সার থেকে দূরে রাখে এমন খাবার খেতে হবে। এক্ষেত্রে আপনার জন্য উপকারী হতে পারে ব্রকলি। এটি নিয়মিত খেলে এই অসুখ থেকে দূরে থাকা সম্ভব অনেকটাই।

২. হজমের সমস্যা দূর করে

হজমের সমস্যায় ভোগেননি এমন মানুষের সংখ্যা খুব কম। কারণ প্রায় সবার ক্ষেত্রেই এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই পেটের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখা জরুরি। নিয়মিত ব্রকলি খেলে তা হজমের সমস্যা দূর করে। পেটের সমস্যা দূর করতে চাইলে নিয়মিত ব্রকলি খেতে হবে। তাই আপনার খাবারের তালিকায় ব্রকলি রাখুন।

৩. ব্লাড সুগার কমাতে সাহায্য করে

ডায়াবেটিস হলে ব্লাড সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। নয়তো এটি বেড়ে গেলে ডায়াবেটিসও নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। সেজন্য খাবারের ক্ষেত্রে সচেতন হবে। খেতে হবে সহায়ক সব খাবার। এক্ষেত্রে আপনাকে *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

সকালে খালি পেটে কিশমিশ খেলে কী হয়?

পরিচয় ডেস্ক: কুয়াশা ঘেরা শীতের সকালে শুষ্ক আর ঠান্ডা আবহাওয়ায় নাজেহাল হয়ে পড়ছেন? তাহলে দিনের শুরুটা করতে পারেন কিশমিশ দিয়েই। পুষ্টিবিদরা বলছেন, শুকনো এ ফলটিই ত্বকের শুষ্কতা ঘোচাতে দারুণ কাজ করে।

'স্বর্গীয় ফল' এর সঙ্গে তুলনা করতে পারেন কিশমিশকে। কারণ মিষ্টি এ শুকনো ফলটিতে আছে বিশেষ কিছু জাদুকরী গুণ বা উপকারিতা, যা বদলে দিতে পারে আপনার জীবনকে।

পুষ্টিবিদরা বলছেন, কালো, সোনালি ও বাদামি রঙের চুপসানো ভাঁজ হওয়া ফলটি খুবই শক্তিদায়ক। এটি তৈরি করা হয় সূর্যের তাপে। এটি রক্তে শর্করার মাত্রায় ঝামেলা তৈরি করে না। এটি খেলে শরীরের রক্ত দ্রুত বৃদ্ধি পায়, পিত্ত ও বায়ুর সমস্যা দূর হয়। এটি হৃৎপিণ্ডের জন্যও অনেক উপকারী।

রান্নায় এই খাবারটি ব্যবহৃত হলেও প্রতিদিন ভেজানো কিশমিশ খাওয়ার অভ্যাস করতে পারেন। নিয়মিত ভেজানো কিশমিশ খাওয়ার অভ্যাসেও আপনি এর অনেক সুফল পাবেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত হওয়া এক প্রতিবেদন থেকে *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

দই চিকেন

খুব সহজ উপায়ে তৈরি করতে পারেন দই চিকেন রেসিপি।
উপকরণ: মুরগি টুকরো করা ১ কেজি, তেল ৪ টেবিল চামচ, লবঙ্গ ৩ টি, এলাচ ২ টি, দারুচিনি ছোট ১ স্টক, তেজপাতা ২ টি, শুকনো লাল মরিচ ৫ টি, পেঁয়াজ কুচি দেড় কাপ, রসুন কুচি ১ চা চামচ, রসুনের কোয়া ১০ টি(একটু সেঁচে নেয়া), ধনে গুঁড়া দেড় টেবিল চামচ, মরিচ গুঁড়া ২ টেবিল চামচ, মেথি গুঁড়া আধা চা-চামচ, টক দই ১ কাপ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, আদাবাটা ১ চা চামচ, রসুন বাটা ১ চা চামচ, মধু চা ১ চামচ, লবণ ১ চা চামচ।
প্রস্তুত প্রণালী: প্রথমে বোলে মুরগির টুকরোগুলো নিয়ে তাতে টক দই, লেবুর রস, আদা বাটা, রসুন বাটা, মধু ও লবণ দিয়ে ভালো করে মেখে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ফ্রিজে ২ ঘণ্টা রেখে দিন। এ
কটি প্যানে তেল গরম করে তাতে এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, তেজপাতা ও শুকনো লাল মরিচ দিয়ে নাড়ুন। এবার পেঁয়াজকুচি ছেড়ে দিয়ে ৫ মিনিট ভাজুন।
এরপর আদা ও রসুন বাটা দিন। ২ মিনিট ভাজুন। ধনে গুড়া, মরিচের গুঁড়া ও মেথি গুঁড়া দিয়ে মেশান ম্যারিনেটেড মুরগির টুকরাগুলো ছাড়ুন এবং লবণ ছিটিয়ে ভালো করে মেশান।
প্যানটি ঢেকে দিয়ে আধাঘন্টা মাঝারি আঁচে রান্না হতে দিন। ঢাকনা খুলে নেড়ে দিন এবং আরো ৩ মিনিট রাধুন গ্রেভিটা আরেকটু ঘন হওয়ার জন্য। রান্না হয়ে গেলে চুলা বন্ধ করুন এবং গরম ভাত, পোলাও, নান বা পরোটার সঙ্গে পরিবেশন করুন সুস্বাদু স্পাইসি চিকেন।

চিংড়ি মাছ দিয়ে শসা

পরিচয় ডেস্ক: চিংড়ি দিয়ে শসা রান্না আমাদের একটি প্রিয় আইটেম।
উপকরণ: হাফ কেজি শসা, - কয়েকটা চিংড়ি মাছ (বড় চিংড়ি কেটে ছোট করে নিতে হবে) হাফ কাপ পেঁয়াজ কুচি, দুই চামচ রসুন বাটা, হাফ চামচ লাল মরিচ, হাফ চামচ হলুদ গুড়া, কয়েকটা কাঁচা মরিচ, ধনিয়া পাতা, পরিমান মত লবন, পরিমান মত তেল।
প্রস্তুত প্রণালী: শসা আপনার ইচ্ছামত কেটে সিদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে নিন। কড়াইতে তেল গরম করে তাতে পেঁয়াজ কুচি এবং চিংড়ি মাছ দিয়ে সামান্য লবণ দিয়ে ভাল করে ভেজে নিন। এবার রসুন বাটা বা গ্রাউন্ড করে দিয়ে দিন। ভাজা হয়ে গেলে এবার হলুদ এবং মরিচ গুড়া দিয়ে দিন।
আবারো ভাজতে দিন। কয়েকটা কাঁচা মরিচ দিয়ে দিন। তেল উঠে আসলে এবার শসা দিয়ে দিন। এক কাপ গরম বা সাধারণ পানি দিয়ে দিতে পারেন। ঢাকনা দিয়ে ১৫ মিনিট জ্বাল দিন। মাঝে মাঝে নেড়ে দিতে পারেন। পরিবেশনের জন্য প্রস্তুত চিংড়ি মাছ দিয়ে শসা।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন,
টেকআউট,
ক্যাটারিং এবং
ডেলিভারীর
জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

বানুচি চিকেন

পরিচয় ডেস্ক: খুবই সুস্বাদু একটি খাবার হচ্ছে বালুচি চিকেন।
উপকরণ: চিকেন, আদা-রসুন কুচি (১ চামচ পরিমান আদা-রসুন বাটা), টক দই, কাঁচালঙ্কা. গোলমরিচ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ফ্রেশ ক্রিম / দুধের মালাই, ধনেপাতা কুচি, স্বাদমত নুন, রান্নার তেল।
প্রণালী: চিকেনের একটু ছোট ছোট টুকরো এই রান্নায় ব্যবহার হবে। প্রয়োজনে প্রথমে দোকান থেকে আনা মাংস রান্নার প্রয়োজনে টুকরো করে নিন। তারপর ভালো করে ধুয়ে নিন। আদা-রসুন কুচি করে কেটে নিন। তারপর গ্যাসে কড়াই চাপাতে হবে। তেল দিন, তেল অল্প গরম হলে তাতে কুচিয়ে রাখা আদা-রসুন দিয়ে অল্প ভেজে নিতে হবে।
২: তারপর চিকেনের টুকরো গুলো দিয়ে দিতে হবে। এবার চিকেন বেশ কিছুক্ষন ভেজে নিতে হবে। জল ছাড়তে শুরু করলে কাঁচালঙ্কা চেরা, আদা-রসুন বাটা, গোলমরিচ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিন। কিছুক্ষন পর ২ বড় চামচ পরিমান টক দই
দিন।
৩: তারপর সবটা ভালো করে মিশিয়ে নিন। পরিমান অনুযায়ী নুন দিন। প্রথমে গ্যাসের ফ্লেম লো রেখে ৩-৪ মিনিট রান্না করে নিতে হবে। তারপর ঢাকা দিয়ে ৪-৫ মিনিট রান্না করুন। এবার চিকেন যখন সিদ্ধ হয়ে আসবে তখন ঢাকা খুলে ফ্রেশ ক্রিম বা দুধের মালাই ভালো করে ফাটিয়ে দিয়ে দেবেন।

৪: তারপর সবশেষে অল্প ধনেপাতা কুচি, চিলি ফ্লেক্স (আপনি চাইলে চিলি ফ্লেক্স নাও দিতে পারেন।) ভালো করে নেড়েচেড়ে নামিয়ে নিন। ডেকোরেশনের জন্য ১ বা ২ টো কাঁচালঙ্কা চিরে উপর থেকে দিয়ে দেবেন আর আদা সরু লম্বা লম্বা কেটে ছড়িয়ে দিন অল্প তাহলেই রেডি হয়ে যাবে এই স্পেশাল পদ।

মুরগির মাংসের ভুনা খিচুড়ি

ভুনা খিচুড়ি এমনিতেই সুস্বাদু, সেইসঙ্গে যদি যোগ হয় মুরগির মাংস; তবে তো কথাই নেই! ভোজনরসিক বাঙালির কাছে ভীষণ প্রিয় একটি খাবার এই খিচুড়ি।
উপকরণ: পিয়াজ কুচি ৩ টেবিল চামচ, ১০ টি লবঙ্গ, ২ টুকরা দারুচিনি, ৫ টি এলাচ, ১ টি তেজপাতা, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, জিরা গুঁড়ো দেড় চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো ১ টেবিল চামচ, ধনিয়া গুঁড়ো ১ চা চামচ,, মুরগির মাংস,পোলাওয়ের চাল ৩ কাপ মুসরের ডাল ও মুগ ডাল দেড় কাপ,আস্ত জিরা ও কাঁচা মরিচ।
প্রণালি: একটি প্যানে ৩-৪ টেবিল চামচের মতো তেল নিয়ে ৩ টেবিল চামচের মতো পিয়াজ কুঁচি দিয়ে দিবেন। এবার গরম মসলা (১০টি লবঙ্গ, ৫ টি এলাচ, ২ টুকরা দারুচিনি, তেজপাতা ১টি) দিয়ে ভেজে নেবেন। একটু পানি দিয়ে ১ টেবিল চামচ আদা বাটা, ১ টেবিল চামচ রসুন বাটা, দেড় চা চামচ জিরা গুঁড়া, ১ টেবিল চামচের মতো হলুদের গুঁড়া, ১ চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া, দেড় চা চামচের মতো মরিচের গুঁড়ো দিয়ে কষিয়ে নেবেন। তেল উপরে উঠে এলে স্বাদমতো লবণ দিয়ে মুরগির মাংস দিয়ে কষিয়ে নেবেন।
এবার পোলাওয়ের চাল ৩ কাপ এবং দেড় কাপ পরিমাণ মুসরের ডাল ও মুগ ডাল (মুগ ডাল ভেজে নিতে হবে) দিয়ে ভেজে নেবেন। এরপর ৮ কাপ গরম পানি এবং হাফ কাপ পরিমাণ দুধ (চাল নরম করার জন্য) দিয়ে দেবেন। কিছু সময় ঢেকে রাখবেন যাতে পানি শুকিয়ে যায়। এবার ৫-৬ টি কাঁচা মরিচ দিয়ে ৪ থেকে ৫ চা চামচ পরিমাণ ঘি দেবেন।
খিচুরি আধা ঘণ্টার জন্য দমে দিয়ে মাঝে মাঝে একটু নেড়ে দেবেন। সবশেষে চুলার আঁচ নিভিয়ে ১০ মিনিট অপেক্ষা করে নামিয়ে পরিবেশন করবেন। এভাবেই খুব সহজে রান্না করতে পারবেন মুরগির মাংসের ভুনা খিচুড়ি।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
HALAL
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের নীতি

৮ পৃষ্ঠার পর

সরকারের দেনা বাড়ছে। চলতি অর্থবছরে প্রথমবারের মতো বিদেশি ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ৩০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাবে। কমছে বিদেশি সাহায্যের পরিমাণও। বর্তমান অর্থবছরের প্রথম ৫ মাসে (জুলাই-নভেম্বর) শুল্ক-করসহ সব মিলিয়ে রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি হয়েছে ১৬ হাজার ৪৫৯ কোটি টাকা। রাজস্ব আয়ে গতি না বাড়াতে পারলে, নতুন সরকারের জন্য বড় মাথাব্যথার কারণ হবে। সুদের হার বাড়ানোয় বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ কমছে, পরিণামে শঙ্কায় পড়ছে বিনিয়োগ। চাপে পড়বে কর্মসংস্থান।

রাজনৈতিক দিক থেকে নতুন সরকারকে নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। প্রথমত, নির্বাচন হয়ে গেলেও দেশে রাজনৈতিক সংকটের সমাধান হয়নি। সামনের দিনগুলোতে রাজনৈতিক বিরোধী প্রতিপক্ষ বিশেষ করে বিএনপি কিভাবে মাঠে আন্দোলন করছে এবং তাতে পরিস্থিতি কোনদিকে যায় সেটির ওপর সরকারের জন্য রাজনৈতিক সংকটের চাপের মাত্রা নির্ভর করবে। দ্বিতীয়ত, সরকার নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ করার জন্য বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের ওপর যে নিবর্তনমূলক রাজনৈতিক ব্যবহারের নিদর্শন রেখেছিল সেটি অব্যাহত থাকলে দেশে মানবাধিকার পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটতে পারে। এটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শুধু বাধা সৃষ্টিই করবে না পাশাপাশি বহির্বিশ্বে সরকারের ইমেজকে নতুন করে প্রশ্নবিদ্ধ করবে। এমনিতেই প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন নির্বাচনের পর রাজনীতি ও গণতন্ত্রের ইমেজ নিয়ে একটা সংকট থেকেই যাচ্ছে। তৃতীয়ত, সরকারের দলের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকট সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জের নতুন মাত্রা যোগ করেছে। নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য করতে অবাধে স্বতন্ত্র ও ডামি প্রার্থীদের অংশগ্রহণ করতে দেয়ার মাধ্যমে সরকারী দল আওয়ামী লীগ অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে যে সংঘাত তৈরি করেছে, তা সরকারের জন্য গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি করবে। দলীয় ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘাতে ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশে দল ও সরকারের মধ্যে প্রায়োগিক দিক থেকে তেমন বড় পার্থক্য না থাকায় নিজ দলীয় সংঘাত সরকারের কর্মউদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যথেষ্ট বিচ্যুতি ঘটাবে।

কূটনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো শ্যাম ও কুল উভয় দিক রক্ষা করা। প্রধান বিরোধী দল বিএনপিবিহীন নির্বাচনকে ভারত, চীন ও রাশিয়ার মতো শক্তিধর দেশগুলো স্বীকৃতি দিয়েছে। অন্যদিকে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোর অবস্থান এক্ষেত্রে এখনও বিপরীত। তাদের সমর্থন আদায় ও সম্পর্ক স্বাভাবিক করা সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। আবার ভারত ও চীন পরস্পরবিরোধী হওয়ায় দুটো দেশের সাথে সমান তালে সম্পর্ক ধরে রাখাও অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাজ করবে।

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক এ সমস্যাগুলো একদিকে যেমন পুরাতন তেমনি অন্যদিকে এগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। একটি আরেকটির সাথে ব্যাপকভাবে সম্পর্কিত। যেমন দেশে স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ না থাকলে অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের লাগাম টেনে ধরা সম্ভব নয়। উপরন্তু অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত হলে তা রাজনৈতিক সংকটকে আরো তীব্র রূপ দিতে পারে। আবার পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে না পারলে তা দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে। কারণ বাংলাদেশের রপ্তানি বাজার প্রধানত ইউরোপ-আমেরিকা নির্ভর। এ কারণে পশ্চিমা দেশগুলো, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞার যে আশঙ্কা রয়ে গেছে সেটি কাটিয়ে উঠতে না পারলে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর চরম প্রভাব ফেলতে পারে। বাংলাদেশের অবস্থা বিবেচনা করে এটি ভাবা খুবই স্বাভাবিক যে, এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা আসলে রপ্তানি কমে যাবে, বিনিয়োগ হ্রাস পাবে। ফলে কমবে কর্মসংস্থান, যা প্রভাব ফেলবে দেশের মানুষের জীবনযাত্রায়।

নতুন সরকারের চ্যালেঞ্জগুলো হঠাৎ করে উদয় হয়নি। এগুলো আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। তাই আওয়ামী লীগ সরকার এসব চ্যালেঞ্জ অতীতে কীভাবে মোকাবিলা করেছিল বা করার চেষ্টা করেছিল তা থেকে সামনের দিনগুলোতে এগুলো মোকাবিলার ধরন কেমন হবে সে সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। অর্থনীতি ও রাজনীতি, দুটো ক্ষেত্রেই ২০১৪ সালের পরবর্তী সময় থেকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সরকারের মধ্যে যে কোনো সমস্যা মোকাবিলায় রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে নিয়ন্ত্রণমূলক নীতির মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা দেখা গেছে। এমনকি সরকারের সর্বোচ্চ থেকে সব পর্যায়ে নীতিনির্ধারকদের বক্তব্যেও সবসময় নিয়ন্ত্রণের নীতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন মূল্যস্ফীতি হ্রাসের ক্ষেত্রে বাজার নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়নের জন্য বিরোধী দলকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। কিন্তু গত কয়েক দশকে এমন একটি দেশের উদাহরণ তুলে ধরা যাবে না, যারা সংশ্লিষ্ট খাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ওপর নজর না দিয়ে শুধু নিয়ন্ত্রণমূলক নীতির মাধ্যমে সফলতা পেয়েছে। আধুনিককালে রাজনীতি ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য নিয়ন্ত্রণ নয় ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দিতে হয়। শ্রীলংকার মতো অর্থনৈতিকভাবে ভঙ্গুর দেশেও জিনিসপত্রের দাম কমেছে, কিন্তু বাংলাদেশে কমছে না। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভূটান, মালদ্বীপ, ভারত, যুক্তরাজ্যসহ অনেক দেশে জিনিসপত্রের দাম বাড়ার পর সরকারের কার্যকর বাজার ব্যবস্থাপনায় দেশগুলোতে জিনিসপত্রের দাম কমেছে। গত বছর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কয়েকটি নিত্যপণ্যের দাম নির্ধারণ করে দেয়ার পরও বিশ্ববাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ওঠানামা করেনি। সরকার বারবার রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে কোনো সুফল পায়নি। উপরন্তু যে দেশের ৬৭ শতাংশ সংসদ সদস্য ব্যবসায়ী সেদেশে বাজার ও ব্যাংকিং খাতে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা দীর্ঘমেয়াদে সুফল বয়ে আনতে পারে না। আবার দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি বিশেষ করে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর গণতান্ত্রিক অধিকার, গণমাধ্যমের স্বাধীনতাসহ মানুষের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের ক্ষেত্রেও সরকারের নিয়ন্ত্রণমূলক নীতি যথেষ্ট সমালোচিত হয়েছে। এ ধরনের নীতি বজায় থাকলে সামনের দিনগুলোতে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে সমস্যা আরো জটিল করে তুলতে পারে। আবার একশ্রেণীর ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ ও আমলাদের দুর্নীতি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা থাকলেও এ বিষয়ে সরকারের নিয়ন্ত্রণমূলক নীতির বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়নি। নির্বাচনের সময় সরকারি দলের অনেক প্রার্থীর হলফনামা দেখে চক্ষু চড়ক গাছ হলেও দুর্নীতি রোধে সরকারের দৃশ্যমান পদক্ষেপ কমই দেখা যায়। অর্থনীতি ও রাজনীতির বেসামাল অবস্থায় এটি সামনের দিনগুলোতে বড় ইস্যু হয়ে দেখা দিতে পারে।

সাধারণভাবে বলা হয়, কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্যের দ্বারা প্রয়োজনীয় কাজ করিয়ে নেয়ার কৌশল হলো ব্যবস্থাপনা। ব্যবস্থাপনাকে যদি একটি বৈজ্ঞানিক কৌশল বা প্রক্রিয়া হিসেবে ধরা হয়, তাহলে এর সবশেষ ধাপ হলো নিয়ন্ত্রণ। অথচ বাংলাদেশ সরকার বিগত কয়েক বছরে সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথমেই নিয়ন্ত্রণমূলক নীতিকেই অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। মূল্যস্ফীতি কমানো, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, গণতান্ত্রিক চর্চার প্রসার, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, আর্থিকখাতে দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসেবা সুলভ করাসহ আওয়ামী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের আগে নিজেদের ইশতেহারে যে ১১টি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছিল তার কোনোটিই নিয়ন্ত্রণমূলক নীতির মাধ্যমে অর্জন সম্ভব নয়। কিন্তু সরকারের কাজের ধরন, নিদেনপক্ষে নিকট অতীতে সরকারের আচরণ থেকে এটি বলা কঠিন যে, নতুন সরকার রাজনীতি, অর্থনীতি ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলার জন্য ব্যবস্থাপনার ওপর বেশি জোর দেবে। কার্যকর ব্যবস্থাপনা নীতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো এখানে নানা মত ও দৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হয়। নানা মত ও পথ থেকে কার্যকর পথটি বেছে নিলে এবং সে অনুযায়ী পরিকল্পনা মাফিক কাজ করলে সাফল্য আসে। কিন্তু প্রথমেই নিয়ন্ত্রণমূলক নীতি গ্রহণ করলে মতের বৈচিত্র্যতা রুদ্ধ হয়ে যায়।

নির্বাচনে জেতার পর রাজনীতি, অর্থনীতি ও কূটনীতির নানা বহুমুখী অসম্পূর্ণ অধ্যায়ের রাশ টেনে ধরতে হবে সরকারকে। কিন্তু টানা চতুর্থ মেয়াদের আওয়ামী লীগ সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জের তালিকাটা বেশ দীর্ঘ। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নীতিগত সিদ্ধান্তে ভুল থাকলে চ্যালেঞ্জগুলোর দৃশ্যমানতাই শুধু প্রকট হবে না, এগুলোর গভীরতা আরো বিস্তৃত হবে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো দিয়ে হয়তো পরিস্থিতি সাময়িকভাবে সামাল দেয়া যাবে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ ও নিবর্তনমূলক নীতি থেকে সরে এসে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ওপর নজর দেয়ার বিষয়টি অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত ব্যাপার।

তখন পরিস্থিতি হবে 'কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ঠাস ঠাস্' প্রবাদের মতো। তখন এটিই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেবে। মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী লেখক: শিক্ষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে-র সৌজন্যে

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER | Direct Deposit | ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&i, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

ফের উচ্চ পর্যায়ে চীন-যুক্তরাষ্ট্রের বৈঠক

৬ পৃষ্ঠার পর

কৌশলগত যোগাযোগ এবং দায়িত্বশীলভাবে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক চালু রাখার উদ্দেশ্যে মিলিত হচ্ছেন।

এদিকে ওয়াং ইর ব্যাঙ্কক সফরের সময়ে চীনের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী সুন ওয়াইডংয়ের নেতৃত্বে এক চীনা প্রতিনিধিদল উত্তর কোরিয়া সফর করছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বেড়ে চলা উত্তেজনার প্রেক্ষিতে পিয়ংইয়ং চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আরো নিবিড় করার উদ্যোগ নিচ্ছে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন রাশিয়ায় গিয়ে সে দেশের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার ঘাটতি পূরণ করতে সে দেশকে সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করে কিম নিজের অবস্থান আরো জোরালো করার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ উঠছে।

এ ছাড়া গত কয়েক মাসে কিম চীনের উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের আরো ঘন ঘন আমন্ত্রণ জানিয়ে সে দেশের সঙ্গেও সম্পর্ক নিবিড় করতে চাইছেন। সেই সঙ্গে একের পর এক অস্ত্র পরীক্ষা করে কোরীয় উপদ্বীপেও উত্তেজনা বাড়িয়ে চলেছেন তিনি।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসেবে রাশিয়া ও চীন মার্কিন উদ্যোগে উত্তর কোরিয়ার ওপর আরো কড়া নিষেধাজ্ঞা চাপানোর বিরোধিতা করে আসছে।

শুধু উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে চীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে নয়, তাইওয়ানের প্রশ্নেও চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ছে। চীনের তর্জনগর্জনের মাঝে তাইওয়ান বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণের মেয়াদ চার মাস থেকে এক বছর বাড়ানোর সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছে। বৃহস্পতিবারই প্রথম দফায় সেই প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। জনসাধারণের একটা বড় অংশ দীর্ঘ সামরিক প্রশিক্ষণ পেলে চীনের সম্ভাব্য হামলার মুখে তাইওয়ান আরো জোরালো প্রতিরোধ করতে পারবে বলে সে দেশের সরকার আশা করছে।- সুত্র জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

যুদ্ধবিরতি নয়, ইসরায়েলকে গাজায়

৫ পৃষ্ঠার পর

প্রেসিডেন্ট জোয়ান ডনোঘু বলেন, ''আদালত এই অঞ্চলে উন্মোচিত হওয়া মানবিক ট্র্যাজেডির মাত্রা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত এবং প্রাণহানি ও মানবিক দুর্ভোগের অব্যাহত ঘটনায় গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।' তিনি জানান, আদালত মনে করে, গাজায় ইসরায়েলের কিছু কর্মকাণ্ড অন্তত জাতিসংঘের জেনোসাইড কনভেনশনের আওতায় পড়ে।

গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযান বন্ধের নির্দেশনাসহ নয়টি বিষয়ে সাউথ আফ্রিকা হেগভিত্তিক এই আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়েছিল। তার মধ্যে গাজায় ইসরায়েল গণহত্যা সংগঠিত করছে বলেও তাদের অভিযোগ ছিল।

ইসরায়েল এসব অভিযোগ অস্বীকার করে মামলা বাতিলের আবেদন করে, যা আদালত মেনে নেয়নি। অর্থাৎ, ইসরায়েল গাজায় গণহত্যা চালিয়েছে কিনা সেই বিষয়ে বিচারিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

যুদ্ধবিরতি বা সামরিক অভিযান বন্ধের নির্দেশ না দিলেও আদালত ইসরায়েলকে গণহত্যা ও গণহত্যার উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড রোধে সাধ্যের মধ্যে সব ব্যবস্থা নিতে বলেছে। সে অনুযায়ী ইসরায়েল কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে তা একমাসের মধ্যে জানানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

আদালতের রায়ের প্রতিক্রিয়া

সাউথ আফ্রিকার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক মন্ত্রী নালেদি প্যান্ডর আদালতের রায় মানতে ইসরায়েলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি মনে করেন, ইসরায়েল তা করলে পৃথিবীর ভবিষ্যতের জন্য আশাব্যাঞ্জক হবে। না হলে সব নির্যাতনকারীদের জন্যই তা 'ভয়ানক নজির স্থাপন করবে' বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু গণহত্যার মামলাকে 'ভয়ানক' বলে উল্লেখ করে বলেছেন, আত্মপক্ষ সমর্থনে 'যা প্রয়োজন' ইসরায়েল তা করা অব্যাহত রাখবে। তিনি বলেন, ''আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি ইসরায়েল তার প্রতিশ্রুতিতে অবিচল রয়েছে। সেই সঙ্গে দেশ ও জনগণকে রক্ষার পবিত্র প্রতিশ্রুতির প্রতিও আমরা সমান অবিচল রয়েছি। যে-কোনো দেশের মতোই ইসরায়েলেরও নিজেকে রক্ষার অন্তর্নিহিত অধিকার রয়েছে।''

আদালত যেসব ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দিয়েছে তা যাতে বাস্তবায়িত হয় তার জন্য সব রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ফিলিস্তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিয়াদ-আল-মালিকি। তিনি বলেন, ''আইসিজের নির্দেশ আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে কোনো রাষ্ট্রই আইনের উর্ধ্বে নয়। ইসরায়েল ও তার দায়মুক্তির জন্য যারা কাজ করছে, এটি তাদের জন্য একটি সতর্কবার্তা।''

সাউথ আফ্রিকা ও ইসরায়েলের বক্তব্য

সাউথ আফ্রিকার অভিযোগ, ইসরায়েল তার কর্মকাণ্ডে জাতিসংঘের গণহত্যা কনভেনশন লঙ্ঘন করেছে। 'জাতিগত নিধনের উদ্দেশে ফিলিস্তিনি জাতি, বর্ণ এবং নৃগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য অংশের ওপর তারা ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ সাউথ আফ্রিকার।

তবে ইসরাইলের আইনজীবী টাল বেকার সাউথ আফ্রিকার অভিযোগকে বাস্তব ও আইনি চিত্রের বিকৃত উপস্থাপন বলে অভিহিত করেছিলেন। সাউথ আফ্রিকার এই মামলার বিরোধিতা করেছে ইসরায়েলের শক্তিশালী মিত্র যুক্তরাষ্ট্র। প্রত্যাখ্যান করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কয়েকটি সদস্য রাষ্ট্র ও ব্রিটেন।

৭ অক্টোবর হামাস ইসারয়েলে হামলা চালিয়ে ১১৪০ জনকে হত্যা করে এবং ২০০ জনকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এরপর ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে। এই অভিযানে এখন পর্যন্ত ২৫ হাজার ৯০০ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন বলে জানিয়েছে হামাস পরিচালিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশ হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন মনে করে।

বাবরি মসজিদ নিয়ে স্মৃতিচারণ

১২ পৃষ্ঠার পর

দিয়ে এসেছিলাম। এসব অনেকেই ভুলে গিয়েছেন।'

'জয় বাংলা, জয় সম্প্রীতি। সব ধর্ম ভাই ভাই। দেশকে ভাগ করতে দেব না। আমরা শান্তি চাই'- বলেন মমতা।

রামমন্দির উদ্বোধনের দিন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকা স্কুল, কলেজ এবং অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে হাফ ছুটির সমালোচনা করে মমতা বললেন, নেতাজির জন্মদিনে তাদের ছুটি দেওয়ার কথা বলেছিলাম। দেয়নি। আর আজ তারা ছুটি চাইছে। ছুটি দিচ্ছে। কারণ আজ নাকি ওদের স্বাধীনতা দিবস।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বিরোধী জোটের নাম 'ইন্ডিয়া' আমি দিয়েছি, অথচ বৈঠকে সম্মান পাই না। সিপিএম বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়ার' বৈঠক নিয়ন্ত্রণ করে। আমি সেটা মানব না।

ফেসবুক, ইউটিউব ও টিকটক নিউইয়র্ক সিটিতে 'জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি' হিসেবে চিহ্নিত

মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক অভিজ্ঞতা শেয়ার করার নির্দেশ দেন তিনি।

জরিপ বলছে, বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে, মজাদার বিষয় নিয়ে আলাপ করতে ও ট্রেন্ড অনুসরণ করতে যুক্তরাষ্ট্রের ৯৫ শতাংশ কিশোরকিশোরী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করেন। এজন্য তরুণেরা যে ধরনের গুরুতর মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে, তার সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সম্পর্ক রয়েছে। এছাড়া এসব মাধ্যম ব্যবহারের আসক্তিও বেড়েছে।

শিশুদের সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের ওপর অভিভাবকদের নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে ও অনলাইনে কাটানো সময় বেঁধে দিতে টিকটক ও ইউটিউবসহ বেশ কয়েকটি প্রযুক্তি কোম্পানি এর মধ্যে নতুন কিছু ফিচারও এনেছে।

নিউইয়র্ক শহরের এই পদক্ষেপ নিয়ে টিকটক, গুগল ও মেটা তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করেনি।

গত বছরের মে মাসে এক সুপারিশমালা জারি করে যুক্তরাষ্ট্রের সার্জন জেনারেল বিবেক এইচ মুর্তি বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যে 'শিশু-কিশোরদের জন্য নিরাপদ', তার যথেষ্ট প্রমাণ নেই। মানসিক স্বাস্থ্যের এই সংকটের সময়ে আমরা সামাজিক মাধ্যমের প্রভাবকে উপেক্ষা করতে পারি না। এটি লাখ লাখ পরিবার ও শিশুদের কষ্টের জন্য দায়ী।

গত বুধবার প্রকাশিত এই সুপারিশে বলা হয়, ২০১১ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে হাইস্কুল শিক্ষার্থীদের হতাশা ৪২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ও আত্মহত্যার ঘটনা ৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কালো, ল্যাটিন, নারী বা এলজিবিটিকিউপ্লাসের মধ্যে এই হতাশার মাত্রা অনেক বেশি।

সামাজিক মাধ্যমকে একেবারে নির্মূল না করে বরং এর সম্ভাব্য ঝুঁকি তুলে ধরে নিউইয়র্ক শহরের উপদেশমূলক বার্তা প্রকাশের বিষয়টিকে প্রশংসা করেছেন অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব মেলবোর্নের অধ্যাপক ওফির টুরেল। তিনি প্রযুক্তির আচরণগত প্রভাব নিয়ে গবেষণা করেন।

সামাজিক মাধ্যমের সম্ভাব্য ঝুঁকি হিসেবে 'বডি ইমেইজ, সামাজিক তুলনা, বিষণ্নতা ও আসক্তির মতো' বিষয়গুলোকে উল্লেখ করেন টুরেল। এছাড়া তিনি একে তুলনা করেছেন 'ফুড রেগুলেশন মডেল' নামের এক পদ্ধতির সঙ্গে। এই মডেলে কোনো বিধিনিষেধ আরোপ না করেই বিভিন্ন পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার ওপর গুরুত্ব দেয়।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।

ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)

ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736

JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক

ট্যাক্স
- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

নোটারী পাবলিক

ইমিগ্রেশন
- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Notary Public

J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.

TAX
- Personal Tax
- Business Tax
- Sales Tax
- Business Setup

IMMIGRATION PAPER WORK
- Citizenship Application
- Family Petition
- Green Card Renew
- All Kinds of Affidavits

Jahangir M Alam
President & CEO

NOTARY PUBLIC

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

KT KHAN'S TUTORIAL

30 Years of Excellence!

NEW YEAR SALE

NY State Exams:
- **ELA: April 10-12**
- **Math: May 7-9**

SHSAT Exam: November 2024

SAT Exams: March - August 2024

Up To $150 OFF All Packages!

Sale ends Sunday January 14th, 2024

Come Visit One Of Our Locations:

Jackson Heights:
37th Ave & 74th St.

Jamaica:
Wexford Terr & 177 St.

Brooklyn:
Church & McDonald Ave

Bronx:
Westchester Ave & Doris St.

Ozone Park:
101 Ave & 86th St.

Bellerose - Long Island:
Hillside Ave & 258 St.

New York City - Flatiron:
5th Ave & 23rd St.

Call us at 718-938-9451 or Visit Us: KhansTutorial.com

লোহিতসাগরের সংঘাতে বাংলাদেশের

১০ পৃষ্ঠার পর

জানিয়েছে নিক্কেই এশিয়া। বিশ্বের তিনটি বৃহত্তম শিপিং কোম্পানির এজেন্টদের সঙ্গে কথা বলে এ তথ্য দেওয়া হয়েছে।

চলতি মাসে মজুরি ৫৬ শতাংশ বাড়ানোর পর ন্যূনতম লাভের আশায় কাজ করছেন বাংলাদেশের পোশাক নির্মাতারা। এখন পণ্য পরিবহনের খরচ বেড়ে যাওয়ার ধাক্কাও সামলাতে হচ্ছে তাঁদের। ব্যানানা রিপাবলিক, জে ক্রু এবং মার্কস অ্যান্ড স্পেনসারের মতো শীর্ষ ফ্যাশন ব্র্যান্ডের পোশাক তৈরি করে শোভন ইসলামের স্প্যারো গ্রুপ। গত সপ্তাহে এই ব্যবসায়ী এক শীর্ষ মার্কিন ক্রেতার কাছ থেকে কয়েক মিলিয়ন ডলার মূল্যের দেড় লাখ পোশাকের অর্ডার হারিয়েছেন।

শোভন ইসলাম বলেন, 'এমন একটি জাহাজও খুঁজে পাইনি যা সময়মতো পণ্য সরবরাহ করতে পারে। প্রায় সব প্রধান শিপিং লাইনই আফ্রিকার কাছ দিয়ে যায়, কেপ অব গুড হোপ অতিক্রম করে। এতে শিপিংয়ের সময় বেড়ে যায় কমপক্ষে ১০ দিন এবং খরচ বাড়ে প্রায় ৫০ শতাংশ।'

শেষ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার এক প্রতিযোগীর কাছে অর্ডারটি হারাতে হয় তাঁকে। ইন্দোনেশিয়ার ব্যবসায়ী ক্রেতাকে আরও কম সময়ের মধ্যে পণ্য পরিবহনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। শোভন বলেন, 'পশ্চিমা ক্রেতাদের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে কেবল পণ্য সরবরাহের বাড়তি সময়ের কারণেই আমরা সব সময় পিছিয়ে থাকি।'

তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বিশ্বে চীনের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান। তবে বাংলাদেশের মূল সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম বন্দর যথেষ্ট গভীর না হওয়ায় এখানে কনটেইনারবাহী বড় জাহাজগুলো ভিড়তে পারে না। তাই দ্রুত পণ্য সরবরাহে পিছিয়ে থাকেন ব্যবসায়ীরা।

সাধারণত চট্টগ্রাম থেকে মাঝারি জাহাজে করে কলম্বো, সিঙ্গাপুর, কেলাং বা তানজুং পেলেপাস বন্দরে পাঠান বাংলাদেশি পোশাক রপ্তানিকারকেরা। সেখানে থাকা বড় জাহাজে কনটেইনারগুলো তোলা হয়। এই প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ থেকে পণ্য রপ্তানিতে অন্তত বাড়তি ১৫ দিন লেগে যায়।

চীন ও মিসর থেকে সুতা আমদানিও করা হয় একই পদ্ধতিতে। এ কারণে রপ্তানির প্রক্রিয়ায় আরও ১০ দিন দেরি হয় এবং সেটা পোশাক তৈরির কাজ শুরুর আগেই। অর্থাৎ ছোট জাহাজ থেকে বড় জাহাজে স্থানান্তরের কারণে ২৫ দিন দেরি হয়।

শোভন ইসলাম বলেন, 'পোশাক রপ্তানিকারক অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের ১৫-২০ দিন বাড়তি লেগে যায় বলে ক্রেতারা আমাদের সবচেয়ে সস্তা রেট দিয়ে থাকে। পণ্য সরবরাহের ইস্যুতে আমরা সব সময়ই একদম শেষ সময়ে গিয়ে কাজ সম্পন্ন করতে পারি। আর সরবরাহ শৃঙ্খলে সামান্যতম ব্যাঘাত ঘটলেও তাতে আমাদের বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। লোহিতসাগরের এই সংঘাত হয়তো বাংলাদেশের কাছে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের চেয়েও বড় ধাক্কা হিসেবেই এসেছে।'

শোভন ইসলামের মতো অনেক বড় পোশাক প্রস্তুতকারকই এখন অর্ডার হারাচ্ছেন বা ক্ষতির মুখে আছেন। বছরের শুরুতে পশ্চিমে পোশাকের বাড়তি চাহিদা থাকে। সেই চাহিদা মেটাতে ইউরোপের এক ক্রেতা আরডিএম গ্রুপকে আকাশপথে পণ্য পাঠাতে বলেছিলেন।

এই গ্রুপের কর্ণধার ও বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ) ভাইস প্রেসিডেন্ট রকিবুল আলম চৌধুরী বলেন, 'আকাশপথে পণ্য পাঠাতে গেলে নৌপথের চেয়ে খরচ বেড়ে যায় ১০-১২ গুণ। সে ক্ষেত্রে আমরা অবধারিতভাবেই ক্ষতির সম্মুখীন হই। কিন্তু যথাসময়ে পণ্য সরবরাহ করতে গেলে আমাদের আর কোনো উপায়ও নেই। আর তা করতে ব্যর্থ হলে সেই ক্রেতার কাছ থেকে ভবিষ্যতের অর্ডারও হারাতে হবে।'

তাছাড়া চট্টগ্রাম বন্দরে উপযুক্ত কনটেইনারেরও অভাব দেখা দিয়েছে। এ কারণে পোশাক রপ্তানিকারকদের অনেকের পণ্য পাঠাতে বাড়তি দেরি হয়।

বাংলাদেশ ইন্টারনাল কনটেইনার ডিপোস অ্যাসোসিয়েশনের (বিআইসিডিএ) তথ্য অনুসারে, ৭৫ শতাংশেরও বেশি রপ্তানিকারক পণ্য পরিবহনে ৪০ ফুট কনটেইনার ব্যবহার করেন। কিন্তু দেশের বৃহত্তম বন্দর নগরীর অধিকাংশ ডিপোতে এখন এ ধরনের কনটেইনারের তীব্র সংকট চলছে।

বিআইসিডিএর মহাসচিব রুহুল আমিন সিকদার বলেন, সুয়েজ খালের পরিবর্তে কেপ অব গুড হোপের নৌপথ ব্যবহারের কারণে কনটেইনারসহ জাহাজগুলো অতিরিক্ত অন্তত ২৫ দিন সাগরে থাকবে। এই দেরির কারণেই কনটেইনারের সংকট সৃষ্টি হয়। রপ্তানিকারকরা চাইলে ২০ ফুট কনটেইনারে করে পণ্য পাঠাতে পারেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে খরচ আরও ৩০ শতাংশ বেড়ে যায়। তাই এই কনটেইনার ব্যবহারে পোশাক প্রস্তুতকারকরা আগ্রহী নন।'

লোহিতসাগরে হামলা-সংঘাতের আগেও আরও কিছু সমস্যা ছিল। বিজিএমইএ থেকে পাওয়া তথ্য দেখায় যে, ২০২৩ সালের প্রথম ১১ মাসে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের বৃহত্তম ক্রেতা যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি ২৫ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছিল ৬৭৯ কোটি ডলারে। আগের বছরের একই সময় রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৯০৪ কোটি ডলার।

বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বিজিএমইএর প্রাক্তন সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান বলেন, বাংলাদেশ গত বছর পোশাক খাত থেকে কমপক্ষে ৫০০০ কোটি ডলার আয় করতে চেয়েছিল। রপ্তানির অর্ডার এবং আয় প্রবৃদ্ধি স্থবির হওয়ার আগে আয়ের সিংহভাগ আসে বছরের প্রথমার্ধে।

তিনি বলেন, 'সুতার দাম বেড়ে যাওয়ায় আমাদের উৎপাদন খরচও অনেক বেড়েছে। সুতরাং, প্রকৃত আয় খুব বেশি বাড়েনি।'

বিজিএমইএর বর্তমান সভাপতি ফারুক হাসান বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যে কিছু বড় সংকট মোকাবিলা করেছি। কিন্তু লোহিতসাগর পরিস্থিতি একটি বড় সমস্যা তৈরি করবে কারণ, পণ্য পরিবহনের সময় বেড়ে যাওয়ায় আমাদের খুবই আঁটোসাঁটো সূচির মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে।' সুত্র দৈনিক আজকের পত্রিকা

ট্রাম্প-বাইডেনের পর কে হাল ধরছেন?

৭ পৃষ্ঠার পর

মনোনয়নের লক্ষ্যে ট্রাম্পের পথ থেকে একের পর এক বাধা দূর হচ্ছে। একাধিক প্রার্থী আঙিনা থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন। বিবেক রামস্বামী ও রন ডিস্যান্টিস রণে ভঙ্গ দিয়েছেন। রামস্বামী এমনকি ট্রাম্পের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হতে পারেন, এমন জল্পনাকল্পনা চলছে। ট্রাম্পেরই কিছুটা 'দায়িত্বশীল সংস্করণ' হিসেবে পরিচিত ডিস্যান্টিসও শেষ পর্যন্ত ট্রাম্পের প্রার্থিতার পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন। ফলে কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী নিকি হ্যালি। তিনি নিজেকে রিপাব্লিকান দলে ট্রাম্পের একমাত্র বিকল্প এবং ট্রাম্প ও বাইডেনের মতো 'বৃদ্ধ প্রার্থীর বদলে তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এবারের নির্বাচনে বয়সটা সত্যি একটি ধর্তব্যের বিষয়। বাইডেনের বয়স ৮১, ট্রাম্পের ৭৭। ফলে তাঁদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সম্পূর্ণ কার্যকাল পূরণ করার ক্ষমতা আছে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সে ক্ষেত্রে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদ বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে। এখনো পর্যন্ত বাইডেনের কার্যকালে কমলা হ্যারিস তেমন নেতৃত্বের পরিচয় দেখাতে পারেন নি। নিজের দফতরে কেলেঙ্কারির ফলেও কিছুটা কোণঠাসা হয়ে গেছেন। অন্যদিকে ট্রাম্প দলের মনোনয়ন পেলে কাকে শেষ পর্যন্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী করবেন, তার উপরও ভোটারদের সিদ্ধান্ত কিছুটা নির্ভর করতে পারে। বাইডেন শেষ মুহূর্তে তাঁর দ্বিতীয় কার্যকালের জন্য আরো আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য কোনো ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর নাম ঘোষণা করলে হয়তো কিছুটা বাড়তি সমর্থন আদায় করতে পারবেন। রাজনৈতিক আঙিনায় কমলা হ্যারিস, বিবেক রামস্বামী ও নিকি হ্যালির মতো তিন ভারতীয় বংশোদ্ভূত রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে হিসেবনিকেশ মার্কিন রাজনীতির বিবর্তন স্পষ্ট করে দিচ্ছে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে জো বাইডেন অ্যামেরিকার অর্থনীতিকে যতটা শক্তিশালী করে তুলেছেন ও কর্মসংস্থানে জোয়ার এনেছেন, শুধু সেই তথ্যের ভিত্তিতেই তাঁর পুনর্নির্বাচনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হতে পারতো। কিন্তু বিভিন্ন কারণে ভোটারদের মনে তাঁর ভাবমূর্তি যথেষ্ট অনুকূল নয়। ফলে তাঁর পুনর্নির্বাচনের সম্ভাবনা প্রশ্নের মুখে পড়ছে। ইউক্রেন যুদ্ধ ও মধ্যপ্রাচ্য সংকটের মতো আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে বাইডেনকে এতো ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে, যে তিনি নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট সময় পাচ্ছেন না। সাধারণত মার্কিন ভোটারদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের তালিকায় পররাষ্ট্র নীতির স্থান অনেক পেছনে। ফলে বিদেশে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাফল্য দেশে নির্বাচনের উপর তেমন প্রভাব ফেলে না। একমাত্র বিদেশে মার্কিন সৈন্য মোতায়েন বা প্রত্যাহারের মতো সিদ্ধান্ত নিয়েই বেশি মাথাব্যথা দেখা যায়। - জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

ইয়েমেনকে দমনে চীনের

৬ পৃষ্ঠার পর

হিসেবে নভেম্বর থেকে লোহিত সাগরে ইসরায়েলগামী ও ইসরায়েল সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জাহাজে হামলা করে আসছে তারা। নভেম্বরে ইসরায়েল সংশ্লিষ্ট গ্যালাক্সি লিডার জাহাজ জব্দ করার পর থেকে অন্তত ২৬টি জাহাজে হামলা চালিয়েছেন হুতিরা। তাদের হামলার ভয়ে বিভিন্ন জাহাজ কোম্পানি হয় লোহিত সাগর এড়িয়ে ভিন্ন পথে গন্তব্যে যাচ্ছে নতুবা চুক্তিই বাতিল করে দিচ্ছে। লোহিত সাগর দিয়ে প্রতিদিন তিন থেকে পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য আনা-নেওয়া করা হয়। তবে হুতিদের হামলার জেরে এর পরিমাণ প্রায় ৪০ শতাংশের বেশি কমে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে জাহাজে হামলা ঠেকাতে ১১ জানুয়ারি থেকে ইয়েমেনে হুতিদের ওপর হামলা চালিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের মিত্ররা। মূলত ইরানপন্থি এই বিদ্রোহী গোষ্ঠীদের সামরিক স্থাপনা নিশানা করেই হামলা করছে তারা। সবশেষ মঙ্গলবার মধ্যরাতে হামলা চালিয়ে ইরানপন্থি গোষ্ঠীটির দুটি জাহাজ বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করে দেওয়ার দাবি করেছে মার্কিন সামরিক বাহিনী। যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, লোহিত সাগরে বিদেশি জাহাজে হুতিদের হামলার সক্ষমতা খর্ব করতে ইয়েমেনে ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীটির বিভিন্ন সামরিক স্থাপনায় বিমান হামলা করেছে তারা।

ANCHOR TRAVELS

BOOK NOW

929 570 6231

917 300-2450

anchortravels.us

Emirates

KUWAIT AIRWAYS

এ্যাংকর ট্রাভেলস

বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোনো
দেশে ভ্রমনে এয়ারলাইন্স
টিকেটিং এর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

77-04 101 Avenue
Ozone Park, New York 11416

A S M MAIYEN UDDIN (PINTU)
President & CEO

বাংলাদেশ থেকে ৫ বিলিয়ন

৫ পৃষ্ঠার পর

বাংলদেশ থেকে ৫ বিলিয়ন ডলার ভারতে রেমিট্যান্স যায়”

নিয়ম নীতি মেনে কাজ করার ক্ষেত্রে কী কী অসুবিধা সে বিষয়ে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক খালেদ মুহিউদ্দীন প্রশ্ন করলে সাবেক এই সচিব বলেন, ‘‘ডকুমেন্টেড করলে কিছু ঝামেলা আছে। বিভিন্ন কোম্পানি যারা তাদেরকে নিয়োগ দেয় তারা হয়তো ভাবে, বাংলাদেশি নেয়ার থেকে ভারতীয় নিয়োগ দিলে তাঁদেরকে এতো অধিকারের ব্যাপারে চিন্তা করতে হয় না। তারা যখন তখন চাকরি ছেড়েও যাবে না”

‘ডয়চে ভেলে খালেদ মুহিউদ্দীন জানতে চায়’ টকশো-তে অতিথি হিসেবে ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্রসচিব মো. তৌহিদ হোসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক আসিফ নজরুল।

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভাষার দুর্বলতার কথা উল্লেখ করে তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘‘আরেকটা সমস্যা হচ্ছে বাংলাদেশি শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতা, যে কারণে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা গ্র্যাজুয়েশনের পরেও ইংরেজি বলতে পারে না”

তবে এই বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেন, ‘‘বাংলাদেশে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেখানে সবাই ইংরেজিতে কথা বলে, পরীক্ষা দেয়। যদি তাদের যোগ্যতা না থাকতো তাহলেতো শুধু ভারতীয় না, শ্রীলঙ্কা থেকেও আসতে পারতো”

অধ্যাপক নজরুল বলেন, ‘‘বাংলাদেশে এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে ভারতীয়দের চেয়েও অনেক যোগ্য বাঙালী, বাংলাদেশি আছে যারা কাজ পাচ্ছে না, ঘুরে বেড়াচ্ছে, বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা করছে অথবা ভূমধ্যসাগরে মরে পরে আছে”

বাংলাদেশের সাথে ভারতের অসম বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও সাবেক পররাষ্ট্রসচিব মো. তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘‘বাংলাদেশের ভারতের সাথে রপ্তানি বেড়েছে অল্প, সেক্ষেত্রে ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে রপ্তানি বেড়েছে অনেক”

সঞ্চালক খালেদ মুহিউদ্দীন প্রশ্ন করেন, ভারতের সাথে আওয়ামীলীগ সরকারের নীতি কি অন্য সরকারের থেকে আলাদা কিনা ? তার উত্তরে অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেন, ‘‘২০১৪ সালের বিতর্কিত নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগের ভারত নীতিতে অনেক পরিবর্তন দেখি। আওয়ামী লীগ একটা অনুগত নীতি গ্রহণ করে। ভারতের সাথে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের চেয়েও ভারত আওয়ামীলীগ সম্পর্ক বেশি জোরালো হয়েছে”

আসিফ নজরুল বলেন, ‘‘যুদ্ধবিহীন দুটি দেশের মাঝে সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা যায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে। যেখানে ৯৮% বাংলাদেশি , হয়তো ২% ভারতীয়। এটা খুব স্পষ্ট ভারতের সাথে রাষ্ট্রের চেয়ে দলের সম্পর্ক হয়েছে বেশি বাংলাদেশের। নিজের নদীতে পানি নাই তার মধ্যে ফেনী নদীর পানি তাকে দিয়ে দিচ্ছে”

তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘‘কোনও বন্ধুত্বপূর্ণ দেশ নেই যেখানে চোরাকারবারিকে গুলি করে মারা হয়”

সম্প্রতি সীমান্তে বিএসএফ এর গুলিতে এক বিজবি সদস্য নিহতের ঘটনায় অভিযোগ করে আসিফ নজরুল বলেন, ‘‘আমাদের সীমান্তে আমাদের বাহিনীকে মেরে ফেলেছে যার ন্যূনতম প্রতিবাদ সরকার করেনি”

তৌহিদ হোসেনও মনে করেন, ‘‘আমরা ন্যূনতম ভারতের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে এর প্রতিবাদ করতে পারতাম” - সুত্র জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

অপ্রচলিত বাজারে পোশাক

১০ পৃষ্ঠার পর

শীর্ষ গন্তব্য যুক্তরাজ্যে এ সময় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১২.৪৬ শতাংশ।

এ সময় আয় হয়েছে ৫৩৪ কোটি ডলার ৪০ লাখ ডলার। এর আগের বছরের একই সময়ে আয় ছিল ৪৭৫ কোটি ১৯ লাখ ডলার।

এদিকে অপ্রলিত বাজারগুলোর মধ্যে জাপানে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৬.৫৩ শতাংশ। এ সময় আয় হয়েছে ১৬৮ কোটি ডলার। এ ছাড়া অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, নিউজিল্যান্ড, সৌদি আরব, দক্ষিণ কোরিয়া ও চায়নায় ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান বলেন, পোশাক কূটনীতির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী পোশাক খাতের টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং রূপান্তরের গল্প তুলে ধরা হচ্ছে। এ ছাড়া নতুন নতুন পণ্য সংযোজন, ব্র্যান্ডিং ইতিবাচক রপ্তানিতে সহায়কের ভূমিকা রাখছে।

নিট পোশাক খাতের সংগঠন বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, ‘৫০ শতাংশ কম সক্ষমতা নিয়ে কারখানা চালাতে হয়। এ সময় প্রবৃদ্ধি একটা বিস্ময়! এ বিষয়ে আমাদের জানা নেই। এ ছাড়া রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবেও প্রচলিত বাজারগুলোতে মন্দার প্রভাব পড়েছে।’-সুত্র কালের কণ্ঠ

নাইট্রোজেন দিয়ে প্রথম মৃত্যুদণ্ড

৬ পৃষ্ঠার পর

করা হয়নি। দেশটিতে এতদিন পর্যন্ত প্রাণঘাতী ইনজেকশনের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হতো। কিন্তু এতে করে অনেক সময় আদালতের বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর সম্ভব হতো না। তাই নাইট্রোজেন গ্যাস দিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটি।

নাইট্রোজেন দিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচসহ (এইচআরডব্লিউ) বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন। সূত্র : বিবিসি

ব্রকলি খেলে যেসব উপকার

২৩ পৃষ্ঠার পর

সাহায্য করতে পারে ব্রকলি। আপনি যদি প্রতিদিন ব্রকলি খেতে পারেন তবে তা আপনাকে অনেকটাই সুস্থ রাখতে কাজ করবে। ডায়াবেটিস থাকলে নিয়মিত ব্রকলি খাওয়ার অভ্যাস করুন।

৪. মস্তিষ্কের ক্ষমতা বাড়ায়

আমাদের মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করে ব্রকলি। তাই বড়দের পাশাপাশি শিশুদেরও নিয়মিত ব্রকলি খাওয়ানো উচিত। কারণ এই উপকারী সবজি স্মৃতিশক্তি বাড়াতে দারুণভাবে কাজ করে। নিয়মিত এই সবজি খেলে দূরে থাকা যাবে আলঝাইমার্সের মতো অসুখ থেকেও।

৫. বয়সের ছাপ পড়তে দেয় না

ত্বকে বয়সের ছাপ পড়া রোধ করতে বিভিন্ন ধরনের তাজা ফল ও সবজি খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। তার মধ্যে একটি হলো ব্রকলি। এটি আপনার ত্বকে বয়সের ছাপ পড়তে দেবে না। আপনি যদি দীর্ঘদিন তারুণ্য ধরে রাখতে চান তবে এই সবজি খাওয়ার অভ্যাস করুন। নিয়মিত ব্রকলি খেলে তা ত্বককে রাখতে সতেজ ও তরুণ।

বিশ্বের সেরা শহর নিউইয়র্ক সিটি, ৫০টির তালিকায় নেই ঢাকা

৫৪ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটি। তবে ৫০ শহরের তালিকায় স্থান পায়নি ঢাকা শহরের নাম। মূলত শহরের প্রাণবন্ত খাবারের সুযোগ সুবিধা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আকর্ষণ ও প্রাণবন্ত নাইট লাইফের কারণে শহরটি শীর্ষ স্থান দখল করেছে।

নিউইয়র্ক শীর্ষ স্থানে থাকলেও দ্বিতীয় অবস্থানে চমক হিসেবে স্থান পেয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন। লন্ডন, বার্লিন ও মাদ্রিদের মতো শহরগুলোর তালিকার শীর্ষ পাঁচে রয়েছে। আর ভারতের শহর মুম্বাই এই তালিকার ১২ নম্বরে জায়গা করে নিয়েছে। চলতি বছরের র‍্যাংকিং মূলত জনসাধারণের সমীক্ষা ও টাইম আউট সাময়িকীর আন্তর্জাতিক দলের বিশেষজ্ঞদের পর্যালোচনার সমন্বয়ের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। যে শহরের বাসিন্দারা বেশি আনন্দিত ও পরিপূর্ণ নাগরিক জীবন উপভোগ করছে মূলত তারাই শীর্ষ স্থান দখল করেছে।

বিশ্বব্যাপী সেরা শহরগুলোর তালিকা তৈরিতে ২০ হাজার শহুরে বাসিন্দার মধ্যে চালানো জরিপ, সাময়িকীর লেখক ও সম্পাদকদের বিস্তৃত নেটওয়ার্কের সুবিধার সমন্বয় কাজে লাগানো হয়েছে। তালিকা তৈরিতে কোনো একটি শহরের রন্ধনসম্পর্কীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য, স্থাপত্যের বিস্ময় ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তালিকা তৈরির উদ্দেশ্য হলো পর্যটকদের ভ্রমণের অনুপ্রেরণা যোগানো। যার মাধ্যমে কেউ কোনো শহরে ভ্রমণ করতে চাইলে সেই শহরের জীবনমান সম্পর্কে আগে থেকেই একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারবেন।

টাইম আউটের তালিকা অনুসারে বিশ্বের শীর্ষ ৫০ শহর-

১. নিউ ইয়র্ক সিটি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ২. কেপ টাউন, দক্ষিণ আফ্রিকা, ৩. বার্লিন, জার্মানি, ৪. লন্ডন, যুক্তরাজ্য, ৫. মাদ্রিদ, স্পেন, ৬. মেক্সিকো সিটি, মেক্সিকো ৭. লিভারপুল, যুক্তরাজ্য, ৮. টোকিও, জাপান, ৯. রোম, ইতালি, ১০. পোর্তো, পর্তুগাল, ১১. প্যারিস, ১২. মুম্বাই, ১৩. লিসবন, ১৪. শিকাগো, ১৫. ম্যানচেস্টার ১৬. সাও পাওলো, ১৭. লস এঞ্জেলেস, ১৮. আমস্টারডাম, ১৯. লাগোস, ২০. মেলবোর্ন, ২১. নেপলস, ২২. সিঙ্গাপুর, ২৩. মিয়ামি, ২৪. ব্যাংকক, ২৫. লিমা

বাসায় রুম ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইজে ১৬৯ সাবওয়ের খুব কাছে একটি প্রাইভেট হাউসের বাসায় একরুম একজনকে সাবলেট দেয়া হবে । ভাড়া মাসে $900 (মহিলা অগ্রাধিকার) টয়লেট, কিচেন শেয়ার। যোগাযোগ মোবাইল : 970-817-7657

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি অভিজ্ঞ ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান • IRS E-file Provider

একাউন্টিং

- ইনকামট্যাক্স, ব্যক্তিগত (All States) কর্পোরেশন
- পার্টনারশীপ ট্যাক্স দক্ষতার সহিত নির্ভূলভ ও
- আইন সংগতভাবে প্রস্তুত করা হয়।
- বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন করা হয়।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এফিডেভিট অব সাপোর্ট সহ যাবতীয় ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে কাজ করা হয়। এছাড়াও নোটারী পাবলিক, ফ্যাক্স সার্ভিস, দ্রততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন ষ্টেটের কাষ্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

আমাদের রয়েছে ২২ বৎসরের অভিজ্ঞতা এবং কাষ্টমারদের অভিযোগমুক্ত সন্তুবজনক সেবা

যোগাযোগ: এম.এ.কাইয়ুম

আমরা সপ্তাহে ৫ দিন সোম থেকে শুক্রবার পুরো বছর সার্ভিস দিয়ে থাকি

৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০
ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১, Email: snsmaq@aol.com

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA

আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- TAX FILING
- NOTARY PUBLIC
- IMMIGRATION
- TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

হাসিনা সরকারের সামনে

১৪ পৃষ্ঠার পর

পরিষ্কারভাবেই বলে দিয়েছে যে নির্বাচন 'অবাধ, বা সুষ্ঠু হয়নি'। পাশাপাশি এই বার্তাও দিয়েছে যে দুই দেশের 'জনগণের সাথে জনগণের' সম্পর্কের দিকে গুরুত্ব দেবে যুক্তরাষ্ট্র।

কিন্তু যেটা দেখার বিষয় সেটা হচ্ছে, মার্কিন বিবেচনায় অবাধ, বা সুষ্ঠু নির্বাচন না করে আবার ক্ষমতায় আসা আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে কী শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

অনেকেরই মনে থাকার কথা, নির্বাচনের বেশ কয়েকমাস আগে থেকেই বাইডেন প্রশাসনকে বাংলাদেশ ইস্যুতে বেশ সক্রিয় দেখা গেছে। গণতন্ত্র, মানবাধিকার, বাকস্বাধীনতার পাশাপাশি দুর্নীতি, অর্থপাচার, শ্রম অধিকারসহ বিভিন্ন ইস্যুতে তাদের তৎপরতা ছিল বেশ লক্ষ্যণীয়। মার্কিন সরকারের বেশ কয়েকজন প্রতিনিধিও ঢাকা সফর করেছেন তখন।

কিন্তু ২৮ অক্টোবরের পর থেকে বাইডেন প্রশাসন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণেরক্ষেত্রে যে দৃশ্যত নীরব নীতি নিয়েছে সেটা বেশ অস্বস্তিকর মনে হতে পারে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ধারণা করছেন, মার্কিন এই নীরবতা ভাঙতে পারে বড় কোনো শাস্তিমূলক পদক্ষেপ ঘোষণার মাধ্যমে।

তবে এই নীরবতা যদি স্থায়ী রূপ পায়, সেটা হবে শেখ হাসিনা সরকারের সবচেয়ে বড় সাফল্য। এমন সাফল্য, যা দেশে-বিদেশে তাকে পুরোপুরি জবাবদিহির উর্ধ্বে নিয়ে যাবে, তার ফলাফল কী হবে এখনই বলা মুশকিল।

কিন্তু মার্কিনিরা দীর্ঘমেয়াদে আসলেই এমন নীরব থাকবেন কিনা তা নিয়ে অনেকের মনেই সন্দেহ রয়েছে। কোন দিক দিয়ে তারা নীরবতা ভাঙতে শুরু করবে সেটা নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের মধ্যে বেশ অস্বস্তি রয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

আপাত দৃষ্টিতে এটাও মনে হতে পারে, ভারত, চীন ও রাশিয়া সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশের পাশে রয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো করে বাংলাদেশকে সহায়তা করা এসব দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়, কিন্তু ভারত, চীন ও রাশিয়ার কাছ থেকে আমদানি এবং ঋণ করতে হয় অনেক বেশি, রপ্তানি বা উন্নয়ন সহায়তা সে তুলনায় নগণ্য।

ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে ভারত, চীন বা রাশিয়ামুখী হতে চাইলে বাংলাদেশকে আর্থিকভাবে অনেক শক্তিশালী হতে হবে। সেই অবস্থায় বাংলাদেশ নেই। বাংলাদেশের এত প্রাকৃতিক সম্পদও নেই যা দিয়ে এই বলয়ের প্রকৃত সহায়তা ধরে রাখতে পারবে দেশটি।

বরং মুদ্রাস্ফীতি, ডলার সংকট, খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ও সর্বোপরি অর্থনৈতিক মন্দা সামলানো এখন নতুন সরকারের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মার্কিন ও পশ্চিমা দেশগুলোর সহায়তা প্রয়োজন হতে পারে বাংলাদেশের।

দেখার বিষয় হচ্ছে, পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কতটা পারদর্শিতা দেখাতে পারে নতুন সরকার। জার্মান বেতার ডয়চে ভেলের মাল্টিমিডিয়া সাংবাদিক।

বাংলাদেশে ১ হাজার ২৮৫ অবৈধ

৫ পৃষ্ঠার পর

কবীর বলেন, 'শুধু ব্যবসা করার জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান খুলে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা নৈতিক স্খলনের শামিল। নিবন্ধন ছাড়া এসব প্রতিষ্ঠানের নানা ধরনের অন্যায় করার সুয়োগ থাকে। এর সঙ্গে সরকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়। এসব কার্যক্রম সম্পর্কেও জানা খুব কঠিন। আমি বিশ্বাস করি, মনিটরিংয়ে দ্রুত এগুলো ঠিক করে ফেলতে পারব।'

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দেশে প্রাথমিক নিবন্ধিত বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও ব্লাড ব্যাংকের সংখ্যা ৫০ হাজারের মতো, যেগুলোর বেশির ভাগই এক প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা মোবাইল নাম্বার দিয়ে ১০ থেকে ১২টি নিবন্ধন করেছে। অনেকের নিবন্ধন নম্বর থাকলেও প্রতিষ্ঠান আলোর মুখ দেখেনি। তবে সারা দেশে অনুমোদিত বেসরকারি হাসপাতাল আছে পাঁচ হাজার। আর অনুমোদন নিয়ে চলছে ১০ হাজার ডায়াগনস্টিক সেন্টার।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (হাসাপাতাল ও ক্লিনিক) ডা. আবু হোসেন মো. মঈনুল আহসান বলেন, 'অনলাইনে প্রাথমিক নিবন্ধন যে কেউ করতে পারে। যখন কোনো প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক নিবন্ধন করে, তখন আমরা চিহ্নিত করতে পারি। এ ছাড়া সম্ভব হয় না। প্রাথমিক নিবন্ধন শেষে নামের জন্য আবেদন করতে হয়। অধিদপ্তর যদি দেখে এই নামে কোনো প্রতিষ্ঠান নেই, তখন আবেদনে অনুমতি দেয়। আবেদন করলে কী কী থাকা অত্যাবশ্যকীয়, তা জানিয়ে দেওয়া হয়। এরপর পরিদর্শন শেষে অনুমোদন দেয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।'

ডা. আবু হোসেন বলেন, 'লাইসেন্সের জন্য আবেদনের আগমুহূর্ত পর্যন্ত আমরা জানতে পারি না সেটি বৈধ না অবৈধভাবে চলছে। আবার বৈধতা যাচাইয়ে অধিদপ্তরের নিজস্ব জনবল (আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী) বা তেমন কিছু নেই।'

চিকিৎসাবিজ্ঞানী অধ্যাপক ডা. লিয়াকত আলী ঠবলেন, বড় আকারে যথার্থ পরিসংখ্যান ছাড়া সঠিক সংখ্যা বলা সম্ভব নয়। অনুমানে মনে হচ্ছে সংখ্যা কম। তবে নজরদারির অভাব রয়েছে এটা ঠিক। কিছুটা ইচ্ছাকৃত, কিছুটা অনিচ্ছাকৃত।

ডা. লিয়াকত আলী বলেন, বেসরকারি খাতে স্বাস্থ্যসেবা চলে ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ। সে কলেবরে প্রাইভেট সেক্টরে নজরদারির জন্য জনবলের ও কাঠামোর যে বিস্তৃতি দরকার, সেটি কিন্তু খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। অধিদপ্তরের জনবল অপ্রতুল। সারা দেশের সিভিল সার্জন ও বিভাগীয় পরিচালকদের অবস্থা আরো করুণ। দু-তিনজনের লোকবল নিয়ে চলছে। এই জনবল ও কাঠোমো দিয়ে নজরদারি করতে চাইলেও সম্ভব নয়।

খুলনা বিভাগের অনিবন্ধিত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ১৩৩ : খুলনা মহানগরীর ১০টিসহ বিভাগের মোট ১৩৩টি অনিবন্ধিত হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের তালিকা করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। এরই মধ্যে এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযানও শুরু হয়েছে। বিভাগীয় স্বাস্থ্য দপ্তর বলেছে, অনিবন্ধিত হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনাসহ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

খুলনার বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক ডা. মো. মনজুরুল মুরশিদ বলেন, অবৈধ ক্লিনিক, হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের তালিকা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। এরই মধ্যে বিভাগের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হচ্ছে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হবে।

ময়মনসিংহ বিভাগে ৪৩ ক্লিনিক বন্ধ : স্বাস্থ্য বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ময়মনসিংহে বিভাগের চারটি জেলায় স্বাস্থ্য প্রশাসন কয়েক দিন ধরেই অবৈধ ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছে। গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত লাইসেন্সবিহীন ৪৩টি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ময়মনসিংহ বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালকের কার্যালয় থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, বিভাগের লাইসেন্সবিহীন ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সংখ্যা ২৫২। এর সবগুলোতেই অভিযান পরিচালনা করা হবে বলে স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জানান।

রংপুরে বন্ধ ১১২ চিকিৎসাকেন্দ্র : রংপুর বিভাগে বেসরকারি ক্লিনিকের সংখ্যা ৫৩০ আর বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সংখ্যা ৮২৭। এর মধ্যে কাগজপত্র না থাকায় গত বছর বন্ধ করা হয়েছে ১১২টি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার। তবে যেসব প্রতিষ্ঠানের কাগজপত্র আছে তাদেরও যাচাই-বাচাই চলছে বলে জানান সিভিল সার্জন। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নির্দেশক্রমে সারা দেশের মতো রংপুর বিভাগেও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক ও কর্মকর্তারা ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করছেন।

সিলেটে অবৈধ ৮ প্রতিষ্ঠান বন্ধ : দেশব্যাপী অনিবন্ধিত ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও হাসপাতালের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অভিযানে অবৈধ প্রতিষ্ঠান মিলেছে মাত্র আটটি। তবে কতটি প্রতিষ্ঠানকে কী পরিমাণ জরিমানা করা হয়েছে কিংবা কতটি প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হয়েছে এ বিষয়ে সঠিক তথ্য মেলেনি।- সুত্র কালের কণ্ঠ

নিউ ইয়র্কে ধর্ষণ-মানহানির মামলায়

৭ পৃষ্ঠার পর

জিন ক্যারল এলে ম্যাগাজিনের একজন সাবেক কলাম লেখক। তার বয়স ৮০ বছর। গত বছর ৭৭ বছর বয়সী ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ এনে আদালতে মামলা করেন তিনি। তার অভিযোগ, ১৯৯৬ সালে ম্যানহাটনের একটি দোকানের ড্রেসিংরুমে তাকে ধর্ষণ করেছিলেন ট্রাম্প। ধর্ষণ ছাড়াও ট্রাম্পের বিরুদ্ধে তিনি মানহানির অভিযোগও করেছেন। তবে ক্যারলের এসব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে আসছেন ট্রাম্প।

সকালে খালি পেটে কিশমিশ

২৩ পৃষ্ঠার পর

আসুন জেনে নেই কিশমিশের কিছু জাদুকরী গুণের কথা।

১। ওজন নিয়ন্ত্রণ: কিশমিশ প্রাকৃতিক শর্করা সমৃদ্ধ এবং শরীরে বাড়তি ক্যালরি যোগ করা ছাড়াই ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে রাখে। তাই দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখার পাশাপাশি ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে এটি।

২। রক্তস্বল্পতা দূর: প্রচুর পরিমাণে লৌহ ও ভিটামিন বি কমপ্লেক্স সমৃদ্ধ কিশমিশ রক্তস্বল্পতা সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে। এতে থাকা কপার রক্তের লোহিত কণার পরিমাণ বাড়ায়।

৩। হজমে সহায়তা: কিশমিশ আঁশ সমৃদ্ধ তাই পানিতে ভিজিয়ে রাখার কারণে এটা প্রাকৃতিক রেচক হিসেবে কাজ করে। ভেজানো কিশমিশ হজমের সমস্যা উন্নত করে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা কমায় এবং পেট পরিষ্কার রাখে।

৪। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ: কিশমিশ পটাশিয়াম সমৃদ্ধ, যা শরীরের লবণাক্ততার ভারসাম্য বজায় রাখে ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। এটা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট খাদ্যাশেরও ভালো উৎস যা রক্তনালির জৈব রসায়নে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। ফলে রক্তচাপ হ্রাস পেতে পারে।

৫। হাড়ের সুরক্ষা: বোরন হাড় গঠনের জন্য প্রয়োজন, যা কিশমিশে প্রচুর পরিমাণে থাকে। এতে আরও রয়েছে ক্যালসিয়াম ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট। প্রতিদিন ভেজা কিশমিশ খাওয়া হাড় সুস্থ ও সুদৃঢ় রাখতে সাহায্য করে।

৬। মুখের দুর্গন্ধ দূর: কিশমিশে আছে অ্যান্টি ব্যাক্টেরিয়াল উপাদান, যা মুখের স্বাস্থ্য রক্ষায় ও দুর্গন্ধ দূর করতে সাহায্য করে।

৭। রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি: কিশমিশ ভিটামিন বি এবং সি সমৃদ্ধ। তাই এই শুকনো ফলটি রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায় এবং সম্ভাব্য সংক্রমণের ঝুঁকি কমায়। এর প্রদাহনাশক উপাদান জ্বর, সংক্রমণ ও অন্যান্য দুর্বলতা থেকে সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করে।

৮। শক্তি জোগায়: কিশমিশে থাকা প্রাকৃতিক গ্লুকোজ কর্মশক্তি বাড়ায়। পরিমিত কিশমিশ খাওয়া দুর্বলভাব কমায় ও ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখে।

৯। অন্ধত্ব ও কোলেস্ট্রেরল দূর: কিশমিশে আছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, যা অন্ধত্ব প্রতিরোধ করে। কিশমিশের দ্রবণীয় ফাইবার লিভার থেকে কোলেস্টেরল দূর করতে সাহায্য করে।

১০। অনিদ্রা: কিশমিশে রয়েছে প্রচুর আয়রন, যা মানুষের অনিদ্রার সমস্যা দূর করতে সহায়ক। তাই প্রতিদিনই সকালে খালি পেটে ২টি করে কিশমিশ খাওয়ার অভ্যাস করতে পারেন।

১১। দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি: কিশমিশে থাকা ভিটামিন এ এবং বিটা ক্যারোটিন দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, যা শিশুদের জন্য বিশেষ উপকারী।

১২। মনোযোগ ও বুদ্ধির বিকাশ: শিশুদের বুদ্ধির বিকাশে দারুণ কাজ করে কিশমিশ। এতে থাকা উপকারী উপাদান বোরন যেকোনো কাজে মনোযোগী হতে সাহায্য করে।

১৩। মানসিক প্রশান্তি: কিশমিশে থাকা আয়রন গভীর ঘুমের জন্য বিশেষ উপকারী। তা ছাড়া নিয়মিত কিশমিশ খাওয়ার মাধ্যমে শরীরে অবসাদ দূর হতে পারে, যা মানসিক প্রশান্তি আনতে দারুণ কাজ করে।

১৪। ত্বকের যত্ন: কিশমিশ মিনারেল, ভিটামিন সি, ই আর কোলাজেন উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ভিটামিন বি৬, ক্যালশিয়াম, পটাশিয়াম এবং কপারের মতো প্রয়োজনীয় পুষ্টি রয়েছে কিশমিশে। এছাড়াও এতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণ। যে কারণে শীতেও ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখে ফলটি। সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকেও বাঁচায়। তাই নিয়মিত সকালে কিশমিশ খাওয়ার অভ্যাসে ত্বক হয়ে ওঠে উজ্জ্বল ও বলিরেখা মুক্ত।

প্রাইমারিতে জিতে টগবগ

৭ পৃষ্ঠার পর

জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক দূত নিকি হ্যালি পেয়েছেন ১ লাখ ২২ হাজার ৮৬ বা ৪৩ দশমিক ৬ শতাংশে ভোট। তিনি আটজন ডেলিগেটের সমর্থন পেয়েছেন। রিপাবলিকান পার্টির এদিনের প্রাইমারিতে আরও কয়েকজন প্রেসিডেন্ট মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন। তারা এতই কম ভোট পেয়েছেন যে তা আর উল্লেখ না করলেই চলে।

বিজয়ের পর ট্রাম্প সমর্থকদের উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে বলেন, 'আজ রাতটি তার (হ্যালি) জন্য খুব বাজে ছিল। তিনি এর আগে ককাসে তৃতীয় হয়েছিলেন। তার পরও তিনি আমার পিছু ছাড়ছেন না।'

অন্যদিকে প্রথম প্রাইমারিতে হেরেও হাল ছাড়েননি হ্যালি। তিনি শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ের ঘোষণা দিয়েছেন। প্রাথমিক ফল ঘোষণার পর হ্যালি বলেন, 'এখনও অনেক পথ বাকি। আরও অনেক রাজ্যে প্রাইমারি হবে। আজ আমরা বিপুল ভোট পেয়েছি। শেষ পর্যন্ত আপনারা আমার সঙ্গে থাকবেন।'

১৫ জানুয়ারি আইওয়া প্রদেশে রিপাবলিকান ককাস বা রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী বাছাইয়ের প্রথম আঞ্চলিক পর্বে নিকি হ্যালি ও রন ডিস্যান্টিসকে বড় ব্যবধানে পরাজিত করেন ট্রাম্প। সেখানে দ্বিতীয় হন রন ডিস্যান্টিস। হ্যালি তৃতীয়।

রবিবার (২১ জানুয়ারি) সমাজমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে ডিস্যান্টিস নির্বাচনী দৌড় থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন। পোস্টে তিনি লেখেন, 'রিপাবলিকান পার্টির অধিকাংশ ভোটার ট্রাম্পকে চান, এটা আমার কাছে পরিষ্কার। তাই ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আমি আরেকটি সুযোগ দিতে চাই। এ পরিস্থিতিতে আমি ট্রাম্পকে সমর্থন দিলাম।'

ডিস্যান্টিসের সমর্থনকে স্বাগত জানিয়েছেন ট্রাম্প। ট্রাম্প বলেছেন, 'ডিস্যান্টিস ভালো গভর্নর। তার জন্য আমার শুভকামনা রইল। আমি তার সঙ্গে কাজ করতে চাই।'

রিপাবলিকান পার্টির দ্বিতীয় পরবর্তী প্রাইমারি ২৪ ফেব্রুয়ারি সাউথ ক্যারোলাইনা রাজ্যে। সেখানেও ট্রাম্প জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে হ্যালির চেয়ে এগিয়ে আছেন। এ অঙ্গরাজ্যে ২০১১-২০১৭ মেয়াদে গভর্নর ছিলেন নিকি হ্যালি। সেখানে পরাজিত হলে হ্যালিও সম্ভবত প্রেসিডেন্ট প্রার্থিতা থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হবেন।

তবে ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হলে হ্যালির ভাইস প্রেসিডেন্ট বা রানিংমেট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু হ্যালি এ ধরনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন। ১৯ জানুয়ারি এক জনসভায় হ্যালি বলেছেন, 'আমি কোনো ব্যক্তির ভাইস প্রেসিডেন্ট হতে চাই না। এটা নিয়ে কোনো আলোচনা হতে পারে না।'

রিপাবলিকান পার্টির পাশাপাশি মঙ্গলবার নিউ হ্যাম্পশায়ারের আলাদা স্থানে শাসক দল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রথম প্রাইমারিও অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনেকটা নীরবে হয়ে যাওয়া প্রাইমারিতে ব্যালটের মাধ্যমে ভোট হয়নি। তুলনামূলকভাবে কম পরিচিত দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে সেখানে জিতেছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

এ পর্যন্ত যে পরিস্থিতি তাতে চলতি বছরের নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বাইডেন ও ট্রাম্প মুখোমুখি হবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। সূত্র : গার্ডিয়ান, আলজাজিরা

মালয়েশিয়ায় ৮৫ বাংলাদেশি প্রবাসী আটক

৮ পৃষ্ঠার পর

৯, শ্রীলঙ্কান ৬ জন। নেপালি ২ জন নাগরিকও রয়েছেন।

তিনি বলেন, চলতি অভিযানে এ পর্যন্ত পাঁচ শিশুসহ ৬২৮ বিদেশিকে আটক করা হয়েছে। তবে যাদের বৈধ ভ্রমণ নথি ছিল, তাঁদের পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। ৬২৮ জনের মধ্যে ৫৮৪ জনই পুরুষ। রাজ্য এবং সংস্থাগুলিসহ ৩০০ জনেরও বেশি কর্মী নিয়ে এই অভিযান পরিচালিত হচ্ছে।

তান জানান, অভিযানের খবর পেয়ে অবৈধ অভিবাসীদের কেউ কেউ ভবনের তলা থেকে লাফ দিয়ে বা ছাদে উঠে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন। অভিযান থেকে বাঁচতে দ্বিতীয় তলা থেকে ঝাঁপ দেওয়ার পরে ৩৫ বছর বয়সী একজন নারী মাথায় আঘাত পাওয়ার ঘটনাও ঘটে। এ সময় এসব অবৈধ অভিবাসীদের নিয়োগকর্তা ও আশ্রয়দাতাদের হুঁশিয়ারি দেন এই অভিবাসন কর্মকর্তা।

তিনি বলেন, আমি জনসাধারণ এবং নিয়োগকর্তাদের মনে করিয়ে দিতে চাই, তাঁরা যেন অবৈধদের আশ্রয় না দেয় বা ভাড়া না দেয়। কারণ এটি করার জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অভিবাসন আইনের ৫৫ এবং ৫৬ (১ ডি) ধারার অধীনে তাঁদের শাস্তির বিধান হবে।

অন্যদিকে জোহর অভিবাসন বিভাগের পরিচালক বাহারউদ্দিন তাহির বলেছেন, বৈধ ওয়ার্ক পারমিট বা পাস ছাড়া বিদেশি শ্রমিকরা কাজ করছেন বলে তথ্য পাওয়ার পর বুধবার বিকেলে সেনাইয়ের খাদ্য কারখানা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময়

আইনপ্রয়োগকারী কর্মকর্তারা মোট ১১০ জন বিদেশি ও স্থানীয় বাসিন্দাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। পরে তাদের মধ্যে ৪০ জনকে অভিবাসন আইন লঙ্ঘনের দায়ে আটক করা হয়।"

বাহারউদ্দিন তাহির বলেছেন, আটকদের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার ৯ জন পুরুষ ও ১০ জন নারী, মিয়ানমারের ২ জন পুরুষ ও ৯ জন নারী, বাংলাদেশের ৬ জন, পাকিস্তানের দুজন, নেপাল এবং ভারতের একজন করে নাগরিক রয়েছেন।

পানির মাছ পানিতে, আওয়ামী

৮ পৃষ্ঠার পর

তারা। সংরক্ষিত নারী আসনের ব্যাপারে তারা প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তই মেনে নেবেন বলে ডয়চে ভেলেকে জানিয়েছেন।

৬২ জন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যের মধ্যে দুই-একজন এই চিন্তার বাইরে আছেন। তারা অবশ্য আওয়ামী লীগ দলীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন। এরকম সংসদ সদস্য আছেন তিন জন। তারা হলেন হলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ আসনের সৈয়দ এ কে এম একরামুজ্জামান সুখন। তিনি বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ছিলেন। নির্বাচনে অংশ নেয়ায় তাকে বহিস্কার করা হয়। সিলেট-৫ আসনের মাওলানা মোহাম্মদ হুছামুদ্দিন চৌধুরী ফুলতলি। তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নন। আর লতিফ সিদ্দিকী আওয়ামী লীগ থেকে বহিস্কৃত। তিনি টাঙ্গাইল-৪ আসনে বিজয়ী হয়েছেন।

সিলেট-৫ আসনের নির্দলীয় স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য মাওলানা মোহাম্মদ হুছামুদ্দিন চৌধুরী ফুলতলি বলেন, ‘‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দাওয়াত দিয়েছেন, অবশই যাবো। তার কথা শুনবো তিনি কী বলেন। আমার দিক থেকে কোনো কথা বলার নেই। তবে আমি তো আওয়ামী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত না। তাই স্বতন্ত্রই থাকতে চাই। স্বতন্ত্র থাকাই ভালো মনে করছি।”

স্বতন্ত্রদের কোটায় সংরক্ষিত নারী আসন নিয়ে কোনো চিন্তা আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলে, ‘‘এটা নিয়ে আমাদের স্বতন্ত্রদের মধ্যে কোনো আলোচনা হয়নি। আর প্রকৃত অর্থে স্বতন্ত্র তো মাত্র তিন জন। আমরা কী পাবো? বাকি সবাই তো আওয়ামী লীগ।”

‘আমরা আওয়ামী লীগ’

টাঙ্গাইল-৫ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য ছানোয়ার হোসেন। তিনি একাদশ সংসদে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য হলেও এবার মনোনয়ন না পেয়ে ‘স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচন করে জয়ী হন। তার কথা, “আমাদের কোথায় রাখবেন সে সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রী দেবেন। আমরা তো আওয়ামী লীগের পদে আছি। মনোনয়ন পাইনি, কিন্তু তার অনুমতি নিয়েই স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছি। এখন আমরা সবাই দলেই ফিরতে চাই। আমরা আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলে থাকতে চাই।”

তিনি বলেন, “নির্বাচনকে সফল করতে ও ভোটার উপস্থিতি বাড়াতে প্রধানমন্ত্রী যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাতে আমরা সহযোগিতা করেছি। তার রাজনৈতিক চিন্তা অসাধারণ। তিনিই আমাদের আস্থার জায়গা।”

তিনি জানান, আওয়ামী লীগের যারা স্বতন্ত্র হিসেবে পাস করেছেন তারা সবাই আওয়ামী লীগেই থাককে চান, কারো ভিন্ন চিন্তা আছে বলে তার জানা নেই।

বরিশাল-৪ আসনে স্বতন্ত্র হিসেবে বিজয়ী আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা পংকজ নাথ বলেন, “আমরা তো আওয়ামী লীগের অনুমোদিত স্বতন্ত্র। আমি নিজে চাই আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য হিসেবে থাকতে। আমার মতো আর সবাইও তাই চায়। ৬২ জনের মধ্যে স্বতন্ত্র তো আসলে তিন জন। বাকি সবাই তো আওয়ামী লীগ। এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যা ভালো মনে করেন আমরা সেভাবেই কাজ করবো।

‘পানির মাছ পানিতেই থাকতে চাই’

আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র এমপিরা কয়েকটি কারণে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের সঙ্গে থাকতে চান। প্রথমত, তারা স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য হলেও তাদের মধ্যে মাত্র দুই জনের দলের কোনো পদ নেই। বাকিদের সবাই থানা,জেলা বা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন। ওই দুইজন আওয়ামী পরিবারের হলেও দলের পদে নেই। তারা হলেন পিরোজপুর-৩ আসনে জয়ী শামীম শাহনেওয়াজ। তার ভাই মঠবাড়িয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুর রহমান মনোনয়ন পেয়েছিলেন। জাতীয় পার্টিকে আসন ছাড়ায় নৌকা হারান। শামীম শাহনেওয়াজ স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে এমপি হয়েছেন। আর জাতীয় পার্টির সঙ্গে সমঝোতার কারণে গাইবান্ধা-১ আসনের নৌকার প্রার্থী আফরোজা বারী প্রার্থিতা প্রত্যাহার করায় তার মেয়ে আবদুল্লাহ নাহিদ নিগার স্বতন্ত্র প্রার্থী হন। আফরোজা বারী সুন্দরগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। নাহিদ নিগারের দলে কোনো পদ নেই।

যারা পদ আছেন, তারা স্বতন্ত্র এমপি হওয়ার পর দলে তাদের অবস্থান ধরে রাখতে এখন আওয়ামী লীগের এমপি হিসেবে থাকতে চান। তা না হলে স্থানীয় রাজনীতিতে তারা কোণঠাসা হয়ে পড়তে পারেন। আর আওয়ামী লীগের এমপি হলে বরাদ্দ, এলাকার উন্নয়ন, প্রভাব- এইসব বিষয়ে এগিয়ে থাকবেন। এছাড়া সামনে যদি মন্ত্রিসভার আকার বড় হয়, সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান এবং সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে চেয়ারম্যানসহ নানা সুযোগ এখনো অপেক্ষা করছে। ‘আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্ররা এসব মিলিয়ে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য হিসেবেই থাকতে চান।

মাদারীপুর-৩ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য মোসাম্মাত তাহমিনা বেগমের কথা, “আমি আওয়ামী লীগে ছিলাম, আওয়ামী লীগেই থাকতে চাই। এটাই প্রধানমন্ত্রীকে রবিবার বলবো। বিশেষ কারণে জনগণের দাবির মুখে স্বতন্ত্র হয়েছি। জনগণ আমাকে ভোট দিয়ে এমপি করেছে।”

তিনি এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, “যদি আওয়ামী লীগে না নেয় তাহলে স্বতন্ত্র থাকবো। বিরোধী দলে যাবো না। কেউ যেতে চাইলে তারা যাক, আমি যেতে পারি না।”

এদিকে ঢাকা-৪ আসন থেকে স্বতন্ত্র হিসেবে জেতা আওয়ামী লীগ নেতা ড. আওলাদ হোসেন বলেন, “আমি হলাম আপদমস্তক আওয়ামী লীগ। কিসের স্বতন্ত্র? আমি তো আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলে যেতে চাই। আমি পানির মাছ পানিতে থাকতে চাই। এখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকে তাকিয়ে আছি।”

নারী আসন ও বিরোধী দল

সংসদে সরাসরি ৩০০ আসনে নির্বাচনের পর এখন ৫০টি সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচন হবে। সংসদ সদস্যদের ভোটে নারী সংসদ সদস্য নির্বাচনের বিধান থ াকলেও ওইভাবে ভোটে নির্বাচিত করার নজির নেই। সমঝোতার ভিত্তিতেই নারী সংসদ সদস্য কারা কতজন পাবেন তা নির্ধারিত হয় এবং সেইভাবে ৫০টি আসনে ৫০ জনই প্রার্থী হন এবং সবাই পাস করেন। সেই হিসাবে ছয় জন সংসদ সদস্যের বিপরীতে একজন নারী সংসদ সদস্য হন। সেই হিসেবে স্বতন্ত্ররা ১০ জন নারী সংসদ সদস্য পাবেন। কিন্তু এ ব্যাপারে স্বতন্ত্ররা নিজেদের মধ্যে কোনো আলাপ-আলোচনা এখনো করেননি। এ ব্যাপারে মাদারীপুর-৩ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য মোসা. তাহমিনা বেগম বলেন, “রবিবারে দেখি প্রধানমন্ত্রী কী করেন। তিনি যেভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন, সেভাবেই হবে। আমরা স্বতন্ত্ররা এটা নিয়ে আলোচনা করিনি। ”

স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য ড. আওলাদ হোসেন বলেন, আমাদের যদি আওয়ামী লীগে নিয়ে নেয়, তাহলে তো আর কোনো কথা নেই। তখন প্রধানমন্ত্রীই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেবেন। আর আমাদের আলাদা রাখলেও তিনি নিশ্চয়ই একটা দিক নির্দেশনা দেবেন। আমরা সেভাবেই কাজ করবো।”

তবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের হুইপ নজরুল ইসলাম বাবু এমপি বলেন, ‘‘এখন পর্যন্ত যা তথ্য রয়েছে তাতে স্বতন্ত্রদের স্বতন্ত্রই রাখা হতে পারে। নারী আসন তারা যে কয়টা পান তাদের সেই কয়টা দেয়া হবে। তারা সমঝোতা করে ঠিক করবেন কাদের নারী সংসদ সদস্য বানাবেন। আর তারা সঝোতায় আসতে না পারলে নিশ্চয়ই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা দিকনির্দেশনা দেবেন।” তার কথা, ‘‘রবিবারের বৈঠকে স্বতন্ত্রদের ডাকার কারণ হলো সংসদে তাদের অবস্থান কী হবে, তাদের নারী কোটার সংসদ সদস্য- এসব বিষয়ে আলোচনা করা। প্রধানমন্ত্রী তাদের কথা শুনে সব ঠিক করে দেবেন।” তিনি আরো বলেন, আমি যা জানি, তা হলো, জাতীয় পার্টিই সংসদে বিরোধী দল হবে।”

আর সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার তানজীব উল আলম বলেন, ‘‘এখন একটি আশঙ্কা আছে যে, স্বতন্ত্র ছয় জন এমপি মিলে একজন নারী সংসদ সদস্য ঠিক করলে তা অর্থের বিনিময়েও হতে পারে। তাহলে তো সেটা অন্যরকম হয়ে গেল। আর সরাসরি ভোটে গেলে তো যাদের সংসদ সদস্য বেশি তারা সব পাবে। আমরা মনে হয় সব দিক রক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রী স্বতন্ত্রদের সঙ্গে একটা সমঝোতা করবেন। স্বতন্ত্রদের কাছ থেকে ‘পাওয়ার নিয়ে পরে তিনি তাদের কোটার নারী এমপি ঠিক করে দিতে পারেন। কারণ, স্বতন্ত্ররা ছয় জন ছয় জন করে সমঝোতা করে ১০ জন নারী সংসদ সদস্য ঠিক করতে পারবেন বলে মনে হয় না।”

আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, “স্বতন্ত্রদের প্রধানমন্ত্রী চাইলে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলে নিতে পারেন। কারণ, তারা তো সবাই আওয়ামী লীগের পদে আছেন। আবার বিরোধী দলেও বসাতে পারেন, স্বতন্ত্রও রাখতে পারেন। আইনে কোনো বাধা নেই। পুরোটাই এখন প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের বিষয়।

এদিকে জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু বলেন, “আমরা মনে করি, আমরাই বিরোধী দল। কিন্তু সেটা তো স্পিকারের এখতিয়ার। তিনি এখনো আমাদের বিরোধী দল হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। কাউকেই দেননি। যদিও আমাদের বিরোধী দল হওয়ার আনঅফিসিয়ালি ইঙ্গিত আছে। রবিবারে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে স্বতন্ত্রদের বৈঠকের পর বোঝা যাবে কারা সংসদে বিরোধী দল হবে। আসলে এটা প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে।”

আগামী ৩০ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদের অধিবেশন ডাকা হয়েছে। অধিবেশন শুরুর আগেই বিরোধী দল ঠিক হওয়ার কথা। আর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফলের সরকারি গেজেট প্রকাশের পর ৯০ দিনের মধ্যে সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। গত ৯ জানুয়ারি নির্বাচনে বিজয়ীদের গেজেট প্রকাশিত হওয়ায় আগামী ৮ এপ্রিলের মধ্যে এ নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।-হারুন উর রশীদ স্বপন, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

বিদেশী ক্রেতাদের কাছে

১০ পৃষ্ঠার পর

খুঁজতে বিজিএমইএর হয়ে একটি গবেষণা করেছে দুই প্রতিষ্ঠানড় আইএফসি এবং লাইট ক্যাস্টলে। বৃহস্পতিবার (২৫ জানুয়ারি) উত্তরায় বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ‘এস্টাবলিসিং এ ভার্চুয়াল মার্কেটপ্লেস প্লাটফর্ম ফর দ্য অ্যাপারেল সেক্টর: বিজনেস ফিজিবিলিটি অ্যান্ড পলিসি ল্যান্ডস্কেপিং’ শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

বিজিএমইএ নেতারা বলেন, দেশের ই-কমার্স পলিসি আন্তর্জাতিক পরিসরের উপযোগী নয়, রয়েছে পেমেন্ট গেটওয়ের বাধা। আর বর্তমান আইন অনুযায়ী অগ্রিম টাকা নিতে না পারার কারণে মূলধনও লাগবে অনেক বেশি। তবে অনলাইন প্লার্টফর্মে গেলে বিদেশী ক্রেতাদের অনৈতিক আবদারে দাম কমানোর চাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। তা করতে পারলে বছরে ৫০ কোটি ডলার রফাতানি আয় বাড়বে বলে উঠে এসেছে গবেষণা প্রতিবেদনে।

সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান উল্লেখ করে বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান বলেন, বিশ্বব্যাপী ফ্যাশন বিক্রয়ের ১৮ শতাংশই হয়েছিল ২০২২ সালে, যা ২০২৫ সালের মধ্যে ২৩ শতাংশে পৌঁছাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। মূলত সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে ক্রেতারা ভার্চুয়াল মার্কেটের দিকে ঝুঁকছেন। পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব কেনাকাটার বিকল্প হিসেবেও ভার্চুয়াল মার্কেটপ্লেস সমাদৃত। গত ৪৫ বছরে বাংলাদেশ বিশ্ব ফ্যাশন বাজারে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। কিন্তু গ্লোবাল ব্র্যান্ড এবং খুচরা বিক্রেতাদের জন্য উৎপাদন সত্ত্বেও এটি নিজস্ব ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে। আগামীতে আমরা এটি পরিবর্তন করতে চাই, আমরা নিজেদের অরিজিনাল ব্রান্ড ম্যানুফেকচারার (ওবিএম) হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আর ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম হতে পারে আমাদের জন্য একটি কৌশলগত এন্ট্রি-পয়েন্ট।

বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, বিদেশী ক্রেতাদের কাছে দাম কমাতে বাধ্য হওয়ার চাপে রয়েছে দেশের তৈরি পোশাক খাত। সেখান থেকে বের হতে চায় বিজিএমইএ। এজন্য তারা বিটুবি ও বিটুসি ভিত্তিক অনলাইন প্লাটফর্মে পণ্য বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছে। হুথি বিদ্রোহীদের হামলার কারণে দেশের পোশাক খাতের রফতনি আয়ের কতটুকু ডুবছে লোহিত সাগরেড় এমন প্রশ্নে বিজিএমইএ সভাপতি জানানি, আমরা সঠিক সময়ে (লিড টাইম) পণ্য পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কিছুটা অসুবিধায় রয়েছি। তবে এ ক্ষেত্রে বাড়তি যে খরচ হচ্ছে তা বহন করছেন ক্রেতারা।

চুরি থেকে সুরক্ষা ব্যবস্থা’সহ

১৩ পৃষ্ঠার পর

প্রমাণীকরণের এই অতিরিক্ত স্তরটির প্রয়োজন পড়ে। ‘স্টোলেন ডিভাইস প্রোটেকশন’ সুবিধাটি চালু করতে ব্যবহারকারীকে নিজের আইফোনে থাকা সেটিং অ্যাপে প্রবেশ করতে হবে, যেখানে ফেইস আইডি ও পাসকোড বাছাই করলে ফিচারটি চালু হয়ে যায়। আর ফিচারটি সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে অ্যাপলের ওয়েবসাইট খুঁজে দেখার পরামর্শ দিয়েছে ভার্জ। এ ছাড়া, আইওএস ১৭.৩ ও ম্যাকওএস ১৪.৩ সোনোমা অপারেটিং সিস্টেমের জন্য উপযোগী মিউজিক প্লেলিস্ট আনছে অ্যাপল, যা ব্যবহারকারীকে বন্ধুদের সঙ্গে অ্যাপল মিউজিক অ্যাপের প্লেলিস্ট শেয়ার করার ও এতে নতুন গান যোগ করার সুযোগ দেবে। পাশাপাশি, বাছাই করা কয়েকটি হোটেলের টিভি’তে আইওএস ১৭.৩’র মাধ্যমে স্ট্রিমিংয়ের সুবিধা চালু করছে অ্যাপল। কেবল তাই নয়, আইওএস ১৫ ও ১৬’র জন্যেও নতুন আপডেট চালু করার চেষ্টা করছে আইফোন নির্মাতা কোম্পানিটি, যেখানে বিভিন্ন নিরাপত্তা ফিচারও যুক্ত হতে পারে।

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি

- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শটসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@suharuhomesinc.com
Web: www.suharuhomesinc.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

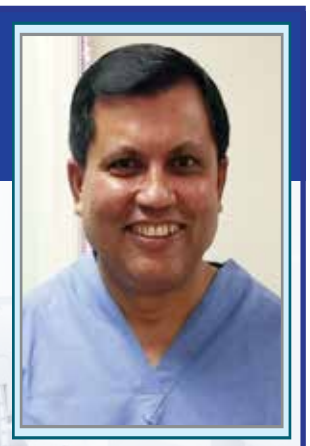

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

বাংলাদেশের রপ্তানিতে ঝুঁকি

১০ পৃষ্ঠার পর

হোম টেক্সটাইল, লাগেজ এবং ওষুধশিল্পের কাঁচামাল। ২০২৪ সালে এসে তৈরি পোশাক ছাড়া অধিকাংশ পণ্য রপ্তানি আয়ে খেই হারিয়েছে।

প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাক ছাড়া ফার্মাসিউটিক্যালস ও প্লাস্টিক-মেলামাইন পণ্য রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হলেও বাকি অধিকাংশ পণ্য ছিল নেতিবাচক ধারায়। তৈরি পোশাকের অন্যতম উপখাত হোম টেক্সটাইল বছরখানেক আগে বাংলাদেশের রপ্তানির পালে হাওয়া দিলেও ক্রমাগত কমছে এই খাত থেকে আয়। হোম টেক্সটাইল চলতি অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বরে রপ্তানি করেছে মাত্র ২৯৯ দশমিক ৪২ মিলিয়ন ডলার। দুই বছর আগেও এই খাতকে অন্যতম সম্ভাবনাময় খাত ধরা হয়েছিল। আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় এই খাতে রপ্তানি কমেছে ৪৬ দশমিক ৩৯ শতাংশ।সুত্র দৈনিক আজকের পত্রিকা

মান্না দের সঙ্গে গান গাওয়া

১২ পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠান করব আমি। বাড়িতে নিয়মিত চর্চাও করা হয় আমার।

২০১১ সালে বর্ধমানের কাঞ্চন উৎসবে শেষ অনুষ্ঠান করেছেন পূজা। স্বামী বিজন ভৌমিক তাকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠানে নিয়ে যেতেন। কিন্তু হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় গায়িকার স্বামীর পা ভেঙে যায়। আর তারপরই বদলে যায় তাদের জীবন। এরপর আর অনুষ্ঠান করা হয়নি তাদের। কোনোরকম দোকানে এসে বসেন। আর স্বামীকে সাহায্য করতে ব্যবসায় যোগ দেন গায়িকা পূজা। তারপর আর কখনো স্টেজে দেখা যায়নি তাকে।

বর্তমানে এই গায়িকার বয়স ৫৩ বছর। দোকানে বসে চা তৈরি করতে করতে তিনি বলেন, এখন যে ধরনের অনুষ্ঠান হয়, তা আমাদের সময়ের মতো নয়। এখনকার অনুষ্ঠানের ধারা ভিন্ন। এসব আমাদের উপযুক্ত নয়। এর থেকেও বড় কথা আমার স্বামী আর পারছেন না, তাই তাকে সঙ্গ দিতে ব্যবসায় হাত দিয়েছি।

বাংলাদেশে গত এক বছরে

৮ পৃষ্ঠার পর

নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ইউএনওডিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালে আফগানিস্তানকে পেছনে ফেলে মিয়ানমার বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় আফিম উৎপাদনকারী দেশ হয়েছে। ২০২২ সালে নিষেধাজ্ঞার পর আফগানিস্তানে আফিম চাষ ৯৫ শতাংশ কমেছে। অন্যদিকে মিয়ানমারে আফিম উৎপাদন বেড়েছে। সেখান থেকে বিভিন্ন দেশে পাচার করা হচ্ছে। এভাবে নিষিদ্ধ এই মাদকদ্রব্য মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আসছে।

গত বছর ভারত থেকে দেশের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা দিয়ে অবৈধভাবে প্রবেশের সময় হেরোইনের বেশির ভাগ চালান আটক করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নওগাঁ, সিলেটসহ বিভিন্ন সীমান্ত এলাকার মাদক ব্যবসায়ীরা বেশির ভাগ হেরোইন আনছেন। এর মধ্যে মিয়ানমার থেকে হেরোইন আনার ক্ষেত্রে ভারতের ত্রিপুরা হয়ে সিলেটের জকিগঞ্জ নিরাপদ রুট হয়ে উঠেছে।

ডিএনসি একাধিক কর্মকর্তার মতে, মাদকপাচারের বিষয়টি বেলুনের মতো। এক দিক দিয়ে কমলে অন্য দিক দিয়ে বাড়ে। হেরোইন চালান আসা বেড়েছে। গত বছর এই মাদকদ্রব্য যে পরিমাণ জব্দ হয়েছে, এতে বলা যায় পরিস্থিতি উদ্বেগজনক।

ডিএনসির প্রধান রাসায়নিক পরীক্ষক ড. দুলাল কৃষ্ণ সাহা কালের কণ্ঠকে বলেন, হেরোইন বেশ ক্ষতিকর। এর আসক্তিতে এক পর্যায়ে ঝিমুনি ও খিঁচুনি দেখা দেয়। চোখ বসে যায়। ওজন কমতে থাকে। এটি ফুসফুস, লিভার, কিডনি শেষ করে দেয়। এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে।'

র‍্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মঈন বলেন, মাদক ব্যবসায়ীদের সম্ভাব্য গতিবিধির ওপর সব সময় র‍্যাবের গোয়েন্দা নজরদারি রয়েছে। এতে বিভিন্ন অপকৌশল করেও মাদক ব্যবসায়ীরা গ্রেপ্তার হচ্ছেন। -সুত্র দৈনিক কালের কণ্ঠ

আবার বাইডেন-ট্রাম্প লড়াই

৭ পৃষ্ঠার পর

উল্লেখ করেন। বাইডেন তাঁর পুনর্নির্বাচনের প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে জারি করা একটি বিবৃতিতে বলেন, এটি এখন স্পষ্ট যে ডোনাল্ড ট্রাম্প রিপাবলিকান মনোনীত প্রার্থী হবেন। একই সঙ্গে বাইডেন এ কথা আরেকবার দেশবাসীকে মনে করিয়ে দেন যে সাবেক এই প্রেসিডেন্ট গণতন্ত্রের জন্য হুমকি।

ট্রাম্প তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে বাইডেন ও বিচার বিভাগ নিয়ে আবারও অভিযোগ তোলেন। সাবেক এই প্রেসিডেন্ট অভিযোগ করেন, বাইডেনের আমলে বিচার বিভাগ 'রাজনৈতিক নিপীড়নে' জড়িত। গত বছর একাধিক অভিযোগের জেরে ট্রাম্পকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়।

অন্যদিকে রিপাবলিকান মনোনয়নের দৌড়ে এখন ট্রাম্পের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হ্যালি। তিনি ট্রাম্পের মেয়াদে তাঁর জাতিসংঘের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আগামী ২৪ ফ্রেব্রুয়ারি বা তার পরে অনুষ্ঠেয় দক্ষিণ ক্যারোলাইনার প্রাইমারিতে ৫২ বছর বয়সী হ্যালিকে হারাতে মরিয়া ৭৭ বছর বয়সী ট্রাম্প। হ্যালি তাঁর এই নিজ রাজ্যে এর আগে দুবার গভর্নর নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ট্রাম্পের এবং জো বাইডেনের মনোনয়ন দৃশ্যত নিশ্চয়তার পথে এগিয়ে যাওয়ার পর পরই তারা একে অন্যকে আক্রমণ করা শুরু করেছেন। মঙ্গলবার নিউ হ্যাম্পশায়ারে নিকি হ্যালিকে ট্রাম্প পরাজিত করার পর বাইডেনের নির্বাচন শিবির থেকে একটি বিবৃতি দেয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, ট্রাম্প যে রিপাবলিকান দলের মনোনীত প্রার্থী হতে পারবেন তা এখনও নিশ্চিত নয়।

তারা বার বার সতর্কবার্তা দিচ্ছে যে, সাবেক প্রেসিডেন্ট (ট্রাম্প) গণতন্ত্রের জন্য হুমকি। অন্যদিকে ট্রাম্প তার নিজের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে বার বার বলছেন, তার বিরুদ্ধে অপ্রমাণিত অভিযোগ আনা হয়েছে। জো বাইডেন এবং তার আইন মন্ত্রণালয় ট্রাম্পকে রাজনৈতিকভাবে বিচার করায় লিপ্ত বলে তিনি মন্তব্য করেন। বিশেষ করে গত বছর ট্রাম্পকে বেশ কতগুলো ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত করার পর এমন অবস্থান জোরালো করেছে ট্রাম্প শিবির।

আইওয়া ককাস এবং নিউ হ্যাম্পশায়ারে নিকি হ্যালি হেরে গেলেও তিনি লড়াইয়ে টিকে থাকার প্রত্যয় ঘোষণা করেছেন। আগামী ২৪শে ফেব্রুয়ারি সাউথ ক্যারোলাইনায় রিপাবলিকান দলের প্রাইমারি নির্বাচন। সেই নির্বাচন এবং তার পরের প্রাইমারি নির্বাচনেও টিকে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। কয়েক মাস ধরে যুক্তরাষ্ট্রের সব রাজ্যে মনোনয়নের এই প্রাইমারি নির্বাচন হবে। এতে নিকি হ্যালিকে খুব সহজেই পরাজিত করবেন এবং দলীয় মনোনয়ন ট্রাম্পই দ্রুততার সঙ্গে পেয়ে যাবেন বলে মনে হচ্ছে।

২৪ শে ফেব্রুয়ারি সাউথ ক্যারোলাইনাতে প্রাইমারি নির্বাচন। এটি নিকি হ্যালির নিজের রাজ্য। সেখানে ৫২ বছর বয়সী নিকি হ্যালিকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলতে চান ৭৭ বছর বয়সী ট্রাম্প। এই রাজ্য থেকে দু'বার গভর্নর নির্বাচিত হয়েছেন নিকি হ্যালি। এখানে তার ভোটারদের অনুরোধ জানিয়েছেন একটি আপসেট ঘটিয়ে দিতে। অর্থাৎ ট্রাম্পকে পরাজিত করতে। সামনের দিনগুলোতে নিকি হ্যালি তার রাজ্যে তিনটি র‍্যালি করবেন। ৪০ লাখ ডলার খরচ করে নতুন দুটি নির্বাচনী বিজ্ঞাপন প্রচার করছেন তিনি। এর একটি বিজ্ঞাপনে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে বেশি বুড়ো বলে আখ্যায়িত করেছেন। অন্যদিকে ট্রাম্পকে আখ্যায়িত করেছেন খুব বেশি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী হিসেবে। অন্য বিজ্ঞাপনে তিনি ২০১১ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত গভর্নর থাকাকালে হাজার হাজার কর্মক্ষেত্র, কম ট্যাক্স, অভিবাসন বিষয়ক কঠোর আইন করার কথা উল্লেখ করেছেন।

রণে ভঙ্গ দিলেন রন ডিস্যান্টিস

৭ পৃষ্ঠার পর

প্রাইমারিতে চমকে দেওয়ার মতো কোনো ফল না পেলে হ্যালির প্রার্থী হওয়া নিয়ে ইতিমধ্যে তৈরি অনিশ্চয়তা আরও জোরালো হতে পারে।

৪৪ বছর বয়সী ডিস্যান্টিসকে যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান দলের উদীয়মান একজন নেতা বিবেচনা করা হয়। ডিস্যান্টিস করোনা মহামারির সময় টিকা ও মাস্ক পরার বিরুদ্ধে ছিলেন। এ ছাড়া তিনি রক্ষণশীল নীতির সমর্থন দিয়েছেন। ১৫ সপ্তাহের পর গর্ভপাত নিষিদ্ধ করার একটি আইনও অনুমোদন করেছিলেন তিনি।

সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে

৯ পৃষ্ঠার পর

জনস্বাস্থ্যে অবদানের জন্য আমি বিদায়ী পরিচালক ড. পুনম ক্ষেত্রপাল সিংয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

সায়মা ওয়াজেদ ১৯৯৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞানে স্নাতক এবং ২০০২ সালে ক্লিনিক্যাল মনস্তত্ত্বে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ২০০৪ সালে স্কুল সাইকোলজির ওপর বিশেষজ্ঞ ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময় তিনি বাংলাদেশের নারীদের উন্নয়নের ওপর গবেষণা করেন। এ বিষয়ে তার গবেষণাকর্ম ফ্লোরিডার অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ সায়েন্টিফিক উপস্থাপনা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

স্বাধীন ফিলিস্তিনের পক্ষে

৬ পৃষ্ঠার পর

বিলটির বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন। এরা হলেন জন ফেটারম্যান ও জো ম্যাঞ্চিন। কী কারণে বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন, তার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন তারা। ফেটারম্যানের সচিব জানান, ডেমোক্রেটিক পার্টির এই সিনিয়র নেতা সব সময়ই দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের পক্ষে। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন, হামাসকে চিরতরে নিষ্ক্রিয় না করলে মধ্যপ্রাচ্যের আল-আকসা অঞ্চলে শান্তি স্থাপন করা সম্ভব নয়।

'সিনেট অধিবেশনে উত্থাপিত বিলটিতে দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের পক্ষে বলা হলেও হামাসকে নিষ্ক্রিয় করার ব্যাপারটির উল্লেখ ছিল না। এ কারণে তিনি (পক্ষে) ভোট দেননি,' বলেন ফেটারম্যানের সচিব।

আরেক ডেমোক্র্যাট সিনেটর জো ম্যাঞ্চিন এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'যদি একবার ফিলিস্তিনের জনগণ তাদের হৃদয় থেকে ইসরায়েলের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে, তাহলে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের পক্ষে দাঁড়ানোর প্রথম ব্যক্তিটি হব আমি।'

ইউরোপীয় ইউনিয়নে জিএসপি

১১ পৃষ্ঠার পর

সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি ফারুক হাসান, নিট পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সভাপতি মোহাম্মদ আলী খোকন এবং আইবিএফবি সহসভাপতি এমএস সিদ্দিকী। অনুষ্ঠান শেষে ধন্যবাদ জানান আইবিএফবি উপদেষ্টা মুহাম্মদ আবদুল মজিদ।

ইইউ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ডিউ ডিলিজেন্স আইন না মানলে নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে পারে বাংলাদেশ। পাশাপাশি জরিমানার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগের জন্য ব্র্যান্ডগুলোকে বাধ্য করা হবে।

বৈঠকে ইইউ রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি বলেন, 'যে ডিউ ডিলিজেন্স আইন করা হয়েছে, তা শুধু ক্রেতা-বিক্রেতার বিষয় না, সরবরাহ চেইনের সঙ্গে যুক্ত সবার পালনের জন্যই তা করা হয়েছে। এসব নিয়ম-কানুনের মধ্যে শিশুশ্রম, বাধ্যতামূলক শ্রম, দাসত্ব, বন ধ্বংস, পরিবেশ দূষণ, ইকোসিস্টেমের ক্ষতি ও মানবাধিকারের মতো বিষয় রয়েছে। সুতরাং এসব শুধু ইউরোপীয় ইউনিয়নের একার স্বার্থ নয়, এর সঙ্গে বৈশ্বিক স্বার্থ যুক্ত।'

বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান বলেন, 'বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গত কয়েক বছরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বেশকিছু বিধিবিধান পাস হয়েছে। যদিও এসবের মূল সারমর্ম প্রায় একই। তার পরও প্রতিটির জন্য আলাদা নিরীক্ষা করতে হয়। এটি নিঃসন্দেহে সময় ও আর্থিক দিক থেকে টেকসই না। সুতরাং আইনগুলো সর্বজনীন ও বৈশ্বিকভাবে পালনযোগ্য হওয়া উচিত। মূল প্রবন্ধে বার্নড স্প্যানিয়ার বলেন, 'স্থানীয় দুর্বল নিয়ম ও কম দামে ক্রয়াদেশ নেয়ার অসুস্থ প্রতিযোগিতার কারণে বৈশ্বিক সরবরাহ খাতে অনেকেই নিয়ম-কানুন মেনে চলেন না। আমরা বাংলাদেশে রানা প্লাজা ধসের ঘটনা এবং নভেল করোনাভাইরাস মহামারীর সময় কিছু ব্র্যান্ড ও ক্রেতাদের দায়িত্বহীন আচরণ দেখেছি। এসব ঘটনা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো স্বেচ্ছায় নিয়ম-কানুন মানছে না। এজন্য সরবরাহ খাতে সুশাসন থাকা প্রয়োজন। এ বাস্তবতায় ইইউ কিছু আবশ্যক পালনীয় আইন বাস্তবায়ন করছে।'

ভূরাজনৈতিক সংকটের

১৮ পৃষ্ঠার পর

সম্পর্কোন্নয়ন করা উচিত। তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রের উচিত হবে আঞ্চলিক হুমকি সামলানোর দায়িত্বভার তার আঞ্চলিক মিত্রদের হাতে ছেড়ে দেওয়া। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে। ইউক্রেন ও গাজায় অস্ত্রশস্ত্রের ঘাটতি প্রমাণ করে যে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পদেরও সীমা আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের দূরদূরান্তে যে সামরিক উপস্থিতি, তা হ্রাস করলে আঞ্চলিক দেশগুলো স্থানীয় হুমকির বিপরীতে নিজ দেশের শক্তি বৃদ্ধি করবে। আঞ্চলিক মিত্ররা নিজ নিজ দায়িত্ব নিলে যুক্তরাষ্ট্রকে আর বড় বড় যুদ্ধে জড়াতে হবে না। দূরবর্তী অঞ্চলে সেনা উপস্থিতি বজায় রাখতে যে খরচ, তাও কমে আসবে।

সর্বোপরি যুক্তরাষ্ট্র যদি বিশ্বব্যাপী তার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রসার চায়, তাহলে নিজ দেশে মডেল গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটাক। এই মডেল তখন অন্য দেশে অনুসৃত হবে।

বাইডেন বলেন, 'আমেরিকা সারা বিশ্বের বাতিঘর'। কিন্তু আমেরিকা যখন তার সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটাচ্ছে, তখন তার নিজের দেশই বেদনাহত। দেশটাকে বাঁচাতে হবে, সাম্রাজ্য নয়। ক্রিস্টোফার ম্যাকক্যালিয়ন ফেলো: ডিফেন্স প্রায়োরিটিজ। অ্যাডজাঙ্কট লেকচারার হান্টার কলেজ। নিবন্ধটি সিএনএনে প্রকাশিত, ইংরেজি থেকে অনূদিত।

বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক

BANGLADESH SOCIETY, INC

International Mother's Language Day 2024

অমর একুশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

সম্মিলিত উদ্‌যাপন ২০২৪ উপলক্ষে

প্রবাসের সকল আঞ্চলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া, রাজনৈতিক, ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী সংগঠনের সঙ্গে

মতবিনিময় সভা

তারিখ : ২৯ জানুয়ারি, সোমবার ২০২৪
সময় : সন্ধ্যা ৬:০০ টা
স্থান : বাংলাদেশ সোসাইটি ভবন
86-24 Whitney Ave, Elmhurst, NY 11373

অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার হবে

সম্মিলিত একুশ উদযাপন ২০২৪

আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

তারিখ : ২০শে ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
সময় : বিকাল ৪টা - রাত ১২টা
স্থান : তিব্বতি কমিউনিটি সেন্টার
(৫৭-১২, ৩২ এভিনিউ, উডসাইড, নিউইয়র্ক)

সুধী,
আগামী ২৯ জানুয়ারি ২০২৪, সোমবার, সন্ধ্যা ৬:০০ টায় বাংলাদেশ সোসাইটি ভবনে প্রবাসের সকল আঞ্চলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া, রাজনৈতিক, ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী সংগঠনের সঙ্গে অমর একুশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান শহীদ দিবস সম্মিলিত উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক মতবিনিময় সভা আহ্বান করা হয়েছে। উক্ত সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সম্মিলিত একুশ উদ্‌যাপন উপ-কমিটি ২০২৪

ফারুক চৌধুরী, আহ্বায়ক, ৯১৭-৬২৭-৩৮৭৭
মোঃ নওশেদ হোসেন, প্রবাস সমন্বয়কারী, ৬৪৬-৩৩৮-২২৪৫
মোহাম্মদ টিপু খান, সমন্বয়কারী, ৬৪৬-৬২৩-৮৬২২
মাইনুল উদ্দিন মাহবুব, সদস্য সচিব, ৭১৮-৩১২-৯৭২১
আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, যুগ্ম-আহ্বায়ক, ৬৪৬-৩২১-৪১১৭
মোঃ মহিউদ্দীন দেওয়ান, সার্বিক সহযোগিতায়, ৯১৭-৫২৩-১৩৪৪
সুশান্ত দত্ত, যুগ্ম-সদস্য সচিব, ৭১৮-৭১০-৫৬১৭

নিবন্ধন উপ-কমিটি (সংগঠন নিবন্ধন বিষয়ক যোগাযোগ)

আবুল কালাম ভূঁইয়া (৯১৭-৬৯২-৭১৯৯), প্রদীপ ভট্টাচার্য (৩৪৭-৪৭৬-৫১৯৪), মো: আখতার বকুল (৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩), শাহ মিজানুর রহমান (৯১৭-৩৩৫-৪৪৯৫)

স্মরণিকা উপকমিটি (৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে স্মরণিকায় লেখা ও বিজ্ঞাপন পাঠাতে আগ্রহীরা যোগাযোগ)

ফয়সল আহমদ (৩৪৭-৭৩৫-৫৮২৩), রিজু মোহাম্মদ (৭১৮-৫৮১-৬৬৩৭), ফারহানা চৌধুরী (৭১৮-৬৯৭-৯০৩৫)

সাংস্কৃতিক উপকমিটি

ডা: শাহনাজ লিপি (৯১৭-৭১৬-৭০৩৯), আবুল বাশার ভুঁইয়া (৩৪৭-২৭৯-২৬৪০), মোঃ সাদী মিঠু (৭১৮-৮২০-৩৬১৯)

মোহাম্মদ রব মিয়া, সভাপতি, ৯১৭-৫৯৫-৯৮১২
মোঃ রুহুল আমিন সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৪৭৬-৫৩৮২

প্রচারে: রিজু মোহাম্মদ, প্রচার সম্পাদক || www.bangladeshsocietyinc.com

GLOBAL MULTI SERVICES INC.

Quick Refund **IRS Authorized Agent**

Tareq Hasan Khan
CEO

Our Services

- TAX (Federal & State)
- IMMIGRATION
- CORPORATION
- BUSINESS SERVICES
- CONSULTING

Open 7 Days A Week

IRS e-file

37-18 74th Street, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-205-2360, Email: globalmsinc@yahoo.com

২০২৩ সালে বাংলাদেশে

১১ পৃষ্ঠার পর

অবস্থান। পাঁচ বছর আগে ভারত থেকে ২৬ হাজার ৬৪৮ কোটি টাকার ৪৭ লাখ টন পণ্য আমদানি করেছিল। ২০২৩ সালে আমদানি হয়েছে ২ কোটি ৮৭ লাখ টন। যার অর্থমূল্য ৮৯ হাজার ৬৭২ কোটি টাকা। সে হিসাবে পাঁচ বছরের ব্যবধানে ৭০ শতাংশ অংশীদারত্ব বেড়েছে ভারতের।

তৃতীয় সর্বোচ্চ ৪১ হাজার ৩৮২ কোটি টাকার ১ কোটি ৭৬ লাখ টন পণ্য আমদানি হয়েছে ইন্দোনেশিয়া থেকে। আমদানীকৃত ভোজ্যতেলের বড় একটি অংশই আসে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এ দেশ থেকে। এছাড়া গত বছর যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২৭ হাজার ২১১ কোটি টাকার, ব্রাজিল থেকে ২৬ হাজার ৪১৩ কোটি, মালয়েশিয়া থেকে ২৩ হাজার ৯২১ কোটি, রাশিয়া থেকে ২৩ হাজার ৩০৫ কোটি, জাপান থেকে ২২ হাজার ২৪১ কোটি এবং সিঙ্গাপুর থেকে ২১ হাজার ৫২৭ কোটি টাকার পণ্য আমদানি করেছে বাংলাদেশ।

এনবিআরের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট আমদানি ব্যয়ের বড় একটি অংশই এলএনজি বা তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস, এলপিজি, পুরনো লোহার টুকরো (রড তৈরির প্রধান কাঁচামাল), ক্লিংকার (সিমেন্ট শিল্পের কাঁচামাল), অপরিশোধিত সয়াবিন তেল, সার, অপরিশোধিত চিনি, তুলা (বস্ত্র খাতের কাঁচামাল), গম, পাম তেল, ফার্নেস অয়েল ও ডিজেলের দখলে।

চীন থেকে বাংলাদেশ শিল্প-কারখানার যন্ত্র, কেমিক্যাল, বস্ত্র খাতের কাঁচামাল, ইলেকট্রনিক পণ্য ও আসবাবপত্র আমদানি করে। আবার পোশাক তৈরির বেশির ভাগ কাঁচামালও আসে চীন থেকে। যদিও আমদানির বিপরীতে চীনে নামমাত্র পণ্য রফতানি করে বাংলাদেশ। ফলে দেশটির সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি সর্বোচ্চ। বর্তমানে দেশের মোট পণ্য রফতানির মাত্র ১ শতাংশের কিছুটা বেশি যায় চীনে। প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে গত বছর খাদ্যশস্য, মসলা, তুলা, মোটরযান, চিনিজাতীয় পণ্য ও জ্বালানি আমদানি হয়েছে বেশি। ইন্দোনেশিয়া থেকে সবচেয়ে বেশি এসেছে পাম অয়েল। দেশটি থেকে বিভিন্ন ধরনের মসলা ও টায়ারও আমদানি করা হয়েছে।

গত বছর যুক্তরাষ্ট্র থেকে সবচেয়ে বেশি আমদানি হয়েছে ইস্পাতের কাঁচামাল, খনিজ জ্বালানি, তেলবীজ, তুলা ও বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তিনির্ভর পণ্য। কাতার ও ওমান থেকে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির আওতায় এলএনজি আমদানি হলেও বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বড় পরিসরে জ্বালানিটি আমদানির উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে স্বয়ংক্রিয় কারখানায় রড তৈরির কাঁচামাল হিসেবে পুরনো লোহার টুকরা আমদানি করে কেএসআরএম। প্রতিষ্ঠানটির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহরিয়ার জাহান বণিক বার্তাকে বলেন, 'চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে মূলত উন্নত দেশগুলো থেকে রড তৈরির কাঁচামাল আমদানি হয়। তবে সিংহভাগই আনা হয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে। এছাড়া যুক্তরাজ্য, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মতো দেশগুলো থেকেও উল্লেখযোগ্য হারে ইস্পাত খাতের কাঁচামাল আমদানি হচ্ছে।'

প্রিমিয়ার সিমেন্ট পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমিরুল হক বণিক বার্তাকে বলেন, 'তুলনামূলক কম সময়ে পণ্য হাতে পাওয়ার কারণে হাতেগোনা কয়েকটা দেশের ওপর আমাদের আমদানিনির্ভরতা অনেক বেড়েছে। প্রকৃত চাহিদা নির্ণয় এবং সে অনুযায়ী উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করতে পারলে আমদানিনির্ভরতা অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব। এ জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিতে হবে।'

এনবিআরের তথ্য অনুযায়ী, গত বছর ব্রাজিল থেকে গম, চিনি, মাংস এবং নানা ধরনের শুকনো ফল ও মসলা আমদানি করেছে বাংলাদেশ। মালয়েশিয়া থেকে এসেছে ভোজ্যতেল, রাবার, দুগ্ধপণ্য, ইলেকট্রনিক সামগ্রী, রাসায়নিক পদার্থ, জুতা ও চামড়াজাত পণ্য। খাদ্যশস্য ও বীজ, গম এবং ডালের উল্লেখযোগ্য আমদানি হিস্যা ছিল রাশিয়ার হাতে। জাপান থেকে আমদানি হয়েছে গাড়ি, ইস্পাতের কাঁচামালসহ শিল্পের যন্ত্র। সিঙ্গাপুর থেকে মূলত জ্বালানি আমদানি করা হয়। পাশাপাশি দেশটি থেকে কাঁচা তুলা, ডাল, গম, তেলবীজ ও পাম অয়েলসহ বিভিন্ন খাদ্যপণ্য এসেছে।

প্যাসিফিক জিন্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ এম তানভীর বণিক বার্তাকে বলেন, 'অর্থমূল্যের দিক থেকে চীন, ভারতসহ যেসব দেশ থেকে সবচেয়ে বেশি আমদানি হয়, সেসব দেশই কিন্তু পণ্য রফতানির চমৎকার বাজার হতে পারে। কিন্তু আমরা উপযুক্ত পরিকল্পনাসহ রফতানিতে পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণ করতে না পারায় এসব দেশের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি বড় হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের পর কিন্তু রফতানির ওপর চাপ তৈরি হবে। সে সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় চীন ও ভারতের সঙ্গে বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনতে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে।' - বণিকবার্তা

২০২৪-এর নির্বাচনে আওয়ামী

১৬ পৃষ্ঠার পর

অস্ট্রেলিয়া, এমনকি ভারতের প্রধান পত্রিকাগুলোতেও বেশ কড়া সমালোচনামূলক রিপোর্ট ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ক্ষমতা-মদমত্ত আওয়ামী লীগ সরকার এসব কিছুই আমলে না এনে তাদের নির্বাচনী এজেন্ডা অপ্রতিহতভাবে কার্যকর করেছে।

যেহেতু নির্বাচনে শতভাগ প্রার্থীই ছিল আওয়ামী লীগ ও তাদের কৃপাপ্রার্থী লেজুড় সংগঠনের এবং যেহেতু নির্বাচনে বিরোধী দলের কোনো প্রার্থী ছিল না; কোনো রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা ছিল না; সে জন্য তাতে অংশগ্রহণে জনগণের কোনো উৎসাহ ছিল না। নির্বাচন কমিশনের হিসাবমতো ভোট দিয়েছে ৪২ শতাংশ ভোটার। কিন্তু এটা হলো কারচুপির চূড়ান্ত। কারণ প্রথম থেকেই জাল ভোট শুরু হলেও বেলা ৩টা পর্যন্ত তাদের ঘোষণা অনুযায়ী ভোট পড়েছিল ২৭ শতাংশ। কিন্তু ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত এই শেষ এক ঘণ্টায় ভোটার সংখ্যা দাঁড়ায় ৪২ শতাংশ। যে কোনো সৎ ও নিরপেক্ষ লোকের কাছে এটা বোঝার অসুবিধা নেই যে, শেষ এক ঘণ্টায় অবাধ কারচুপি করা হয়েছে। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী আওয়ামী লীগ সরকার ছাত্রলীগ ও যুবলীগ কর্মীদের ভোটকেন্দ্রগুলোতে ঢুকিয়ে রাশি রাশি ব্যালট পেপার ভোটের বাক্সে ফেলেছে। এর ফলে ৭ ঘণ্টায় তাদেরই হিসাবমতো ২৭ শতাংশ ভোট পড়লেও শেষদিকে ভোটারদের অনুপস্থিতিতে ভোট পড়ে ১৪ শতাংশ!

আওয়ামী লীগ কোটি কোটি টাকা খরচ করে ভোটার সংগ্রহ করেছে। গরিব ভোটারদের টাকা দিয়ে, বাস ও রিকশায় করে তাদের ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত করে ও বিরিয়ানি খাইয়ে আওয়ামী লীগ ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। মনে হয়, আসলে ১০-১৫ শতাংশের বেশি ভোট পড়েনি। সংবাদপত্রের রিপোর্ট ও ছবি থেকে দেখা যায়, সমতল ও পাহাড়ি অঞ্চলে অসংখ্য ভোটকেন্দ্র একেবারে ফাঁকা ছিল। কেউ ভোট দেয়নি।

এভাবে এই নির্বাচন দেশের মানুষ এবং আন্তর্জাতিক মহল কারচুপির নির্বাচন হিসেবেই প্রত্যাখ্যান করেছে। কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থা এই নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচনের আহ্বান জানিয়েছে। ভারত, চীন, রাশিয়া নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে এই নির্বাচনকে নিরপেক্ষ হিসেবে আখ্যায়িত করে নির্বাচনে জয়ের জন্য শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, কানাডা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশ এ নির্বাচনকে প্রত্যাখ্যান করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং দুনিয়ার নিকৃষ্ট সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর বাংলাদেশের নির্বাচনে এই ভূমিকা পালন করার কারণ বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে নানা কারণে তাদের সম্পর্কের অবনতি। বিশেষ করে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকা সম্পর্কের অবনতির অন্যতম কারণ। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই অবস্থান সত্ত্বেও বাংলাদেশের নির্বাচনের ক্ষেত্রে তারা যে ভূমিকা নিয়েছে, তার ফলে বাংলাদেশের পরিস্থিতি দুনিয়াজুড়ে প্রচার লাভ করেছে। উপরোক্ত দেশগুলো ও তাদের প্রধান প্রধান পত্রিকা বাংলাদেশের নির্বাচনের প্রকৃত চরিত্র উদ্ঘাটন করে দুনিয়ার জনগণকে এ বিষয়ে অবহিত করেছে।

২০০৯ সালে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই প্রধানমন্ত্রী নিজের হাতে সব ক্ষমতা নিয়ে আসার চেষ্টায় নিযুক্ত থেকেছেন। এখন ২০২৪ সালের নির্বাচনে জয়ের পর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাঁর হাতে নিরঙ্কুশভাবে কেন্দ্রীভূত। সরকার ও দলের মন্ত্রী ও নেতারা তাঁর আজ্ঞাবহ ছাড়া আর কিছুই নয়। জনগণ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এক হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার এই কেন্দ্রীভবন রাষ্ট্র, ক্ষমতাসীন সরকার ও দল কারও শক্তির পরিচায়ক নয়। কোনো এক আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সমস্ত শরীরের রক্ত মুখে আসিয়া জমা হইলে তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না।'

আওয়ামী লীগ ২০২৪ সালের এই নির্বাচনে নিরঙ্কুশভাবে জয়লাভ করে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েছে। তা সত্ত্বেও সারাদেশের লোক এবং আন্তর্জাতিক মহল যেভাবে এই নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেছে, তাতে নির্বাচনে জয় সত্ত্বেও রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজিত। এদিক দিয়ে বিচার করলে আওয়ামী লীগ সরকার এখন এক বিরাট সংকটের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশই ব্যবসায়ী। এই ব্যবসায়ীরা এখন নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে যেভাবে দেশের শাসনকাজ পরিচালনা করবেন, তার দ্বারা এই সংকট লাঘব না হয়ে আরও বৃদ্ধি পাবে। মুদ্রাস্ফীতি এখন এই সরকারের সামনে এক বিরাট সমস্যা। জিনিসপত্রের দাম কমে আসার পরিবর্তে আরও বাড়বে। দেশে চুরি, দুর্নীতি ও লুটপাট অতীতের থেকে আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। এসব সমস্যা মোকাবিলা করা আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষে অসম্ভব হবে।

আওয়ামী লীগের নির্বাচনে বিজয় সত্ত্বেও দেশের জনগণ আজ তাদের বিরুদ্ধে চরমভাবে বিক্ষুব্ধ। এ পরিস্থিতিতে জনগণও চায় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে এক নতুন নির্বাচন। এদিক দিয়ে আওয়ামী লীগের নির্বাচনে বিজয় সত্ত্বেও দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখন উত্তপ্ত। এই পরিস্থিতিতে বিএনপিসহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো যদি হতোদ্যম না হয়ে নতুন নির্বাচনের জন্য আন্দোলনে নামে, তাহলে রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোড় ঘুরবে। মুদ্রাস্ফীতি, জিনিসপত্রের অনিয়ন্ত্রিত মূল্যবৃদ্ধি, চারদিকে আওয়ামী লীগের লোকদের চুরি, দুর্নীতি, লুটপাট, বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক মহলের সম্পর্কের অবনতি ইত্যাদি ইস্যু নিয়ে বিএনপিসহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো যদি আন্দোলনে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে আসে, সক্রিয় হয়, তাহলে দেশের পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন হবে। এই সুযোগ যদি বিরোধী দলগুলো ব্যবহার না করে তাহলে সেটা হবে এক বড় রকম রাজনৈতিক নির্বোধের কাজ। শেকসপিয়র লিখেছিলেন, 'There is a tide in the affairs of man which taken at the flood leads on to fortune.' বাংলাদেশের জনগণের এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সামনে এখন এক অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে আওয়ামী লীগ সরকার গভীর সংকটের মুখোমুখি হবে। বদরুদ্দীন উমর: তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক। দৈনিক সমকাল এর সৌজন্যে

বাংলাদেশে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের

৯ পৃষ্ঠার পর

পুরো জানুয়ারি ছিল আন্দোলনে উত্তাল। প্রতিদিন আন্দোলনের ঘটনা ঘটে এবং ধারাবাহিকভাবে দেশব্যাপী আন্দোলন চলতে থাকে। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনের রাস্তায় ছাত্র-জনতার চলমান মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। এতে আসাদুজ্জামান শহিদ হন এবং আহত হন আরও অনেকে।

শেখ হাসিনা আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মুক্ত করা এবং পাকিস্তানি সামরিক শাসন উৎখাতের সংকল্প নিয়ে ১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি সংগ্রামী জনতা শাসকগোষ্ঠীর দমন-পীড়ন ও সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে মিছিল বের করেন। মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণে ঢাকার নবকুমার ইনস্টিটিউশনের নবম শ্রেণির ছাত্র মতিউর রহমান মল্লিক এবং মকবুল, আনোয়ার, রুস্তম, মিলন, আলমগীরসহ আরও কয়েকজন শহিদ হন। জনতার কঠিন রুদ্ররোষ এবং গণঅভ্যুত্থানের জোয়ারে স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকার তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান অভিযুক্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ সকলকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ফলে আইয়ুব খানের স্বৈরতন্ত্রের পতন হয়।

অপশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে আত্মত্যাগকারী সকল শহীদ গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের মাঝে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি শহীদ মতিউরসহ দেশের মুক্তিসংগ্রামের সকল শহীদের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন।

বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় চীন আরও বেশি সহযোগিতা করতে পারে - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিচয় ডেস্ক: চীনকে বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম উন্নয়ন ও কৌশলগত অংশীদার আখ্যায়িত করে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে মসৃণ করতে বেইজিংয়ের কাছে আরও সহযোগিতা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বৃহস্পতিবার (২৫ জানুয়ারি) সকালে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে যান চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিভাগের ভাইস-মিনিস্টার সান হাইয়ান। এ সময় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এ সহযোগিতা চান।

এ সময় শেখ হাসিনা বলেন, 'আমাদের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে মসৃণ করতে অতীতের চেয়ে চীন আরও বেশি সহযোগিতা করতে পারে।'

বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর স্পিচরাইটার এম নজরুল ইসলাম সাংবাদিকদের এ বিষয়ে ব্রিফ করেন। সান হাইয়ান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হওয়ায় শেখ হাসিনাকে তার দেশের প্রেসিডেন্ট শি জিংপিংয়ের অভিনন্দন জানান।

তিনি বলেন, দেশবাসীর ভাগ্য পরিবর্তনের সংগ্রাম এবং বাংলাদেশি জনগণের প্রতি ভালোবাসা ও মমতার কারণে শি জিংপিং প্রধানমন্ত্রীর পুনঃনির্বাচিত হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন।

সান হাইয়ান আরও বলেন, 'শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হওয়ার বিষয়ে শি নিশ্চিত ছিলেন, কারণ দেশ ও জনগণের প্রতি তার দেশপ্রেম এবং তিনি জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন।'

চীনের ভাইস মিনিস্টার চীন সরকার ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিসি) পক্ষ থেকে শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হওয়ায় অভিনন্দন জানান।

এ ছাড়া সান হাইয়ান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর একমাত্র কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

তিনি আশা করেন, 'সায়মা ওয়াজেদ পুতুল বিশ্বব্যাপী অটিজম নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করবে।'

সান সাইয়ান আশা প্রকাশ করেন, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রীর কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে এবং দেশকে একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশে রূপান্তরিত করার কাজ দ্রুত গতিতে চলবে।

চীনের ভাইস মিনিস্টার ক্রমবর্ধমান কর্মসূচিগুলো আরও বাড়ানোর মাধ্যমে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মধ্যে সম্পর্ক জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। অ্যাম্বাসেডর অ্যাট-লার্জ এম জিয়াউদ্দিন এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এম তোফাজ্জেল হোসেন এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

কার জন্য ঘণ্টা বাজছে...

১৮ পৃষ্ঠার পর

হয়েছে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন দলের নেতা, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও পছন্দের ব্যবসায়িক বন্ধুদের বিদ্যমান সুস্পষ্ট দুর্নীতির ব্যাপারে তারা যেন অন্ধ। সংসদে এখন একচেটিয়া ক্ষমতাসীন দলের আধিপত্য। নির্বাহী বিভাগকে জবাবদিহি করার একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে খোদ সংসদ তার দায়িত্ব থেকে পিছু হটেছে। জনগণের কিছু গুরুতর উদ্বেগ চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে এই সংসদের তৎপরতার অভাব প্রকট।

সব স্তরে আমাদের নির্বাচনী সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিত্ব এখন স্বঘোষিত ও প্রত্যাশিত ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের ব্যবসায়িক স্বার্থে নিজেদের দপ্তর ব্যবহার করতে পছন্দ করেন, যা স্বার্থের দ্বন্দ্বের নিয়মের লঙ্ঘন। যার ফলে প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার কাজ দুর্বল হয়ে পড়ে।

আইনের শাসন রক্ষা ছাড়া ব্যবসায়িক অগ্রগতি, তা দেশি বা বিদেশি যা-ই হোক না কেন, বিষয়টি রাজনৈতিক পরিচয়, সঠিক যোগাযোগ ও বস্তুগত প্রণোদনা দেওয়ার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বেচ্ছাচারী কর্মকাণ্ড নিয়ে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগের কারণে অন্যান্য এশীয় দেশের তুলনায় আমাদের এখানে কম প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) আসছে।

শাসনভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সমর্থনসহযোগিতা ছাড়া নাগরিক সমাজ বিপন্ন থেকে যায়। তাদের সরকারি প্রতিষ্ঠানের করুণায় চলতে হয়। কারণ, তাদের টিকে থাকার আর্থিক উপায় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো হাতে রাখা হয়েছে। একটি নাগরিক সমাজের সংগঠনের (সিএসও) ভাগ্য নির্ধারণের জন্য কোনো বস্তুনিষ্ঠ মানদণ্ড নেই। এটা নির্ভর করে ক্ষমতার সঙ্গে তাদের সমীকরণ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ওপর। এ ধরনের একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশে মুহাম্মদ ইউনূসের মতো বৈশ্বিকভাবে অনেক উঁচু পর্যায়ের একজন ব্যক্তির অধিকারের ওপর আক্রমণের অর্থ হলো, যে কেউ রাজনৈতিক বিরোধী, বন্ধুহীন ব্যবসায়ী, নাগরিক সমাজের সংগঠন, স্পষ্টভাষী ব্যক্তিরা 'বিপন্ন প্রজাতি' হিসেবে থাকছেন। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত যে অধ্যাপক ইউনূসের মতো কোনো ব্যক্তির জন্য যখন ঘণ্টা বাজছে, তখন একদিন সেই ঘণ্টা আমাদের যে কারও জন্য বাজতে পারে। রেহমান সোবহান জানুয়ারি ২০২৪। দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

দেশ কি একদলীয় শাসনের

১৬ পৃষ্ঠার পর

মেয়াদে সরকারকে এই সিন্ডিকেট ব্যবসায়ী মহলের কাছেই একাধিকবার অসহায় হয়ে পড়তে দেখা গেছে। সংসদে এসব ব্যবসায়ীর সংখ্যা স্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বেড়েছে বলা ঠিক হবে না। তাঁরা বিপুল সম্পদের মালিক হওয়ায় অর্থের জোরে রাজনৈতিক শক্তিমত্তা অর্জন করেছেন। তাঁরা ক্ষমতাসীনদের সন্তুষ্ট করেই দলে পদ ও পদবি দখল করে নিয়েছেন। ফলে প্রকৃত রাজনৈতিক নেতারা পিছিয়ে পড়ছেন। ভোটাধিকার গণতন্ত্রচর্চার অন্যতম স্তম্ভ। এবার নিয়ে গত তিনটি জাতীয় নির্বাচনে সাধারণ মানুষ তাঁদের সেই অধিকার যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারেননি। গণতন্ত্রের স্বাভাবিক ধারা এভাবেই বারবার বিঘ্নিত হয়েছে। প্রতিপক্ষকে রাজনৈতিক ময়দান থেকে বিতাড়িত করে যেভাবে নির্বাচনটি সম্পন্ন করা হলো, তাতে সবার মনে প্রশ্ন জেগেছে, এ দেশে আর কখনো কি সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না? নিজ দল থেকে ডামি প্রার্থী দিয়ে, শরিক ও জোটের দল নিয়ে মিলেমিশে যে নির্বাচন করা হয়েছে, তা যেকোনো বিচারে দেশের নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের সঙ্গেই তুলনা চলে। ২০১৪ সালে বিনা ভোটের নির্বাচন, ২০১৮ সালে রাতের ভোটের নির্বাচনের পর এ বছরের এই অভিনব কায়দার নির্বাচন দেশের মানুষকে সত্যিই হতাশ করেছে। এই নির্বাচন সরকারি দলের সমর্থকদের মুখে বিজয়ের হাসি ফোটালেও, প্রকৃত গণতন্ত্রকামীদের হাসি কেড়ে নিয়েছে। এমন বিজয়ে খুশি হওয়া যায়, কিন্তু গর্ব করা যায় না। এ ধরনের একতরফা এই নির্বাচন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ গণতন্ত্রের জন্য শুভ নয় বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মত পোষণ করেছেন। এবার যে অভিনব কায়দায় নির্বাচন হলো, তাতে দেশের সাধারণ মানুষ সন্তুষ্ট হতে পারেনি। আন্তর্জাতিক মহলেও এ নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক আছে। আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, 'বিরোধী দল নির্বাচনে অংশ নেয়নি বলে দেশে গণতন্ত্র নেই, সে কথা ঠিক নয়; বরং জনগণ নির্বাচনে অংশ নিয়েছে সেটিই বড় কথা।' তাঁর এই বক্তব্য দেশে একদলীয় শাসনের ভীতি বাড়িয়ে তুলেছে। বৃহত্তর বিরোধী দলের প্রায় সব শীর্ষ নেতাসহ শত শত নেতা-কর্মীকে জেলহাজতে আটক রেখে ক্ষমতাসীন দল যে শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছে, তা দেশের গণতন্ত্রচর্চা এবং ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের জন্য অশনিসংকেত। তা ছাড়া, সংসদে বিরোধী নেতা বা দল কে বা কারা হবে, তা-ও যদি সরকারদলীয় নেতা ঠিক করেন, তাহলে কি বলা যায় যে বাংলাদেশ বহুদলীয় উদার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পথে এগিয়ে যাচ্ছে? অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ও কলাম লেখক। দৈনিক আজকের পত্রিকা-র সৌজন্যে

বাংলাদেশের সঙ্গে আরো জোরালো

৯ পৃষ্ঠার পর

কোট নয়, এটি পাটজাত তন্তু ও খাদি মিশ্রণের কাপড় দিয়ে তৈরি। বাংলাদেশের কারুশিল্পকে উৎসাহ দিতে আমি এই পোশাক পরেছি।' রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে হাছান মাহমুদ সাংবাদিকদের বলেন, 'ফ্রান্স ও জার্মানি বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন অংশীদার।

স্বাধীনতার পরপরই যে দেশগুলো আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছিল, এই দেশ দুটি তাদের অন্যতম।'

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি বাজার হচ্ছে জার্মানি। ফ্রান্সও আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে তৈরি পোশাক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ওপরের দিকে। সম্পর্ক গভীর করতে আমাদের বিজনেস বাস্কেট বিস্তৃত করা নিয়ে আলোচনা করেছি।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এয়ারবাস কেনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সফরে এটি আলোচনা হয়েছিল। আমাদের ইকোনমি যখন পারমিট করবে তখন আমরা পারব।'

এদিকে জার্মানির রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে হাছান মাহমুদ বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের পর আমাদের যুদ্ধশিশুদের নিয়েছিল জার্মানি। ফ্রান্সও কিছু নিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার কারণেই ওই শিশুদের জন্ম হয়েছিল। জার্মানি ওই সময় অনাথ হয়ে যাওয়া শিশুদের ব্যাপক হারে নিয়েছিল। আমাদের অনেক মুক্তিযোদ্ধাও পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের বেশির ভাগকেই চিকিৎসা দিয়েছিল জার্মানি। এ জন্য তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছি।'

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাখোঁর সফরে বাংলাদেশের জন্য দ্বিতীয় স্যাটেলাইটের বিষয়ে স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ আমাদের একটি অগ্রাধিকার, বিশেষ করে আবহাওয়া বার্তা পাঠানোর জন্য এবং নিরাপত্তা ইস্যুতে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি নিয়ে সেপ্টেম্বরে এমওইউ হয়েছে। এর মধ্যে আমাদের নির্বাচন ছিল। নিশ্চয়ই কাজটি দ্রুত এগোবে।'

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'ফেব্রুয়ারিতে মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে যোগ দিতে জার্মানি যাবেন প্রধানমন্ত্রী। ওই সম্মেলনের ফাঁকে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের বিষয়ে আলোচনা চলছে।'

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গ নিয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে কি না জানতে চাইলে হাছান মাহমুদ বলেন, 'দুই দেশের রাষ্ট্রদূত নির্বাচন নিয়ে কোনো আলোচনাই করেননি, বরং তাঁরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুনর্নির্বাচিত হওয়ায় জার্মানির চ্যান্সেলর ও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের অভিনন্দন বার্তার হার্ডকপি আমার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।'

বাংলাদেশের সাথে দ্বিপক্ষীয়

১১ পৃষ্ঠার পর

১৬ হাজার কোটি টাকার বেশি। জাপানে ছয় বছর বাংলাদেশের কমার্শিয়াল কাউন্সিলরের দায়িত্ব পালন করেছেন এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান ও বর্তমানে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ফোরাম অব বাংলাদেশের (আইবিএফবি) উপদেষ্টা ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, '১৯৭২ সাল থেকে জাপান বাংলাদেশকে বিপুল পরিমাণ অর্থসহায়তা দিয়ে এসেছে। আগে অনুদান বেশি ছিল। দেশটি থেকে পাওয়া ঋণের সুদহার ১ শতাংশের নিচে। শিনজো আবের সময়ে জাপানে পুঁজির উদ্বৃত্ত তৈরি হয়েছিল। তিনি ২০১৫ সালে বড় বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ে এসেছিলেন, তখন বিগ বির আওতায় বড় অংকের বিনিয়োগের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময়ের পর থেকে বিনিয়োগ আকারে বছরে ৩০০ মিলিয়নের বেশি অর্থ জাপান দিতে শুরু করে। এক পর্যায়ে মাতারবাড়ীসহ বড় প্রকল্পে জাপান সম্পৃক্ত হয়। বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে বড় বিনিয়োগ করছে ভারত, এ প্রেক্ষাপটে জাপানও এ এলাকায় উপস্থিতি বাড়ানোর তাগিদ অনুভব করে। ফলে মাতারবাড়ীর গভীর সমুদ্রবন্দরের মতো কাজগুলো তারা নিল বা পেল। এছাড়া কিছু প্রকল্পে পরোক্ষভাবে অর্থায়নের সুযোগও তারা গ্রহণ করল।'

২১ হাজার ৯৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন উত্তরা-মতিঝিল মেট্রোরেল প্রকল্পে (এমআরটি-৬) জাইকার বিনিয়োগ ১৬ হাজার ৫৯৫ কোটি টাকা। এটির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। এর পুরো রুটে এখন মেট্রো চলাচলও শুরু হয়েছে। হেমায়েতপুর-ভাটারা পর্যন্ত নির্মীয়মাণ মেট্রোরেল (এমআরটি-৫) নির্মাণ প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ৪২ হাজার ২৩৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে জাইকা দিচ্ছে ২৯ হাজার ১১৭ কোটি টাকা। ছাড়া যমুনা নদীর ওপর ১৬ হাজার ৭৮০ কোটি টাকায় নির্মাণ করা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলসেতুটি। প্রকল্প ব্যয়ের ৭২ দশমিক ৪ শতাংশ বা ১২ হাজার ১৪৯ কোটি টাকা ঋণসহায়তা দিচ্ছে জাইকা। পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলোয় সেতু অবকাঠামো নির্মাণে চলমান ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রিজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট, আন্তঃসীমান্ত সড়ক যোগাযোগ উন্নয়নে গৃহীত ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্পেও অর্থায়ন করছে জাপান।

দেশটির বিনিয়োগ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, 'জাপান-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে টোকিও প্রধানত নাগরিক পর্যায়ের যোগাযোগের মাধ্যমে জনগণকে কীভাবে আরো লাভবান করা যায়, সে বিষয়ে কাজ করছে। রাজনৈতিক বিবেচনায় দেখলে, মুক্ত ও অবাধ ইন্দো-প্যাসিফিক উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশে মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর হলে একটি আঞ্চলিক হাবে পরিণত হবে বাংলাদেশ। আর আগামী দিনগুলোয় বাংলাদেশ হবে উদীয়মান অর্থনীতির দেশ। জাপান যদি সহযোগিতা অব্যাহত রাখে তাহলে তা সে সময় দুই দেশের জন্যই উইন উইন সিচুয়েশন তৈরি করবে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ যেমন আফগানিস্তান, পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকট রয়েছে। তারা সেনাশাসিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গেছে। আমরা বিগত বছরগুলোয় এসবের মুখোমুখি হইনি। এ কারণে বাংলাদেশকে জাপান অনেক স্থিতিশীল মনে করে।'

জাপানি বাণিজ্য উন্নয়ন সংস্থা জাপান এক্সটারনাল ট্রেড অর্গানাইজেশনের (জেট্রো) ১৯৭৩ সাল থেকে বাংলাদেশে জাপানি বিনিয়োগ করে আসছে। সংস্থাটির তথ্যমতে, প্রতি বছর বাংলাদেশে জাপানি বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ছে। বর্তমানে জেট্রোর মাধ্যমে ৩৩৮টি জাপানি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনা করছে। এর মধ্যে ৬৮ শতাংশের বেশি কোম্পানি বাংলাদেশে ব্যবসার আরো প্রসার ঘটাতে চায়।

সারা দেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে সরকার। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কয়েকটি দেশ কাজও শুরু করেছে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিবেচনায় এর মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে জাপানের বিনিয়োগকারীদের জন্য জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল। আগামী বছরেই নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে নির্মাণাধীন অঞ্চলটিতে বেশকিছু শিল্প স্থাপনের কাজও সম্পন্ন হওয়ার প্রত্যাশা রয়েছে। জাপান সরকার জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নের জন্য ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন প্রজেক্টের আওতায় ১৩ কোটি ৫৩ লাখ ১০ হাজার ডলার সহায়তা দিয়েছে। এ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনে সরকার প্রায় ৩ হাজার ২০০ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এছাড়া জাইকার আরো ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন হয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) তথ্য অনুযায়ী, জিটুজি পদ্ধতিতে বাস্তবায়নাধীন জাপানের অর্থনৈতিক অঞ্চলটির ১ হাজার একরে অন্তত ১০০টি জাপানি কোম্পানি বিনিয়োগ করতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে। দুই দেশের সম্পর্ক নিয়ে জাপান-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (জেবিসিসিআই) সেক্রেটারি জেনারেল মো. আনোয়ার শহীদ বণিক বার্তাকে বলেন, 'বাংলাদেশের জন্য অর্থনৈতিক অংশীদারত্বের জন্য জাপানের চেয়ে ভালো কোনো অংশীদার পাওয়া যাবে না। স্বাধীনতার পর থেকেই দেশটি ব্যাপক সহযোগিতা করে আসছে বাংলাদেশকে। ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ডের মতো দেশকেও তারা সহযোগিতা করেছে। ভারত বড় দেশ হলেও ভারতকেও তারা সহযোগিতা করেছে। অর্থনৈতিক অংশীদার হিসেবে তারা খুবই ভালো।'

তবে বিপুল বিনিয়োগে নির্মিত জাপানি বিনিয়োগ প্রকল্পগুলো বেশ ব্যয়বহুল বলে বিভিন্ন সময় আলোচনায় এসেছে। এর বড় একটি উদাহরণ চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক চারলেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প। ২৩ দশমিক ৫২ কিলোমিটার মহাসড়কটিকে চারলেনে উন্নীত করার জন্য ১২ হাজার ১৩৬ কোটি টাকার একটি প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে পাঠিয়েছিল সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর। এ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, নকশাসহ আনুষঙ্গিক পরিকল্পনার দায়িত্বে জাইকার বিশেষজ্ঞরা। জাপানের অর্থায়নে প্রকল্পটিতে প্রতি কিলোমিটারে ২৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছিল। প্রস্তাবে ফ্লাইওভার, সেতু নির্মাণ, ভূমি অধিগ্রহণসহ সম্ভাব্য অন্যান্য ব্যয় যুক্ত করে দেখা গেছে প্রতি কিলোমিটার সড়ক নির্মাণে সার্বিক খরচ পড়ে ৫২৬ কোটি টাকা, যা একই ধরনের চলমান অন্যান্য প্রকল্পের বরাদ্দের চেয়ে প্রায় দুই-তিন গুণ বেশি ছিল। ব্যাপক সমালোচনার মুখে পরে প্রকল্পের ব্যয় কমিয়ে দেয় পরিকল্পনা কমিশন। সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকার বেশি কমিয়ে প্রকল্পের ব্যয় নামিয়ে আনা হয় ৮ হাজার ৫৫৬ কোটি ১৬ লাখ টাকায়।

জাইকার ঋণে প্রকল্প ভূগর্ভস্থ গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিল ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো) ও ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ডিপিডিসি)। এজন্য ২০১৮ সালে ১ হাজার ৯০০ কোটি টাকার দুটি প্রকল্প নেয়া হয়। এ টাকায় ২০২৩ সালের মধ্যে রাজধানীর গুলশান ও কারওয়ান বাজারে মাটির নিচে দুটি গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণের কথা ছিল। সে মেয়াদ শেষ হলেও প্রকল্পের ডিজাইন ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি ডেসকো ও ডিপিডিসি। এরই মধ্যে ১৩০ কোটি টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত কাজ শুরুর আগে প্রকল্প দুটি আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান এমপি বলেন, 'জাপানের প্রকল্পে ব্যয় বেশি হয় বলে শুনেছি। তারা হয়তো মানের বিষয়ে ছাড় দেয় না। অন্যরা হয়তো আপস করে। কিন্তু জাপান ২ টাকার কাজ ২ টাকায়ই করে। দেড় টাকা ব্যয় করে না। তারা সমীক্ষাও ভালোভাবে করে। তারা টেকসই উন্নয়ন সহযোগী। তাদের মাধ্যমে এডিবি থেকেও আমরা অর্থায়ন পাচ্ছি।'-বণিকবার্তা

বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচার

৫ পৃষ্ঠার পর

সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আবুল বারকাত এত বিপুল অর্থ পাচার হয়েছে বলে দাবি করেন। সমিতির হিসাবে ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত পাচার হওয়া অর্থের ৫ শতাংশ উদ্ধার করা গেলেও সরকার ৫৯ হাজার ৬২৫ কোটি টাকা পাবে। দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ উদ্ধারের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান উৎস হতে পারে কালো টাকা ও অর্থপাচারের ওই খাত- এমন মন্তব্যও করেন এই অর্থনীতিবিদ।

ওয়াশিংটনভিত্তিক সংস্থা গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইনটেগ্রিটি (জিএফআই) বলছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর গড়ে ৭৫৩ কোটি ৩৭ লাখ ডলার পাচার হয়। টাকার অঙ্কে তা প্রায় ৮০ হাজার কোটি টাকা। আর সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১ সালে দেশটির বিভিন্ন ব্যাংকে বাংলাদেশিদের গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৮৭ কোটি ১১ লাখ সুইস ফ্রাঁ, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৮ হাজার ২৭৫ কোটি টাকা। অবশ্য অনেকেই মনে করেন, পাচার করা অর্থের পরিমাণ আরও বেশি হবে।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ট্যাক্স জাস্টিস নেটওয়ার্ক (টিজেএন) বলছে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বছরে কর ফাঁকি দিয়ে যে পরিমাণ অর্থ করস্বর্গখ্যাত দেশগুলোতে পাচার হয়, তার পরিমাণ ৪২ হাজার ৭০০ কোটি ডলার।

পাচার রোধে বাংলাদেশ ব্যাংক কেন পদক্ষেপ নিচ্ছে না- এমন প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গর্ভনর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ ডয়চে ভেলেকে বলেন, "বাংলাদেশ ব্যাংক কিন্তু এগমন্ট গ্রুপের সদস্য। (এগমন্টগ্রুপ হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (এফআইইউ) সমন্বয়ে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক ফোরাম, যারা মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন-সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে কাজ করে।) এই গ্রুপের সদস্য হওয়ার কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক কিন্তু পাচার হওয়া টাকার তথ্য পেয়ে থাকে। কারা পাচার করছে, সেসব নামও পেয়ে থাকে। এই তথ্যগুলো নিয়ে শক্ত পদক্ষেপ আমরা দেখছি না। আমার মতে, অর্থপাচার রোধে একটা সমন্বিত পদক্ষেপ দরকার। সেই পদক্ষেপটা আমরা দেখছি না। অথচ পাশ্ববর্তী দেশ ভারতে কিন্তু এসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়। তারা দেখেন কিং ফিশারের তথ্য সংগ্রহ করে পদক্ষেপ নিচ্ছে। বাংলাদেশে এগুলো দৃশ্যমান না।"

সবচেয়ে বেশি অর্থপাচার যেসব দেশে

ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ফর প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যান্ড কমব্যাটিং ফিনান্স অব টেরোরিজম নামের প্রথম কৌশলপত্রটি ছিল ২০১৫-২০১৯ সময়ের জন্য। আর পরেরটি ২০১৯-২১ সময়ের। সর্বশেষ কৌশলপত্রেই বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি অর্থ পাচার হয়েছে এ রকম ১০টি দেশ বা অঞ্চলের নাম দেওয়া হয়েছে। নতুন কৌশলপত্র এখনো তৈরি করা হয়নি।

কৌশলপত্রে বলা হয়েছে, বিভিন্ন গবেষণা ও অবৈধ অর্থ প্রবাহের ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে, ১০টি দেশ বা অঞ্চলেই বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি অর্থ পাচার হয়। এই ১০ দেশ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, কেম্যান আইল্যান্ড ও ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডস।

অর্থপাচার রোধে আইন

বাংলাদেশে অর্থের অবৈধ ব্যবহার নিয়ে প্রথম আইনটির নাম ছিল মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০০২ (২০০২ সালের ৭ নম্বর আইন)। এ আইনের বিধানাবলী অপর্যাপ্ত থাকায় ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এ লক্ষ্যে একটি অধ্যাদেশ জারি করে (অধ্যাদেশ নম্বর ১২, ২০০৮) কিছু বিষয় যুক্ত করে। পরে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার অধ্যাদেশটি সংবিধানের অনুশাসন অনুযায়ী পরীক্ষা করে ২০০৯ সালে আইনে রূপান্তরিত করে। আইনটির শিরোনাম ছিল মানি লন্ডারিং আইন-২০০৯ (২০০৯ সালের ৮ নম্বর আইন)। ২০০৯ সালের আইনটিও পরে বাতিল করে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ অধ্যাদেশ ২০১২ জারি করা হয়, যা পরবর্তী সময়ে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ নামেই পরিচিত।

কেন ঠেকানো যাচ্ছে না অর্থপাচার?

বাংলাদেশ কেন অর্থ পাচার ঠেকাতে পারছে না? ২০১৩ জুলাই মাসে বাংলাদেশ এগমন্ট গ্রুপের সদস্য হয়েছিল। এগমন্ট গ্রুপের সদস্যরা বিভিন্ন দেশের একই ধরনের সংস্থার কাছ থেকে মানি লন্ডারিং, সন্ত্রাসে অর্থায়ন ও বিদেশে পাচার করা অর্থের তথ্য পেতে পারে। কিন্তু এতে খুব লাভ হয়নি। কারণ, বাংলাদেশ পারস্পরিক তথ্য আদান-প্রদানের বৈশ্বিক কাঠামো কমন রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড (সিআরএস)-এ ঢোকেনি। এই কাঠামোতে ঢুকতে হলে আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা জরুরি। এ জন্য আর্থিক খাতকে সব ধরনের আন্তর্জাতিক আইন ও মান অনুসরণ করতে হয়। বাংলাদেশের সংকট এখানেই। ফলে বক্তৃতা আর বিবৃতির মধ্যেই বাংলাদেশের সব উদ্যোগ সীমাবদ্ধ। টাকা পাচার বন্ধে আসলে কার্যকর কোনো উদ্যোগ দৃশ্যমান নয়। অর্থপাচার ঠেকাতে না পারার কারণ জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গর্ভনর আবুল কাশেম ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আইন যেটা আছে, সেটা একেবারে অপ্রতুল না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, আমরা সবাই বাংলাদেশ ব্যাংকের ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্ট ইউনিটের দিকে তাকিয়ে থাকি। আসলে তাদের কাজটা হচ্ছে, কোনো অস্বাভাবিক লেনদেন বা টাকা পাচারের তথ্য পেলে সেটার অনুসন্ধান করা। তারপর তারা যে রিপোর্ট দেয় সেটা ধরে দুদক বা সিআইডি কাজ করে।" তাহলে পাচার ঠেকানোর দায়িত্ব কার? এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এটার দায়িত্ব বাংলাদেশ ব্যাংকের। কিন্তু তারা সেটা সঠিকভাবে করছে কিনা সেটাই বড় প্রশ্ন।"

রপ্তানির আড়ালে ৮২১ কোটি টাকা পাচার?

তৈরি পোশাক রপ্তানির আড়ালে ৩৩টি গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানের ৮২১ কোটি টাকা পাচারের তথ্য পেয়েছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা। দেশের সবচেয়ে বড় অর্থপাচার কেলেঙ্কারির অন্যতম এই ঘটনা কিছুদিন আগে উদ্ঘাটন হলেও এসব পণ্য রপ্তানি হয়েছে ২০১৭ সাল থেকে ২০২৩ সালের মে মাস পর্যন্ত। শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর জানিয়েছে, এসব প্রতিষ্ঠান ১৩ হাজার ৮১৭টি চালানে ৯৩৩ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি করলেও দেশে এনেছে মাত্র ১১১ কোটি টাকা। বাকি ৮২১ কোটি টাকা সিঙ্গাপুর, দুবাই, মালয়েশিয়া, ক্যানাডাসহ ২৫টি দেশে পাচার করতে ভুয়া রপ্তানি নথি ব্যবহার করেছে প্রতারকচক্র। এসব পণ্য রপ্তানি করতে পণ্যের প্রকৃত দামের চেয়ে অন্তত ১০ গুণ কম মূল্য দেখানোর পাশাপাশি রপ্তানি পণ্যকে 'নমুনা' পণ্য হিসেবে দেখানো হয়েছে। নমুনা পণ্য হিসেবে দেখানোর কারণে এসব পণ্যের বিপরীতে দেশে কোনো টাকা আসেনি।

হুন্ডির মাধ্যমে বছরে পাচার ৭৫ হাজার কোটি!

মোবাইলে ফিনান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) ব্যবহার করে এক বছরে ৭৫ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়। ২০২২ সালে এই তথ্য তুলে ধরে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ সিআইডি প্রধান মোহাম্মদ আলী মিয়া বলেছেন, গত কয়েক বছরে ব্যাংকিং চ্যানেল বহির্ভূত অবৈধভাবে মোবাইল ব্যাংকিং হুন্ডির মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায়, দেশের প্রবাসী আয়ের তুলনামূলক কিছুটা হলেও ভাটা পড়ে। হুন্ডি বন্ধে সরকার নানা পদক্ষেপ নিলেও কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর কারণে বন্ধ করা যাচ্ছে না। উল্টো দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। এমন অবস্থায় দেশে ডলারের দাম বৃদ্ধিসহ নানা কারণ তদন্ত করতে গিয়ে এই পাচারকারী চক্রের সন্ধান পায় সিআইডি। দেশের অর্থনীতির ঝুঁকি মোকাবিলায় ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্ট ইউনিটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে সিআইডি। সিআইডির ডিআইজি (অর্গ্যানাইজ ক্রাইম) কুসুম দেওয়ান ডয়চে ভেলেকে বলেন, "পাচার হওয়া টাকা ফিরিয়ে আনতে আমরা কাজ করছি। অন্তত দুটি দেশ থেকে কিছু টাকা ফিরিয়ে আনার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। আশা করি, শিগগিরই আমরা সফল হবো। পাশাপাশি পাচার চক্রের বিরুদ্ধেও আমাদের বেশ কিছু তদন্ত হবে।"

ব্যাংকের টাকা লোপাট প্রসঙ্গে সিপিডি

২০০৮ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে সরকারি-বেসরকারি ১৯টি ব্যাংকে ২৪টি বড় ঋণ কেলেঙ্কারির মাধ্যমে ৯২ হাজার কোটিরও বেশি টাকা আত্মসাৎ হয়েছে বলে জানিয়েছে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ- সিপিডি। ঋণ কেলেঙ্কারির ঘটনাগুলো নিয়ে ১৫ বছরে গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে এই হিসাব দিয়েছে সংস্থাটি। গত ডিসেম্বরে সিপিডি এই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। সিপিডি বলছে, ২০০৮ সাল পর্যন্ত ব্যাংক খাতে মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ২২ হাজার কোটি টাকা। এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকায়। গত ১৫ বছরে নানা অনিয়মের মাধ্যমে ২৪টি বড় ঋণ কেলেঙ্কারির ঘটনায় ৯২ হাজার ২৬১ কোটিরও বেশি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

সিপিডির হিসাবে, রাষ্ট্রায়ত্ব সোনালি ব্যাংকের হলমার্ক গ্রুপ নিয়ে গেছে ৪ হাজার ৩৫৭ কোটি টাকা। জনতা, প্রাইম, যমুনা, শাহজালাল ও প্রিমিয়ার ব্যাংক থেকে বিসমিল্লাহ গ্রুপ নিয়ে গেছে ১ হাজার ১৭৪ কোটি ৪৬ লাখ টাকা। বেসিক ব্যাংক থেকে ২০১৫ সালে সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকার ঋণ নেওয়া হয় জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এ ঘটনায় ১২০ জনের বিরুদ্ধে ৬০টি মামলা করেছে। এমন আরও ৯টি বড় ঋণ কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটেছে। অর্থনীতিবিদদের অনেকে মনে করেন, এই টাকার বড় একটা অংশ পাচার হয়েছে। পাচার হওয়া টাকা ফিরিয়ে আনতে যে উদ্যোগ দরকার, সরকার তা নিচ্ছে কিনা জানতে চাইলে সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ডয়চে ভেলেকে বলেন, "উদ্যোগ যে নেওয়া হচ্ছে না, সেটা তো আমরা দেখছি। উদ্যোগের জন্য দরকার নীতি সংস্কার। টাকার যে বিনিময় হার সেটা কোনোভাবেই পাচার রোধের জন্য সহায়ক নয়। পাশাপাশি টাকা দেশে আনার জন্যও সহায়ক না। এছাড়া এটার জন্য যে প্রশাসনিক সক্ষমতা দরকার, সেটাও ঘাটতি আছে। এর কারণ হলো এটা করার জন্য যে রাজনৈতিক উৎসাহ বা প্রেরণা দরকার সেটা দেশে নেই। রাজনৈতিক দৃঢ়তা না থাকায় বাদবাকী কাজগুলোও আমরা দেখছি না।"- জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

নিউইয়র্কে বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান এর ৮৮তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন :

বাংলাদেশের এক তরফা নির্বাচনে ৯৫ মানুষ ভোট দিতে যায়নি

পরিচয় ডেস্ক: গত ২২ জানুয়ারী সোমবার বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও সাবেক প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমানের ৮৮তম জন্মদিবস পালন উপলক্ষ্যে জ্যাকসন হাইটস্থ কাবাব কিং রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত সভায় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতৃবৃন্দ বলেছেন, বাংলাদেশের ৯৫ মানুষ ভোট দিতে যায় নি, শেখ হাসিনার এক তরফা নির্বাচন বিরোধী আন্দোলনে বিএনপি ও জনগনের বিজয় হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য গিয়াস আহমেদ ও বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টন। যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএনপি নেতা আনোয়ার হোসেন। সঞ্চালনায় বিএনপি নেতা মোশাররফ হোসেন সবুজ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা আব্দুস সবুর।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিএনপি নেতা মুক্তিযোদ্ধার বাবর উদ্দীন, কাজি আজম, ফিরোজ আহমেদ, শরীফ লস্কর, সৈয়দা মাহমুদা শিরিন, জাহাঙ্গীর সরোয়ার্দী, ফারুক চৌধুরী, মাকসুদ চৌধুরী, জাকির হাওলাদার, মির্জা জসিম, খলকু রহমান, রিয়াজ মাহমুদ, সাহাদাত হোসেন রাজু প্রমুখ।

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মার্কিন কংগ্রেসে ক্যালিফোর্নিয়া (জেলা ১২) এর প্রার্থী আব্দুর আর সিকদার। অনুষ্ঠানের পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত এবং দোয়া পরিচালনা করেন জ্যাকসন হাইটস মসজিদের ইমাম।

বিএনপি নেতৃবৃন্দ বলেন, ভারত ও গনতন্ত্র বিরোধী কয়েকটি দেশ ছাড়া কেউ সুষ্ঠ, অবাধ ও অংশগ্রহনমূলক নির্বাচন হয়েছে বলে মনে করে না। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা ও জাতিসংঘসহ সকল আর্ন্তজাতিক সংগঠন মনে করে প্রহসনের নির্বাচনের মধ্যদিয়ে শেখ হাসিনা এক নায়কত্বের রাষ্ট্র কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছে। বিএনপির নেতাকর্মিদের ধৈর্য সহকারে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত। ডামি নির্বাচনের ডামি সরকার ও তার দালালরা পালানের পথ পাবে না।

বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে যুক্তরাষ্ট্রে কার র‍্যালি

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি, ভার্জিনিয়া ও মেরিল্যান্ড এর বাংলাদেশি আমেরিকানদের উদ্যোগে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু পুনঃনির্বাচন এর দাবিতে 'সেভ বাংলাদেশ' স্লোগানে কার র‍্যালি হয়েছে। গত ২০ জানুয়ারী শনিবার দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেও মেরিল্যান্ড, ভার্জিনিয়া ও ওয়াশিংটন ডিসির আমেরিকান সিটিজেন ও সেভ বাংলাদেশ এর অর্ধ শতাধিক সদস্য গাড়ি নিয়ে র‍্যালিতে অংশ নেন। র‍্যালিটি ভার্জিনিয়ার ডামফ্রিজ শহর থেকে শুরু করে, উডব্রিজ, ও ওয়াশিংটন ডিসিসহ বিভিন্ন শহরে ঘুরে ভার্জিনয়ার স্প্রিংফিল্ড এ শেষ হয়। এছাড়াও কিছুদিন আগে 'সেভ বাংলাদেশ' যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে একটি ব্রিফিং করে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরে।

ফিলাডেলফিয়ায় ভাড়াটিয়ার হাতে বাংলাদেশি বাড়ির মালিক খুন

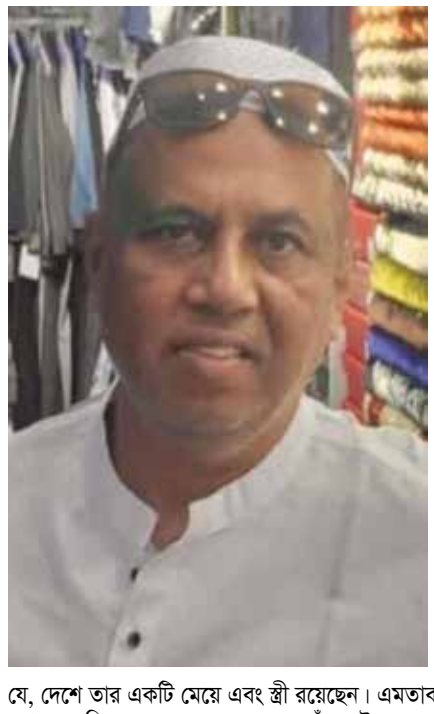

পরিচয় ডেস্ক: মাতাল হিসপ্যানিক ভাড়াটিয়ার হাতে নির্মমভাবে খুন হয়েছেন ফিলাডেলফিয়া শহরে বাড়ির মালিক বাংলাদেশি মোহাম্মদ একরামুল হক (ইন্না লিল্লাহ..রাজেউন)।গত ২০ জানুয়ারি শনিবার রাতে সাউর্থ ওয়েস্ট ফিলাডেলফিয়ার ৫৮০০ ওয়ডল্যান্ডের কাছে নৃশংস ঘটনাটি ঘটেছে। বাংলাদেশের চট্টগ্রামের বিবিরহাটের সন্তান মোহাম্মদ একরামুল হকের বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর।

মরহুম একরামুল হকের দীর্ঘদিনের বন্ধু আরিফুর শান্তা জানান, গত ২০ জানুয়ারি রাতে একরামুল হক তার নিজ বাসায় ফিরে দেখেন যে ভাড়াটিয়া হিসপ্যানিক বংশোদ্ভূত কার্লোস মদ খেয়ে মাতলামি করছে। সেই সময় একরামুল হক মাতাল কার্লোসকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে কোন কিছুই শুনছিল না। উল্টো এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয়। তর্কবিতর্কের এক পর্যায়ে ভায়াটিয়া কার্লোস হাতের কাছে থাকা হ্যামার দিয়ে কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাড়ির মালিক একরামুল হকের মাথায় আঘাত করেন। ওই অবস্থায় একরামুল হককে হাসপাতালে নেওয়ার পর হাপতালের ডাক্তাররা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাকে মৃত ঘোষণা করেন। বর্তমানে মরহুমের লাশ হাসপাতালের মর্গে রয়ছে। এদিকে ফিলাডেলফিয়া পুলিশ কর্তৃপক্ষ কার্লোসকে গ্রেফতার করেছে।

মোহাম্মদ একরামুল হক যিনি প্রায় ২৪ বছর পূর্বে আমেরিকায় এসে অ্যাসাইলাম কেসের মাধ্যমে ওয়ার্ক পারমিট পাওয়ার পর ফিলাডেলফিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে (হুইল চেয়ারের) সুপারভাইজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি এখানে একা থাকতেন। চট্টগ্রাম সমিতি অব পেনসিলভানিয়ার সভাপতি শেখ খোরশান জানান যে, দেশে তার একটি মেয়ে এবং স্ত্রী রয়েছেন। এমতাবস্থায় পরিবারের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যে, মরহুমের লাশ এখানে নাকি দেশে দাফন করা হবে। তাঁর ভাই লন্ডন থেকে ফিলাডেলফিয়ায় এসেছেন বলে জানা গেছে ।

একরামুল হকের মর্মান্তিক মৃত্যুতে ফিলাডেলফিয়ার বাংলাদেশি কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সেই সঙ্গে তারা দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন। - ফিলাডেলফিয়া থেকে মোহাম্মদ ইসলাম প্রেরিত

এক সপ্তাহে ১৮ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠালো ফ্রান্স, ধরপাকড়ে উদ্বেগ কমিউনিটিতে

৫৪ পৃষ্ঠার পর

নাহিয়ান খান বলেন, গত কিছুদিন থেকে ফ্রান্সে যাদের বৈধ কাগজপত্র নেই তাদের খুব খারাপ সময় যাচ্ছে। মৌলভীবাজারের একজনকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বৈধতা না থাকা অনেকে ফ্রান্স ত্যাগের চিঠি পাচ্ছেন।

ফ্রান্স প্রবাসী আজিজ রহমান বলেছেন, বর্তমান পরিস্থিতি অনেক ভয়াবহ, ফ্রান্স আসার পর আমি গত ৩ বছরে এমনটি দেখিনি। গত সপ্তাহে দুবার আমার কাগজপত্র চেক করা হয়েছে। আমার কাগজপত্র বৈধ হওয়ায় যাচাই করে দুঃখিত বলে ছেড়ে দিয়েছে। তিনি আরও বলেছেন, কিন্তু যাদের কাগজ নেই বা অবৈধভাবে আছেন তাদের ধরে নিয়ে ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা আছে। পরে ট্রাভেল ডকুমেন্ট তৈরি করে ফেরত পাঠানোর সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আমার পরিচিত তিন জনকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। সর্বশেষ, গত বৃহস্পতিবার একজন বাংলাদেশি আত্মীয়কে দেশে পাঠানো হয়েছে। ফেরত পাঠানো ওই বাংলাদেশিকে ৩৫ দিন ডিপোর্টেশন সেন্টারে রাখা হয়। এরপর বাংলাদেশ দূতাবাস তার ট্রাভেল ডকুমেন্ট দিলে তাকে ফেরত পাঠানো হয়।

আজিজ রহমান অভিযোগ করে বলেছেন, পাকিস্তান বা শ্রীলঙ্কার দূতাবাস এখানে ধরপাকড়ের শিকার হওয়া নিজেদের নাগরিকদের যতটুকু সহযোগিতা করছে বাংলাদেশ হাইকমিশন তা করছে না।

প্যারিস বাংলা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি এনায়েত হোসেন সোহেল বলেন, দেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে যতটুকু সামাজিক মাধ্যমে প্রচার হচ্ছে আসলে ততটুকু নয়। মূলত অলিম্পিককে সামনে রেখে এবং ফ্রান্সে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় নিয়মিত অভিযান পরিচালনার অংশ হিসেবে পুলিশি তল্লাশি জোরদার করেছে। এতে করে বৈধ কাগজ না থাকা অভিবাসীরা এমন পরিস্থিতির শিকার হচ্ছেন। আবার পর্তুগালসহ দুটি দেশের কার্ড থাকা, অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকা অভিবাসীরাও জটিলতায় পড়ছেন। কেউ কেউ আবার আইনজীবীর মাধ্যমে বের হয়ে আসছেন।

ফ্রান্সে বাংলাদেশ দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি ওয়ালিদ বিন কাশেমের সঙ্গে শুক্রবার ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বাংলা ট্রিবিউনকে জানান, এখন পর্যন্ত কতজন বাংলাদেশিকে ডিটেনশন সেন্টারে আটক রাখা বা দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে এ বিষয়ে কোনও তথ্য তার জানা নেই। তিনি এ ব্যাপারে দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি কে এফ এম শারহাদ শাকিলের সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দেন। শারহাদ শাকিলের সঙ্গে শুক্রবার ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।- মুনজের আহমদ চৌধুরী, দৈনিক মানবজমিন, লন্ডন

আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের ফুড ব্যাংক

পরিচয় ডেস্ক: নিউজার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির উদ্যোগে 'ফুড ব্যাংক' এর আয়োজন করা হয়। গত ২৫ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার ফেয়ারমাউন্ট এভিনিউতে অবস্থিত 'বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার' এ সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত 'ফুড ব্যাংক' এর কার্যক্রম চলে।

'ফুড ব্যাংক' কার্যক্রম এর আওতায় তাজা শাকসব্জি, ফল, টিনজাত খাবার সহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী বিতরন করা হয়। আটলান্টিক সিটির বিভিন্ন কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক লোক এই "ফুড ব্যাংক" কার্যক্রমে অংশ নেয়। ফুড ব্যাংক কার্যক্রমে সহায়তা করে "কমিউনিটি ফুড ব্যাংক অব নিউজার্সি"।

আটলান্টিক কাউন্টির শেরিফ জো ওডোনগু এবং আনডার শেরিফ মারিও সুয়ারেজ 'ফুড ব্যাংক' কার্যক্রমে অংশগ্রহন করেন।তাঁরা বিএএসজের মহতী কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব গিয়াসউদদীন পাঠান, মো. আইয়ুব,আমিন খান, মোঃ মনিরুজামান, বেলাল হোসেন ভূঁইয়া, বেলাল উদ্দীন,মাসুম বল, আবদুল জব্বার প্রমুখের সার্বিক সহযোগিতায় ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

বাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সময়কালে এই ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম কমিউনিটিতে বেশ সাড়া ফেলেছে।উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির মহতী কার্যক্রম এর অংশ হিসাবে মাসে চার বার 'ফুড ব্যাংক' এর আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি মো: জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক মো: জাকিরুল ইসলাম খোকা ও ট্রাস্টি বোর্ড এর চেয়ারম্যান আব্দুর রফিক ফুড ব্যাংক এর কার্যক্রম সফল করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।-আটলান্টিক সিটি থেকে সুব্রত চৌধুরী

বাংলাদেশ সোসাইটির সম্মিলিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ, কমিউনিটির সংগঠনের সাথে মতবিনিময় ২৯ জানুয়ারি

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশিদের অন্যতম প্রাচীন সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক এর উদ্যোগে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও সম্মিলিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান শহীদ দিবস পালন উপলক্ষে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। প্রতি বছরের মত এবারও প্রবাসের বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ক্রিড়া, পেশাজীবী ও রাজনৈতিক সংগঠন অংশ নেবে সোসাইটির এই আয়োজনে । থাকবে প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের শিশু কিশোরদের বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা। আয়োজনটিকে সফল করতে ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সোসাইটির সহ-সভাপতি ফারুক চৌধুরীকে আহবায়ক এবং ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক- মাইনুল উদ্দিন মাহবুবকে সদস্য সচিব করে আহবায়ক কমিটির গঠন করা হয়েছে। সার্বিক সহযোগিতায় রয়েছেন সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান, আহবায়ক কমিটিতে যুগ্ম আহবায়ক হিসেবে রয়েছেন সংগঠনের সহ-সাধারণ সম্পাদক- আমিনুল ইসলাম চৌধুরী ও যুগ্ম সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন কার্যকরী সদস্য সুশান্ত দত্ত, কোষাধ্যক্ষ- মোঃ নওশেদ হোসেনকে প্রধান সমন্বয়কারী ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক টিপু খানকে সমন্বয়কারীর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

নিবন্ধন উপকমিটিতে রয়েছেন সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম ভাইয়া, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য, কার্যকরী সদস্য মোঃ আখতার বাবুল ও শাহ মিজানুর রহমান।

স্মরণিকা উপকমিটিতে থাকছেন সংগঠনের সাহিত্য সম্পাদক ফয়সল আহমদ, প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ ও কার্যকর সদস্য ফারহানা চৌধুরী।

সাংস্কৃতিক উপকমিটি রয়েছেন সংগঠনের সাংস্কৃতিক সম্পাদক ডা: শাহনাজ লিপি, সদস্য আবুল বাশার ভূঁইয়া ও মোঃ সাদি মিন্টু। উল্লেখ্য প্রতি বছরের ন্যায় বাংলাদেশ সোসাইটির আয়োজনে এবারও আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় উডসাইডের তিব্বত কমিউনিটি সেন্টারে যথাযোগ্য মর্যাদায় সম্মিলিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান শহীদ দিবস পালন করা হবে।

বিশাল এই আয়োজনটি কে সফল করতে আগামী ২৯ জানুয়ারি সোমবার সোসাইটি ভবনে প্রবাসের বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ক্রিড়া, পেশাজীবী ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সবার আয়োজন করা হয়েছে। মতবিনিময় সভায় সকল সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন সোসাইটির কর্মকর্তা বৃন্দ। সকলের মতামতের ভিত্তিতে আয়োজনটি কে সাজানো হবে বলে জানান সংগঠনের সভাপতি আব্দুর রব মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি সদস্য প্রার্থী হাইরাম মনসেরাতের জন্য ফান্ডরেইজিং

পরিচয় ডেস্ক: গত ৮ জানুয়ারী সোমবার জ্যাকসন হাইটসের এনওয়াই ইনস্যুরেন্সের কার্যালয়েনিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি সদস্য পদপ্রার্থী, সাবেক সিনেটর এবং নিউইয়র্ক সিটির সাবেক কাউন্সিল সদস্য হাইরাম মনসেরাতের জন্য ফান্ড রেইজিং ডিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের প্রেসিডেন্ট শাহ নেওয়াজ।

জামাইকা বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের (জেবিএ) সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রাব্বির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অংশ নেন অন্যান্যদের মধ্যে গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের ভাইস প্রেসিডেন্ট রানো নেওয়াজ, ব্যবসায়ী চন্দন সেনগুপ্ত, বীর মুক্তিযোদ্ধা কামাল আবু নাসের, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো. মনজুরুল হক, সাপ্তাহিক আজকালের মার্কেটিং প্রধান আবু বক্কর সিদ্দিক, নিউজ২৪ এর নিউইয়র্ক প্রতিনিধি মোস্তফা অনিক রাজ, সাংবাদিক মো. নাবিল এবং এনএসএম মইনুল হাসান সজল। অনুষ্ঠানে হাইরাম মনসেরাত বলেন, 'অ্যাসেম্বলি সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হলে অপরাধীদের জামিন পদ্ধতিতে কঠোরতা আরোপ করে 'বেইল রিফর্ম' আইন পাশের উদ্যোগ নেব।' এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, 'অপরাধীরা গ্রেফতার হলেও দূর্বল বেইল সিস্টেমের কারণে পর দিন জামিনে বেরিয়ে পুনরায় অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। এ কারণেই নিউইয়র্কে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। সাধারণ মানুষ নিরাপদে চলাফেরা করতে পারছে না।' অনুষ্ঠানে শাহ নেওয়াজ বলেন, 'আমার প্রতিষ্ঠানগুলোর গোটা টিম হাইরাম মনসেরাতের জন্য কাজ করবে। আমরা আজ একটি প্রতিকী ফান্ডরেইজিংয়ের আয়োজন করেছি। এটি মাত্র শুরু। নির্বাচনের দিন পর্যন্ত আমরা হাইরাম মনসেরাতের সঙ্গে থাকব। এ নির্বাচনে হাইরাম মনসেরাতের জয় নিশ্চিত করতে হবে।' হাইরাম মনসেরাত নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক ৩৫ থেকে নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়েছেন। করোনা, রিগো পার্ক, ইস্ট এলমহাস্ট এবং ফরেন হিল তার নির্বাচনী এলাকার অন্তর্ভুক্ত।

পদ্মশ্রী সম্মাননা পাচ্ছেন রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা

৫৪ পৃষ্ঠার পর

পুরস্কারের জন্য মনোনীতদের নাম প্রকাশ করেছে। সেখানে নাম রয়েছে এই শিল্পীর।

শিল্পকলা, শিক্ষা, বাণিজ্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান, খেলাধুলা, সমাজসেবা ও সরকারি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ভারত সরকার এই সম্মাননা প্রদান করে থাকে। এটি ভারতের চতুর্থ সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার। রবীন্দ্রসংগীতে অবদান রাখার জন্য রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যাকে 'পদ্মশ্রী' পুরস্কারে মনোনীত করা হয়। এবারের 'পদ্ম পুরস্কার' তালিকায় 'পদ্মবিভূষণ' পাচ্ছেন ৫ জন, 'পদ্মভূষণ' ১৭ জন ও 'পদ্মশ্রী' পাচ্ছেন ১১০ জন।

রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা গান শিখেছেন দেশে ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। রবীন্দ্রসংগীত ছাড়াও ধ্রুপদি, টপ্পা ও কীর্তন গানেও শিক্ষালাভ করেছেন তিনি। রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা 'ছায়ানট' ও শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা লাভ করেন। সংগীতচর্চায় তাঁর শিক্ষক ছিলেনড়শান্তিদেব ঘোষ, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন এবং আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন সংগীতজ্ঞরা। পরে তিনি 'সুরের ধারা' নামে একটি সংগীত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু করেন।

বন্যা মাঝপথে দেশে ফিরে অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করেন এবং বুলবুল ললিতকলা একাডেমিতে ভর্তি হন। কিন্তু ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে আর সেভাবে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেননি। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগের অধ্যাপক ও নৃত্যকলা বিভাগের চেয়ারপারসন হিসেবে কর্মরত তিনি। একই সঙ্গে তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশনা কলা বিভাগের সম্মানিত ডিন ও সংগীত বিভাগের প্রধান।

বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে সমান জনপ্রিয় রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। এখন পর্যন্ত অনেকগুলো অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। এর মধ্যে 'স্বপ্নের আবেশে', 'সকাল সাঁঝে', 'ভোরের আকাশে', 'লাগুক হাওয়া', 'আপন পানে চাহি', 'প্রাণ খোলা গান', 'এলাম নতুন দেশে', 'মাটির ডাক', 'গেঁথেছিনু অঞ্জলি', 'মোর দরদিয়া', 'শ্রাবণ তুমি' এবং 'ছিন্নপত্র' উল্লেখযোগ্য।

রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা ২০১৬ সালে 'স্বাধীনতা পদক' লাভ করেন। এ ছাড়া তিনি ফিরোজা বেগম স্মৃতি স্বর্ণপদক, সিটিসেল-চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ড, আনন্দ সংগীত পুরস্কারসহ বহু পুরস্কার পেয়েছেন। ভারতেও তিনি বেশ কয়েকটি পদক পেয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'বঙ্গভূষণ'। ২০১৭ সালে কলকাতার নজরুল মঞ্চে এই রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীর হাতে 'বঙ্গভূষণ' পুরস্কার তুলে দেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি দপ্তরের 'সংগীত সম্মান' পুরস্কারও পেয়েছেন বন্যা।

রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার আগেও বাংলাদেশ থেকে বেশ কয়েকজন গুণীজন পেয়েছেন 'পদ্ম' সম্মান। ২০২১ সালে 'পদ্মশ্রী' পেয়েছেন অধ্যাপক সনজীদা খাতুন এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) সাজ্জাদ আলী জহির, বীর প্রতীক। এর আগে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এবং কূটনীতিবিদ সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী 'পদ্মভূষণ' পান। আর 'পদ্মশ্রী' পেয়েছিলেন প্রত্নতত্ত্ববিদ এনামুল হক ও সমাজকর্মী ঝর্ণাধারা চৌধুরী।

প্রতি বছর মার্চ-এপ্রিলে নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে ভারতের প্রেসিডেন্ট এই সম্মাননা প্রদান করে থাকেন।

আহমদ জে সোহান ফাউন্ডেশন ও এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি অব ইউএসএ'র অর্থায়নে বাংলাদেশের কুলাউড়ায় শীতবস্ত্র বিতরণ

পরিচয় ডেস্ক: আহমদ জে সোহান ফাউন্ডেশন ও এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক'র অর্থায়নে বাংলাদেশের কুলাউড়া উপজেলাধীন বরমচাল ইউনিয়নে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। ২৫ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার বরমচালের চা শ্রমিকসহ সাতটি গ্রামের হত দরিদ্র শীতার্ত বিপুল সংখ্যক মানুষের মাঝে এই শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

বরমচাল রফিনগর গ্রামের সোহান মন্জিলে শীতবস্ত্র বিতরণের সূচনালগ্নে দোয়া অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন হযরত শাহজালাল জামে মসজিদের ইমাম মৌলানা নাইমুল ইসলাম। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুলাউড়া মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি ও আহমদ জে সোহান ফাউন্ডেশনের প্রধান উপদেষ্টা প্রবীন শিক্ষাবিদ মোঃ খুরশিদ উল্লাহ, রফিনগর জামে মসজিদের সভাপতি ছয়ফুজ্জামান চৌধুরী, বরমচাল ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার জলিল আহমদ ও রানু বেগম, হযরত শাহজালাল জামে মসজিদের সভাপতি নজরুল ইসলাম ও কুলাউড়া প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ জয়নাল আবেদিন।

শীতবস্ত্র বিতরণের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন কুলাউড়া ইয়াকুব তাজুল মহিলা কলেজের প্রভাষক ও আহমদ জে সোহান ফাউন্ডেশনের যুগ্ম সম্পাদক মোঃ খালিক উদ্দিন, আহমদ সোহান সোনালী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আব্দুল মালিক, কুলাউড়া উপজেলা আল ইসলাহ'র প্রচার সম্পাদক মোঃ সবুজ উদ্দিনসহ এলাকার স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ।- প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

ঢাকা বিমানবন্দরে ১ লাখ ডলারসহ দোহাগামী দুই বাংলাদেশী-আমেরিকান নাগরিক আটক

৫৪ পৃষ্ঠার পর

ফ্লাইটে (কিআর- ৬৪১) কাতারের দোহা হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার কথা ছিল। বোর্ডিংয়ের আগে এভসেকের তল্লাশিতে তাদের সঙ্গে এক লাখ ডলার থাকার বিষয়টি ধরা পড়ে। যাত্রীদের ডলার নেওয়ার বিষয়ে পাসপোর্টে অ্যাড্রোসমেন্ট কিংবা অনুমতি ছিল না বলে তাদের আটক করা হয়।

এ বিষয়ে ঢাকা কাস্টমস হাউসের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা (এআরও) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, 'বহির্গামী ফ্লাইটের ওই দুই যাত্রীকে দুপুরে আটক করা হয়েছে। তাঁরা উভয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক।'

তিনি বলেন, 'মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে তাঁদের স্ক্যানিংয়ের সময় ধরা হয়। পরে কাস্টমসের অ্যান্টি মানিলন্ডারিং টিম গিয়ে উদ্ধার করে। তাঁদের কাছ থেকে ১ লাখ মার্কিন ডলার জব্দ করা হয়েছে, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ টাকার ।'

কাস্টমস কর্মকর্তা মামুন আরও বলেন, 'এ ঘটনায় বিমানবন্দর থানায় মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।'

জ্যামাইকা থিয়েটারের উদ্যোগ : নিউইয়র্কে ২৮ জানুয়ারী মঞ্চস্থ হবে নাটক 'ময়নার চর'

নিউইয়র্ক: নাট্য সংগঠন জ্যামাইকা থিয়েটার ইনক'র উদ্যোগ নিউইয়র্কে আগামী ২৮ জানুয়ারী রোববার মঞ্চস্থ হবে নাটক 'ময়নার চর'। আব্দুল হাই রচিত এবং গাবিন্দ দাসের নির্দেশনায় সিনেমাটিক এই নাটকটি পরিচালনা করেছেন কামরুল ইসলাম জয়। প্রবাসে বিনোদনের পাশাপাশি বাংলা শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশ আর বাংলা নাটক জনপ্রিয় করার প্রত্যয়ে এই উদোগ নেয়া হয়েছে।

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ একটি রেষ্টুরেন্টে গত ২০ জানুয়ারী শনিবার অপরাহ্নে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে জ্যামাইকা থিয়েটার ইনক'র কর্মকর্তারা উপরোক্ত কথা বলেন। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় যে, আগামী ২৮ জানুয়ারী রোববার সন্ধ্যায় জ্যামাইকার মেরী লুইস একাডেমীর মিলনায়তনে 'ময়নার চর' নাটক মঞ্চস্থ হবে। পাশাপাশি থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান শুরু হবে সন্ধ্যা ৬টায়।

সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে সংক্ষিপ্ত লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন থিয়েটারের সভাপতি শেখ হায়দার আলী। এরপর উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা বাবু চিত্তরঞ্জন সিংহ, সাধারণ সম্পাদক ফারহানা আমান নুপুর, অনুষ্ঠান আয়োজন কমিটির আহ্বায়ক মোহাম্মদ আখতার বাবুল, সদস্য সচিব ডা. নার্গিস রহমান ও পৃষ্ঠপোষক সুলতান বোখারী। সংবাদ সম্মেলনে জ্যামাইকা থিয়েটারের অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে থিয়েটারের নেতৃবৃন্দ জানান, প্রবাসে মঞ্চ নাটকের দর্শক বাড়ছে। এটা ভালো লক্ষণ। সাম্প্রতিককালে নিউইয়র্কে মঞ্চস্থ হওয়া কয়েকটি নাটকে দর্শক গ্যালারী ছিলো পরিপূর্ন। নেতৃবৃন্দ বলেন, আমরাও সেই লক্ষ্যে কাজ করে চলেছি। তবে ভালো নাটক মঞ্চায়নের জন্য আরো পৃষ্ঠপোষকতা দরকার। এবং সন্তানদের নিয়ে অভিভাবকদের নাটক দেখা উচিৎ।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তারা বলেন, প্রবাসে নাট্য চর্চা কঠিন কাজ। কেননা, অভিনয়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। নিজের কাজ করে, পরিবার সামলে নাট্য চচঅ করতে হয়। ফলে অনেক অভিনয় শিল্পী চাইলেও নাট্য চর্চায় নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পারেন না। এতে নতুন শিল্পীর সঙ্কট বাড়ছে।

সংবাদ সম্মেলনে শেখ হায়দার বলেন, সংগঠনটি বিনোদনমূলক, সাংস্কৃতিক ও নাট্য সংগঠন এবং অরাজনৈতিক সংগঠন। দেশের শিল্প-সংস্কৃতি প্রবাসে তুলে ধরাই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। অতীতে জ্যামাইকা থিয়েটার চারটি নাটক মঞ্চস্থ করেছে।

বাবু চিত্তরঞ্জন সিংহ বলেন, আমরা মেইড ইন বাংলাদেশ, আমাদের সন্তানরা মেইড ইন বাংলাদেশ নয়। কিন্তু আমাদের দেশের শিল্প-সংস্কৃতি অনেক সুন্দর ও সমৃদ্ধ। তাই নতুন প্রজন্মকে দেশে শিল্প-সংস্কৃতি জানাতে হবে। যদিও বিষয়টি চ্যালেঞ্জের বিষয়।

আখতার বাবুল বলেন, নাটকের মাধ্যমে আমরা নতুন প্রজন্মের মাঝে দেশ, দেশের পরিবেশ আর কালচার তুলে ধরতে চাই। তারা নাটক দেখে দেশকে চিনবে, জানবে, বুঝবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। এজন্য তিনি সন্তানদের সাথে নিয়ে নাটক দেখার জন্য অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান।

ডা. নার্গিস রহমান বলেন, হাসি-কান্না মিলে জীবন ভিত্তিক নাটক হচ্ছে 'ময়নার চর'। নাটকটি দেখে দর্শকরা আনন্দ পাবেন, খুশি হবেন। তিনি বলেন, আমাদের নতুন প্রজন্মের কেউ কেউ আমেরিকান নাটক-সিনেমায় কাজ করতে শুরু করেছেন। এটা ভালো লক্ষণ। একদিন তারাও বাংলা নাটক নিয়ে কাজ করবে এবং ইংরেজীর পাশাপাশি বাংলা ডাবিং করার সুযোগ থাকবে।

সুলতান বোখারী বলেন, দেশের শিল্প-সংস্কৃতিকে নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরা কঠিন কাজ। তারপরও প্রবাসে নাটকের চর্চা চলছে। এই চর্চাকে এগিয়ে নিতে পৃষ্ঠপোষকতা দরকার। ভালো নাটক হলে দেখার মতো দর্শকও রয়েছে। খবর ইউএনএ'র।

জমজমাট আয়োজনে নিউ ইয়র্কে এনআরবিসি টিভি'র নিউ ইয়ার সেলিব্রেশন ডিনার

পরিচয় ডেস্ক: গত ২১ জানুয়ারি জ্যাকসন হাইটের উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে জমজমাট আয়োজনের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে হয়ে গেলো এনআরবিসি টিভি নিউ ইয়ার সেলিব্রেশন ডিনার নাইট।

নিউ ইয়র্ক মিউজিক এর আয়োজনে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির চ্যান্সেলর ও পিপলএনটেকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিপ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ছিল মুখরোচক বাঙালি খাবারের আয়োজন। প্রধান অতিথি চ্যান্সেলর আবু বক্কর হানিপ বলেন, এনআরবিসি হলো বিশ্বব্যাপী অনাবাসিক বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য একটি উন্মুক্ত সংবাদ এবং টেলি ভিডিও বিনোদনের প্ল্যাটফর্ম, যা কোনো ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়াই বাঙালি সম্প্রদায়ের কাছে খবর পৌঁছে দিচ্ছে।

জমকালো এ অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন নিউ ইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহনেওয়াজ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও মূলধারার রাজনীতিবিদ গিয়াস আহমেদ, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর নূরুল আজিম, কুইন্স ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিসট্রিক্ট লিডার এট লার্জ এটর্নি মঈন চৌধুরী, ডা. সারোয়ারুল হাসান, ডা. বনালী হাসান, ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক, আব্দুর রশিদ বাবু, শিরিন আক্তার ও ইশতিয়াক রুমি।

অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা আহমেদ শরীফ, রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর নাসির আলী খান পল, লিটন চৌধুরী, ফোবানার সাধারণ সম্পাদক কাজী আজম, রহমান মালিক, রওনক আহমেদ প্রমুখ। কমিউনিটি এক্টিভিস্টের মধ্যে ছিলেন সাগির খান, ভেন্ডি লি, জগজিত সিং প্রমুখ।

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহনেওয়াজ বলেন, সংস্কৃতি ও মেধা চর্চার জন্য এরকম অনুষ্ঠান দরকার আছে। যেন সংস্কৃতি ও আনন্দ দুটোই হতে পারে।

পরবর্তীতে জমজমাট মন মাতানো গান দিয়ে দর্শকের মন আকৃষ্ট করে রাখে স্থানীয় শিল্পী নাজু, রানু নেওয়াজ, কৃষনা তিথি প্রেমা, অনব, রিয়া, জনি, কাজল, অনিক রাজ ও পারভেজ সোহেল। এছাড়া কবিতা আবৃত্তি করেন জামান বাবু।

পুরো আয়োজনটি প্রাণবন্ত করে রাখেন সঞ্চালক নওশীন এবং তাকে সহযোগিতা করেন শান্তনো। বিগত বছরে এনআরবিসির কর্যক্রম নিয়ে একটি প্রমাণ্য চিত্র প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান আয়োজক জলি আহমেদের মিডিয়ায় পথচলার ওপর একটি বয়োগ্রাফি প্রদর্শন করা হয়। জলি আহমেদ বলেন, কঠোর পরিশ্রম ও সততার সঙ্গে কাজের প্রাপ্তি সবার ভালোবাসা। পুরো অনুষ্ঠান আয়োজনে ছিলেন এজাজুল ইসলাম নাইম, জলি আহমেদ ও আরিফুল ইসলাম আরিফ।

মনমাতানো গানের মুছনায় আর সুস্বাদু বাঙালী খাবারের নৈশভোজ শেষে সবাই আনন্দঘন অনুষ্ঠানের স্মৃতি নিয়ে বাড়ি ফিরেন ।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নতুন কমিটি অভিষিক্ত

নিউইয়র্ক : যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশী সাংবাদিকদের প্রথম প্রেসক্লাব 'নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব' এর নব নির্বাচিত দ্বি-বার্ষিক (২০২৪-২০২৫) কার্যকরী কমিটি অভিষিক্ত হয়েছেন। প্রেসক্লাব আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ফুলেল শুভেচ্ছায় তারা অভিষিক্ত হন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক ও প্রেসক্লাবের অন্যতম উপদেষ্টা মনজুর আহমদ এবং ক্লাব প্রবর্তিত 'সাংবাদিক ফাজলে রশীদ সম্মাণনা'। এবার এই সম্মাণনা পান নিউইয়র্ক প্রবাসী প্রবীন সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও লেখক অধ্যাপক সিরাজুল হক এবং নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশী-আমেরিকান সাংবাদিক, দ্য এলএ টাইমস'র সাবেক প্রতিনিধি ও বিখ্যাত গার্ডিয়ান-এর প্রতিনিধি জোহানা ভূঁইয়া-কে বিশেষ সম্মানণা প্রদাণ করা হয়। অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ক্লাব সদস্যদের সৌহার্দ-সম্প্রীতি ও ঐক্যের প্রশংসা এবং বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

সিটির উডসাইডস্থ গুলশান ট্যারেসে শুক্রবার (২৬ জানুয়ারী) সনধ্যায় আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন ক্লাবের বিদায়ী সভাপতি এবং বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টিভি'র সিইও আবু তাহের। শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্লাবের বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম।

এরপর ক্লাবের সহ সভাপতি শেখ সিরাজুল ইসলামের সঞ্চালনায় শুরু হওয়া আনুষ্ঠানিক পর্বের শুরুতে পবিত্র থেকে তেলাওয়াত করেন ক্লাব সদস্য যাকারিয়া ভূইয়া এবং বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এরপর ক্লাব সদস্য মরহুম মাঈন উদ্দিন আহমেদ সহ দেশী-বিদেশী নিহত সকল সাংবাদিক স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। পরবর্তীতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অভিষেক আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক ও সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান। এরপর ক্লাবের নতুন কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও উপদেষ্টা আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু। এসময় নির্বাচন কমিশনের অপর সদস্য এবিএম সালেউদ্দিন শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

সভাপতি আবু তাহেরের সমাপনী বক্তব্যের পর অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। এই পর্বে সভাপতিত্ব করেন নবনির্বাচিত সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদার। এরপর কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, 'ব্ল্যাক ডায়মন্ড' খ্যাত বাংলাদেশের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী বেবী নাজনীন, কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিষ্ট্রিক্ট লীডার এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী, মূলধারার রাজনীতিক ও অ্যাসাল-এর ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মাফ মিসবাউদ্দিন, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সভাপতি বদরুল হোসেন খান, বিশিষ্ট রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী গিয়াস আহমেদ ও জসিম উদ্দিন ভূঁইয়া, খলিল বিরিয়ানী হাউজের কর্ণধার শেফ খলিলুর রহমান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও নিউইয়র্ক সিটির ডিষ্ট্রিক্ট-৩৭ (সানি সাইড-লং আইল্যান্ড) থেকে আগামী নির্বাচনে প্রার্থী এটর্নী জোহানা কামনা, মুনার মিডিয়া বিভাগের আনিসুর রহমান, বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরামের সভাপতি আলীম মুহাম্মদ এবং ক্লাবের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন অন্যতম উপদেষ্টা মইনুদ্দীন নাসের, সাবেক সহ সভাপতি মাহমুদ খান তাসের ও সাপ্তাহিক প্রথম আলো সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন।

বক্তব্য পর্ব শেষে প্রদান করা হয় সম্মাণনা। এই পর্বে বিশেষ সম্মাণনার প্ল্যাগ তুলে দেয়া হয় গার্ডিয়ান-এর প্রতিনিধি জোহানা ভূঁইয়া-কে, 'সাংবাদিক ফাজলে রশীদ সম্মাণনা'র প্লাক দেয়া হয় প্রবীন সাংবাদিক সিরাজুল হক-কে এবং প্রধান অতিথির প্ল্যাক তুলে দেয়া হয় প্রবীণ সাংবাদিক মনজুর আহমদ-কে। প্ল্যাক প্রদানের আগে সিরাজুল হক ও মনজুর আহমদ-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন যথাক্রমে ক্লাবের নবনির্বাচিত সহ সাধারণ সম্পাদক আলমগীর সরকার ও কার্যকরী পরিষদ সদস্য রওশন হক। এই পর্বে জোহানা ভূঁইয়া ও মনজুর আহমদ-কে এক গুচ্ছ ফুল দিয়ে অভিবন্দন জানান নতুন প্রজন্মের সায়েরা তাহের। এছাড়াও অসুস্থতার কারণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে না পাড়া অধ্যাপক সিরাজুল হকের পক্ষে তাঁর সম্মাণনা গ্রহণ করেন কন্যা সাঈদা আখতার রেজভীন।

অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্বে ছিলো মনোজ্ঞ সাংসাকৃতিক অনুষ্ঠান। এই পর্বে প্রবাসের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী রানো নেওয়াজ ও মারিয়া মরিয়ম সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং বাংলাদেশ পারফর্মিং ফাইন আর্টস (বাফা)-এর শিল্পীরা দলীয় নৃত্য পরিবেশন করেন। প্রেসক্লাবের অভিষেক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে 'ভয়েস' শীর্ষক একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। নৈশ ভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

অনুষ্ঠানে সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ রব মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, বিশিষ্ট গীতিকার মেহফুজুর রহমান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক মোশারফ হোসেন মিয়া, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গনি, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আহসান হাবীব, সন্ধীপ সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি ফিরোজ আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস নিউইয়র্ক-এর সভাপতি মোহাম্মদ সামাদ মিয়া (জাকারিয়া) ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইমরান আলী টিপু, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন, এমলাক হোসেন ফয়সাল, আল আমীন রাসেল, ইসলাম মামুন, শো টাইম মিউজিক-এর কর্ণধার আলমগীর খান আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ক্লাবের অভিষিক্ত কর্মকর্তারা হলেন: সভাপতি- মনোয়ারুল ইসলাম মনোয়ার (সাপ্তাহিক নিউইয়র্ক কাগজ), সহ সভাপতি- শেখ সিরাজুল ইসলাম (সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা), সাধারণ সম্পাদক- মোমিনুল ইসলাম মজুমদার মোমিন (সাপ্তাহিক বাংলাদেশ/বিএনিউজ২৪.কম), সহ সাধারণ সম্পাদক- আলমগীর সরকার (সাপ্তাহিক দেশবাংলা), অর্থ সম্পাদক- রশীদ আহমদ (ইয়র্ক বাংলা), সাংগঠনিক সম্পাদক- সৈয়দ ইলয়াস খসরু (টাইম টেলিভিশন), দপ্তর ও প্রচার সম্পাদক- মাহাথীর ফারুকী (ফ্রিল্যান্স) এবং কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে রওশন হক (সাপ্তাহিক প্রথম আলো), এসএম জাহিদুর রহান (নিউজবিডিইউএস.কম), আবিদুর রহীম (টাইম টেলিভিশন) ও মোস্তাফিজুর রহমান (সাপ্তাহিক যুগান্তর)। খবর ইউএনএ'র।

ক্যালিফোর্নিয়ার ওকল্যান্ডে কংগ্রেসানাল প্রাইমারিতে লড়ছেন বাংলাদেশী অধ্যাপক ড. সিকদার

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ৫ মার্চ মঙ্গলবার ক্যালিফোর্নিয়ার ওকল্যান্ডে কংগ্রেসানাল প্রাইমারি অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচনে কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট-১২ থেকে প্রার্থী হয়েছেন বাংলাদেশি আমেরিকান ডেমোক্র্যাট অধ্যাপক ড. আব্দুর রহমান সিকদার। গত ২২ জানুয়ারি সোমবার রাতে জ্যাকসন হাইটসের কাবাব কিং রেস্টুরেন্ট মিলনায়তনে এক মিট অ্যান্ড গ্রিট অনুষ্ঠানে নিউ ইয়র্ক এ উপস্থিত হন ড. আব্দুর রহমান সিকদার । ওকল্যান্ডের এই নির্বাচনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সমর্থন প্রত্যাশা করে তিনি বলেন, এ আসনটি সবার জন্য উন্মুক্ত, প্রাইমারিতে বিজয়ী হলে কংগ্রেসে যাওয়া তার জন্য সহজ হবে।

তিনি আরো বলেন,তিনি নির্বাচিত হলে যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারায় আরো এক ধাপ এগিয়ে যাবে বাংলাদেশি- আমেরিনরা।

কমিউনিটি এক্টিভিস্ট লুৎফুর রহমান লাতুর সভাপতিতত্বে রিমন ইসলামের সঞ্চালনায় মিট অ্যান্ড গ্রিট অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মূলধারার রাজনীতিক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গিয়াস আহমেদ, ডেমোক্রেটিক পার্টির কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট লিডার অ্যাট লার্জ অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি সদস্য প্রার্থী জোয়ানা কারমেনা,গ্যারী সারটেন, মোশারফ হোসেন সবুজ, জাকির হাওলাদার, পান্না খান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ড. আব্দুর রহমান সিকদার এর প্রার্থিতার প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন ঘোষণা করে বক্তারা তাঁর সাফল্য কামনা করে বলেন, তিনি একজন যোগ্য ও অভিজ্ঞ প্রার্থী। বক্তারা ড.আব্দুর রহমান সিকদারকে ভোট প্রদানে নিউইয়র্ক থেকেও প্রবাসীরা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটের ওকল্যান্ডে বসবাসরত আত্মীয় ও পরিচিতজনদের অনুরোধ জানাতে এবং প্রবাসের মিডিয়ার সহযোগীতা কামনা করেন।

প্রসঙ্গত, বরিশালের কৃতি সন্তান ড. আব্দুর রহমান সিকদার পেশায় একজন কম্পিউটার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। ২০০৭ সালে তিনি ইউনিভার্সিটি অব সিডনি থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। এর আগে তিনি ওয়াইকাতো ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যাচেলর এবং লিংকন ইউনিভার্সিটি থেকে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি লাভ করেন।

এর আগে ওকল্যান্ডে স্থানীয় সরকারসহ দুটি নির্বাচনে অংশ নেন ড. রহমান। আগামি ৫ ফেব্রুয়ারী জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে নিউইয়র্কে ড. আব্দুর রহমান সিকদার এর সমর্থনে এ টি ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে বলে জানিয়েছেন লুৎফর রহমান লাতু।

যুক্তরাষ্ট্র হবিগঞ্জ বৃন্দাবন সরকারী কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশনের নতুন কমিটির অভিষেক সম্পন্ন

নিউইয়র্ক: গত ১৪ জানুয়ারী রবিবার জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে যুক্তরাষ্ট্র হবিগঞ্জ বৃন্দাবন সরকারী কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটি কর্মকর্তাদের অভিষেক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। বৃন্দাবন কলেজের বিপুল সংখ্যক সাবেক ছাত্র/ছাত্রী ও তাদের পরিবারবর্গ উপস্থিতি ও তাঁদের পদচারণায় মুখরিত ছিল পুরো অনুষ্ঠান।

নব নির্বাচিত কমিটির নাম ঘোষনা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোঃ আলমগীর মিয়া এবং সকল সদস্যকে শপথ বাক্য পাঠ করান এটর্নী মঈন চৌধুরী।

সংগঠনের বিদায়ী সভাপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কুটি'র সভাপতিত্বে এবং বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক এম আহমেদ ফয়সল এর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে সাধারণ সম্পাদক গত দুই বছরের কার্যক্রম এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন এবং সংগঠনের সকল নেতৃবৃন্দের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সভাপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কুটি । অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন হবিগঞ্জের কৃতি সন্তান, অভিজ্ঞ সুগ্রীম কোর্টের এটর্নী মঈন চৌধুরী।

আরও বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের আহবায়ক এবং সভাপতি মন্ডলীর সদস্য শাহ্ মোঃ সাদেক, সদস্য সচিব সোহাগ আফছার, সভাপতি মন্ডলীর সদস্য মোঃ সফি উদ্দিন তালুকদার, মোঃ ফরিদ উদ্দিন, প্রফেসর আব্দুর রহমান, সৈয়দ জিয়াউল হাসান আসাদ। বক্তব্য রাখেন কলেজের প্রাক্তণ ছাত্র মোঃ নাজিম উদ্দিন, আহমুদুল কবীর বারো ভূইয়া।

বিশেষ অতিথি ছিলেন বৃটেন থেকে আগত চুনারুঘাট ডেভেলপমেন্ট এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সৈয়দ ফরহাদ হাসান, উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য বাবু নারায়ন দেব রায়, এডভোকেট মোঃ নাছির উদ্দিন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যের পর বক্তব্য রাখেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোঃ আলমগীর মিয়া, নির্বাচন কমিশনার ইব্রাহীম খলিল বারোভূইয়া, নির্বাচন কমিশনার মিয়া মোঃ আছকির।

পরিশেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন শিল্পী মেহা।

অনুষ্ঠানের অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বাবু নারায়ন দেব রায়, এডভোকেট মোঃ নাছির রহমান, মোঃ নাজিম উদ্দিন, সৈয়দ জিয়াউল হাসান আসাদ, মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ, সোহাগ কামাল, আশুপ্তা খানম (রাখি), রবিউল আলম দোলক, রান্টু মোদক, ইবরাহীম খলিল বারো ভূইয়া, সভাপতির বক্তব্যে আবু সাঈদ চৌধুরী কুটি নতুন সদস্যদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান এবং সংগঠনকে আরো সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে তিনি বিদায়ী সভাপতির বক্তব্য শেষ করেন। আগত সবাইকে নৈশ ভোজের আপ্যায়ন করা হয়।

সংগঠনের নতুন সভাপতি জায়েদুল মোহিত খান ও সাধারণ সম্পাদক সুকান্ত দাশ হরে এর সমাপনি বক্তব্যের মাধ্যমে অত্যান্ত আনন্দময় পরিবেশে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়। নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটি (২০২৩-২০২৫) এর নেতৃবৃন্দরা হলেন, সভাপতি জায়েদুল মুহিত খান, সভাপতি মন্ডলীর সদস্য শাহ মোঃ সাদেক, মোঃ শফি উদ্দিন তালুকদার , মোঃ ফরিদ উদ্দিন, প্রফেসর আব্দুর রহমান, মোঃ গাফফার আহম্মেদ চৌধুরী, বিষুপদ সরকার, আশিকুজ্জামান খান (লিটন), দেওয়ান মোতাচ্ছির মঞ্জু, শিশির চন্দ্র বনিক, সৈয়দ জিয়াউল হাসান আসাদ ও মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ, সাধারণ সম্পাদক সুকান্ত দাশ হরে, যুগ-সাধারণ সম্পাদক সোহাগ আফছার ও এডভোকেট আব্দুর রহিম শেখ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুম আবেদিন, অর্থ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ (টিপু), প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক শেখ মোস্তফা কামাল, দপ্তর সম্পাদক নোবেল আমিন, মহিলা সম্পাদিকা আশুপ্তা খানম (রাখি), ক্রীড়া সম্পাদক তুহিন তালুকদার, সাংস্কৃতিক ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক রবিউল আলম দোলক, শিক্ষা ও সাহিত্য সম্পাদক রান্ট মোদক, সম্মানীত সদস্যবৃন্দরা হলেন, ইবাহীম খলিল বারোভুইয়া, মোঃ আলমগীর মিয়া, মিয়া মোঃ আছকির, মোঃ শামছুল আলম (শামীম), আবু সাঈদ চৌধুরী কুটি, এম আহমেদ ফয়সল, শামীম চৌধুরী ও মোহাম্মদ আবুল কালাম।

নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি দক্ষিন এর উদ্যোগে শহীদ জিয়ার ৮৮তম জন্মদিনে দোয়া মাহফিল

পরিচয় ডেস্ক: গত ২০ জানুয়ারী শনিবার বাদ এশা স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তমের ৮৮তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিন বিএনপির উদ্যোগে জ্যাকসন হাইটসের ইসলামিক সেন্টার মসজিদে এক দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিন বিএনপির সংগ্রামী আহবায়ক হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা এবং সন্চালনা করেন নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিনের সদস্য সচিব মোহাম্মদ বদিউল আলম।

দোয়া মাহফিলে ইসলামিক সেন্টার মসজিদের সম্মানিত ইমাম জনাব মাওলানা মোহাম্মদ সাদিক দোয়া মাহফিলে দোয়া ও দরুদ শরীফ পাঠ করেন এবং দোয়া শেষে ইমাম সাহেব মোনাজাত পরিচালনা করেন। মোনাজাতে ইমাম সাহেব স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। সাবেক তিন তিন বারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুস্থতা কামনা করেন। জনাব তারেক রহমানের সুস্থতা সহ বাংলাদেশের সামগ্রিক মঙ্গল কামনা ইমাম সাহেব মোনাজাত শেষ করেন।

উক্ত দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক বেবী নাজনিন।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসিম উদ্দিন ভুঁইয়া, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক গোলাম ফারুক শাহীন, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সদস্য সচিব সাইদুর রহমান সাঈদ, নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিন বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক রুহুল আমিন নাসির, নাসির উদ্দিন, মোঃ রিপন মিয়া, মোঃ রেজবুল কবির, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির যুগ্ম সদস্য সচিব রিয়াজ মাহমুদ, নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিন বিএনপির সম্মানিত সদস্য কামাল হোসেন হাওলাদার, মোঃ হাসান এবং অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোঃ ইয়াছিন, গোলাম মাহমুদ, মোঃ হাসান, মোঃ সাইফুল, মোঃ সোহেল রানাসহ আরও অনেকে।

প্রচন্ড কনকনে ঠান্ডা,তাপমাত্রা যেখানে ছিল হিমাঙ্কের ১৫ ডিগ্রির নিচে, তারপরেও যে সকল নেতৃবৃন্দ দোয়ায় অংশগ্রহন করেছেন তাদেরকে সংগঠনের পক্ষ্য থেকে আহ্বায়ক হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা ও সদস্য সচিব মোঃ বদিউল আলম ধন্যবাদ জানান।প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

বাফেলো সিটি বিএনপির আলোচনা সভায় নেতৃবৃন্দের দাবী

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শ বিশ্ব সমাজের কাছে তুলে ধরতে হবে

পরিচয় ডেস্ক: শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৮৮তম জন্মবার্ষিকী, ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর ৯ম মৃত্যু বার্ষিকী এবং কারারুদ্ধ দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় এক বিশেষ দোয়া ও আলোচনা সভার আয়োজন করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপির) বাফেলো সিটি শাখা।

গত ২৪শে জানুয়ারী, বুধবার সন্ধ্যা ৬টায় অনুষ্ঠিত হয় এই দোয়া ও আলোচনা সভা। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট্ বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক, জিয়া লাইব্রেরি ডটকমের প্রেসিডেন্ট ও পিবিসি টুয়েন্টিফোর টেলিভিশনের সম্পাদক মতিউর রহমান লিটু, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নিউইয়র্ক স্টেট্ বিএনপির সাবেক সভাপতি, জিসাস যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি, রিয়েল স্টেট্ ব্যবসায়ী আবুল বাসার।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে: বীর মুক্তিযোদ্ধা আসাদুল বারী ওরফে হাজি মানিক। স্বাধীনতা উদযাপন কমিটির যুগ্ম সদস্য সচিব মুন্সি সাজেদুর রহমান টেন্টু। সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপির উপদেষ্টা ও নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্য ইমতিয়াজ বেলাল। বরিশাল বিএম কলেজের সাবেক ছাত্রদল নেতা ও নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্য আবু জাফর ফরাজী এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রদল নেতা ও নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সদস্য তারিকুল ইসলাম প্রিন্স মৃধা। ঢাকা মহানগর তাঁতীদলের সাবেক সদস্য সচিব মোহাম্মদ আব্দুর রহিমের প্রাণবন্ত উপস্থাপনায়

প্রথমেই কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সাবেক সিলেট জেলা ছাত্রদল সদস্য মোহাম্মদ ফকর উদ্দিন, উপস্থিত সকলের পরিচিত পর্বের পরে দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন মাওলানা আবুল বশার।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই বাফেলো শহরে বসবাসরত বাংলাদেশীদের মূলধারার রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার আহবান জানিয়ে বিএনপির সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানান বাফেলো সিটি হলে কর্মরত মোহাম্মদ এস মোস্তফা। এরপরে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের জীবন ও ইতিহাসের উপর তথ্য ভিত্তিক আলোচনা উপস্থানপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রদল নেতা জনাব সাইয়েদ ঝিলু, এরপরে বিশেষ অতিথি ইমতিয়াজ বেলাল তার ডিজিটাল আইনে সাজানো মামলার ভুয়া রায়ে ৮ বছরের সাজার কথা তুলে ধরেন। এমন মিথ্যা মামলার রায় নিয়ে হাজার হাজার নেতাকর্মী যেই দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়। প্রায় অর্ধ শতাধিক বিএনপি নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে দোয়া ও আলোচনা সভাটি মূলত বিক্ষোভ সমাবেশে রূপান্তরিত হয়েছিল। সভায় অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন জাহিদ বিশ্বাস, সিয়াম আহাম্মেদ, মাহমুদুল হাসান, শামসুল হক, কাজী রেজাউল করিম, মোহাম্মদ তোফাজ্জেল হোসেন, মোহাম্মদ রাকিব, মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, মোহাম্মদ এ বারী, সালিম উদ্দিন, মোহাম্মদ বাবুল আলম সহ অর্ধ শতাধিক নেতাকর্মী। সাবেক যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির প্রচার সম্পাদক জনাব নাজমুল আলম আপ্যায়ন পর্বে ব্যাপক ভুমিকা পালন করেছেন।

এদিকে "বাফেলো বিএনপি"র নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় থাকা ভিন্ন মতাবলম্বীদের কয়েকজন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াওর রহমানের জন্মদিনের দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভাটিকে পন্ড করতে চাইলে উপস্থিত নেতাকর্মীরা তাদেরকে সভাস্থল থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ভবিষ্যতে বাফেলো বিএনপিকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে গড়ে তোলার ওয়াদা করেন।

উল্লেখ্য যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের বাফেলো শহরটি এখন বাংলাদেশিদের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি শহর। এই শহরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রচুর কর্মী সমর্থকরা বসতিস্থাপনা শুরু করেছেন তাই অদূর ভবিষ্যতে বিএনপি বাফেলো একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হবে বলে অনেকেই মনে করেন।-পিবিসি নিউজ

চরম শৈত্য প্রবাহের মধ্যেও ছড়াটে-র প্রাণবন্ত ছড়াড্ডা সম্পন্ন

পরিচয় ডেস্ক: গত ১৯ জানুয়ারী শুক্রবার চরম শৈত্য প্রবাহের মধ্যেও জানুয়ারি মাসের ছড়াড্ডাটি জমজমাটভাবে সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠিত এই আড্ডায় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বরেণ্য ছড়াকারগণ যুক্ত হওয়ায় আড্ডায় অন্য রকম মাত্রা যোগ হয়। অনলাইনে অনুষ্ঠিত এই আড্ডায় যুক্ত ছিলেন দেশবরেণ্য ছড়াকার ওমর কায়সার, অস্ট্রেলিয়া থেকে বিশিষ্ট ছড়াকার শরীফ আস-সাবের, নিউইয়র্ক থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধা-ছড়াকার-শিল্পী তাজুল ইমাম, ছড়াকার মিনহাজ আহমেদ, ছড়াকার শাম্ স চৌধুরী রুশো, ছড়াকার রিপন শওকত, ছড়াকার শাহীন ইবনে দিলওয়ার, ছড়াকার সুমন শামসুদ্দিন, ছড়াকার মৃদুল আহমেদ, কবি মিশুক সেলিম ও মেরিল্যান্ড থেকে ছড়াকার ফকির সেলিম।

ছড়াকার ওমর কায়সার ছড়াড্ডার এই চমৎকার আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন 'এমন একটি প্লাটফর্মের কারণে তুখোড় কিছু ছড়াকারের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হলো। ছড়াটে-র এই আয়োজনের প্রশংসা করেন এর প্রসার ও সাফল্য কামনা করেন'। ছড়াকার শরীফ আস-সাবের বলেন, 'ছড়াটে একটি আন্দোলনের নাম, এটি ছড়ার জগতে বিপ্লব সাধন করেছে, ছড়া নিয়ে গঠনমূলক ও ব্যতিক্রমী সব আয়োজন ছড়া সাহিত্যের জন্য ইতিহাস হয়ে থাকবে।'

উপস্থিত সকল ছড়াকারগণ তাঁদের নিজ নিজ ছড়া পাঠ করেন। পঠিত ছড়ার উপর পর্যালোচনা করেন ছড়াকার তাজুল ইমাম ও মিনহাজ আহমেদ। ছড়াকার ওমর কায়সারের চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ছড়ার উপরও বিস্তারিত আলোচনা হয়। বাঁশি ও দোতারা বাজিয়ে ছড়াকার মিনহাজ আহমেদের গান শোনানো বাড়তি আনন্দ যোগ করেছিলো। ছড়ায়-আড্ডায়-গানে পুরো অনুষ্ঠানটি ভীষণ প্রাণবন্ত ছিলো। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ছড়াকার শাম্ স চৌধুরী রুশো।

উল্লেখ্য, ছড়াটে নিয়মিতভাবে প্রতিমাসের তৃতীয় শুক্রবার ছড়ার আসর ছড়াড্ডা আয়োজন করে আসছে। - আশরাফুল হাবিব মিহির প্রেরিত

২ ফেব্রুয়ারী নিউ ইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রের ৩০ টি শহরে মুক্তি পাচ্ছে মোশাররফ করিম এর "হুব্বা"

পরিচয় ডেস্ক: আগামি ২রা ফেব্রুয়ারী নিউ ইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৩০ টি শহরে মুক্তি পাচ্ছে জনপ্রিয় অভিনেতা মোশাররফ করিম অভিনীত ব্রাত্য বসু পরিচালিত "হুব্বা"। এমনটি জানিয়েছেন বায়োস্কোপ ফিল্মস এর কর্ণধার রাজ হামিদ এবং নাওশাবা রশিদ। উল্লেক্ষ্য, "হুব্বা" হবে যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তিপ্রাপ্ত অভিনেতা মোশাররফ করিম এর প্রথম ছবি।

কোলকাতার সন্নিকটস্থ হুগলীর মাফিয়া ডন খ্যাত সন্ত্রাসী হুব্বা শ্যামল এর জীবনের উপর নির্মিত এই ছবি ইতিমধ্যে ঢাকা এবং কোলকাতায় দর্শক মহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে।

বায়স্কোপ ফিল্মস এর কর্ণধারদ্বয় রাজ হামিদ এবং নওশাবা রশিদ আরো জানান, "এই ছবিতে মোশাররফ করিম এর অভিনয় দুই বাংলায় ব্যাপক ভাবে প্রশংসিত হয়েছে, অনেকে বলছেন এটা মোশাররফ করিম এর এখন অব্দি শ্রেষ্ঠ কাজ। আমেরিকা এবং কানাডায় প্রবাসী বাঙ্গালী রা এই ছবিতে তার অভিনয় দেখতে পাবেন বড় পর্দায় বায়স্কোপ ফিল্মস এর পরিবেশনায়, এটা ভাবতেই খুব ভাল লাগছে।"

"হুব্বা" মুক্তি উপলক্ষ্যে এক ভিডিও বার্তায় যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় বসবাস রত সকল বাংলা ভাষাভাষী দের উদ্দেশ্যে মোশাররাফ করিম বলেন, "সকল্ কে আমন্ত্রন ছবিটি দেখার জন্য, দেখলে আমরা অনুপ্রানিত হব, আমাদের ভাল লাগবে, জয় হোক বাংলা সিনেমার।" ছবির পরিচালক এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, "হুব্বা" ছবিটির স্ক্রিপ্ট মোশাররফ করিম কে মাথায় রেখেই করা হয়েছে। মোশাররফ করিম একজন সুক্ষ্ম, ডেলিকেট, ভেরসাটাইল অভিনেতা। তিনি শুধু বাংলাদেশ বা ভারতকে রিপ্রেসেন্ট করেন না, তার অভিনয় শৈলী গোটা দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার একটা বড় সিগনেচার। "সকল দর্শককে হলে গিয়ে ছবিটি দেখবার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, "এটা বড় পর্দার ছবি আপনারা বাংলা ছবির পাশেই থাকুন।" "হুব্বা'র নির্মাণ প্রতিষ্ঠান ফ্রেন্ডস কমিনিকেশন এর অন্যতম কর্ণধার ফিরদাউসুল হাসান বলেন, "আমরা বিশ্ব দরবারে ভাল ছবি নিয়ে আসতে চাই। আমাদের ভাল ছবিগুলো কেবল বাংলায় করা এবং দুই বাংলা কে নিয়েই। আমাদের ফিল্ম প্রতিষ্ঠানের আগামী দু'টা ছবিতেই আছেন এপার বাংলার দুই শক্তিমান অভিনেতা "পদাতিক" এ কিংবদন্তী পরিচালক মৃণাল সেন এর ভুমিকায় চঞ্চল চৌধুরী এবং তার পরের ছবি তে বাংলাদেশের টিভি পর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা অপূর্ব আসছেন "চালচিত্র" ছবিতে । বায়োস্কোপ ফিল্মস " হুব্বা "উত্তর আমেরিকার দর্শকদের কাছে নিয়ে আসছেন দেখে আমরা আনন্দিত।" উল্লেখ্য, "হুব্বা" ছবিতে আরো অভিনয় করেছেন শক্তিমান অভিনেতা ইন্দ্রনীল সেন গুপ্ত, এবং আরো আছেন লোকনাথ দে, তানিশা ইসলাম, মিউজিক করেছেন প্রাবুদ্ধ ব্যানারজি, ক্যামেরায় সৌমিক হালদার এবং পরিচালনা / স্ক্রিপ্ট লিখেছেন অভিনেতা / পরিচালক ব্রাত্য বসু।

"হুব্বা" নিয় ইয়র্ক, লস আঞ্জেলেস, নিউ জার্সি, বোস্টন, ভারজিনিয়া, সান ফ্রান্সিস্কো, ডালাস, ওয়েস্ট পাম বীচ, আটলান্টা সহ আমেরিকার প্রায় ৩০টি শহরে মুক্ত পাচ্ছে বায়স্কোপ ফিল্মস এর পরিবেশোনায় ।

"হুব্বা" ৯ ফেব্রুয়ারী টরন্টোসহ কানাডার ৬ টি শহরে ও মুক্তির অপেক্ষায় আছে ।

বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি ৩৫ শতাংশ কমানোর ঘোষণা কানাডার

৫৪ পৃষ্ঠার পর

স্বাস্থ্য খাতের যে সংকট তৈরি হয়েছে, তা সামাল দিতে শিক্ষার্থীদের ভিসা দেওয়ার হার কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভিসা অনুমোদনের হার প্রায় ৩৫ শতাংশ কমে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। দেশটির সরকারি হিসাব অনুযায়ী, এক দশক আগে কানাডায় বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ২ লাখ ১৪ হাজারের মতো। ২০২৩ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে ৯ লাখ ছাড়িয়ে গেছে।

কানাডার কর্মকর্তারা বলছেন, নতুন পদক্ষেপের ফলে পুরো ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা তৈরি হবে। কানাডার অভিবাসনমন্ত্রী মার্ক মিলার সোমবার নতুন নীতি ঘোষণা করে বলেছেন, কানাডাতে ২০২৪ সালে মাত্র তিন লাখ ৬০ হাজার শিক্ষার্থী স্নাতক পর্যায়ে ভর্তি হওয়ার অনুমতি পাবে।

কানাডার বিভিন্ন রাজ্যকে তাঁদের জনসংখ্যা ও বর্তমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় নতুন করে কতজন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করতে পারবেন, সেই কোটা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। এরপর প্রদেশগুলো সিদ্ধান্ত নেবে কীভাবে তাদের বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলোতে তারা এই বরাদ্দের সমন্বয় করবে।

তবে কানাডা সরকারের নতুন এই নীতিটি কেবল দুই বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা বা স্নাতক পর্যায়ের প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। যাঁরা বর্তমানে সেখানে পড়াশোনা করছেন, তাঁদের স্টাডি পারমিট নতুন করে নবায়নের ক্ষেত্রে এর কোনো প্রভাব পড়বে না। এ ছাড়া দেশটির সরকার এখন থেকে আর 'পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ' মডেলে চলা কলেজের স্নাতক পর্যায়ের বিদেশি শিক্ষার্থীদের কাজের অনুমতি দেবে না। কানাডার ওন্টারিও প্রদেশেই সাধারণত এ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বেশি দেখা যায়। কিছু বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অল্প কিছু শিক্ষক ও কর্মী নিয়ে তাদের ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী নেওয়ার সুবিধা কাজে লাগিয়ে উচ্চ টিউশন ফি গ্রহণ করছে। কোনোভাবেই এটা গ্রহণযোগ্য নয় বলে উল্লেখ করেন কানাডার অভিবাসনমন্ত্রী মার্ক মিলার। তিনি এটাও স্পষ্ট করেছেন যে, নতুন এই পদক্ষেপ মোটেও বিদেশি শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে নয়। এর ফলে বরং ভবিষ্যতে যাঁরা অন্য দেশ থেকে কানাডায় পড়তে আসবেন, তাঁরা আরও ভালো মানের শিক্ষা ও পরিবেশ পাবেন। কেন এই সিদ্ধান্ত? ট্রুডো সরকার এমন এক সময়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, যখন তার সরকার উচ্চমূল্যের আবাসন সমস্যা মোকাবিলার ব্যবস্থা নিতে চাপের মুখে রয়েছে।

কানাডায় একটি বাড়ির দাম এখন গড়ে ৭ লাখ ৫০ হাজার কানাডীয় ডলার। এ ছাড়া গত দুই বছরে দেশটিতে প্রায় ২২ শতাংশ বাড়িভাড়া বেড়েছে। এই পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পেছনে দেশটির অভিবাসী সংখ্যা বৃদ্ধির সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদদের কেউ কেউ। তাঁরা বলছেন, সাম্প্রতিক সময়ে কানাডায় যেভাবে অভিবাসীর সংখ্যা বেড়েছে, সে অনুপাতে গৃহনির্মাণ বাড়েনি। ফলে বাসাভাড়া এবং বাড়ির দাম উভয়ই বেড়ে গেছে। ২০২২ সালে কানাডার ইতিহাসে প্রথমবার মাত্র এক বছরের ব্যবধানে দশ লাখেরও বেশি মানুষ বৃদ্ধি পেয়েছে, যার বড় অংশই অভিবাসী। ফলে দেশটির মোট জনসংখ্যা এখন চার কোটিতে গিয়ে ঠেকেছে যা একটি নতুন রেকর্ড।

দেশটির জাতীয় আবাসন সংস্থা কানাডা মর্টগেজ অ্যান্ড হাউজিং করপোরেশন বলছে, বাড়ির দাম এবং বাড়ি ভাড়া সাধারণ মানুষের সামর্থ্যের মধ্যে আনতে হলে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশটিতে আরও প্রায় ৩৫ লাখ ঘর নির্মাণের প্রয়োজন হবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ছাড়া আরও একটি বিষয়কে বিশেষজ্ঞরা বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী করছেন। সেটা হচ্ছে, উচ্চ সুদহার। তাঁরা বলছেন, ব্যাংক ঋণে উচ্চ সুদহারের কারণে মানুষের মধ্যে নতুন বাড়ি তৈরির প্রবণতা কমে গেছে। অথচ জনসংখ্যা ঠিকই বেড়েছে। ফলে আবাসন চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাসাভাড়া বেড়ে গেছে।

মূলত কোভিড-১৯ মহামারির সময় থেকেই মুদ্রাস্ফীতি এবং বাজারের সরবরাহব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ার কারণে কানাডায় গৃহনির্মাণ সামগ্রীর দাম ক্রমেই বাড়তে দেখা যাচ্ছে।

নতুন সিদ্ধান্তের মাধ্যমে দেশটির নীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা কমে যাওয়া এবং চাকরির শূন্য পদ পূরণে অভিবাসন নীতিকে উন্মুক্ত করেছিল কানাডা সরকার। অভিবাসনমন্ত্রী মার্ক মিলার এর আগেও বিদেশি শিক্ষার্থীদের কানাডায় পড়তে আসার সুযোগ সীমিত করার ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তখন বিষয়টি নিয়ে কানাডার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্বেগও প্রকাশ করা হয়েছিল। তবে মিলারের সোমবারের ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় দেখা গেছে, কানাডার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একে স্বাগত জানাচ্ছে। দেশটির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংগঠন 'ইউনিভার্সিটিজ কানাডা' বলছে, তারা সরকারের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে। কারণ এই নীতি স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করছে না। তবে নতুন নীতিটি ইতিমধ্যেই চাপে থাকা ব্যবস্থাকে আরও চাপের মুখে ফেলতে পারে বলে কিছুটা উদ্বেগও প্রকাশ করেছে।

JALALABAD ASSOCIATION OF AMERICA, INC.
জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, ইন্‌ক

বোর্ড অব ট্রাষ্টি

ওহিদুর রহমান মুক্তা, সিলেট

আব্দুল মুকিত চৌধুরী মারুপ, সুনামগঞ্জ

সৈয়দ ফজলুর রহমান, হবিগঞ্জ

সৈয়দ জুবায়ের আলী মৌলভীবাজার

কার্যনির্বাহী কমিটি

মোঃ শাহীন কামালী
সভাপতি

মঈনুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক

দুরুদ মিয়া রনেল
সহসভাপতি (সিলেট)

মোহাম্মদ মনির উদ্দিন
সহসভাপতি (সুনামগনজ)

শেখ জামাল হোসাইন
সহ সভাপতি (হবিগঞ্জ)

বসির খাঁন
সহসভাপতি (মৌলভীবাজার)

আতাউল গণি (আসাদ)
সহসাধারণ সম্পাদক

মইনুজ্জামান চৌধুরী
কোষাধ্যক্ষ

ইফজাল আহমদ চৌধুরী
সাংগঠনিক সম্পাদক

সাহিদুল হক রাসেল
প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক

আব্দুল এম চৌধুরী (উমেদ)
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক

দেওয়ান এম. এ মোতাচ্ছির (মনজু)
আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক

আল-মোস্তাজাব
ক্রীড়া সম্পাদক

সুতিপা চৌধুরী
মহিলা সম্পাদিকা

জয়নাল উদ্দিন (লায়েক)
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক

হেলিম উদ্দিন
সাধারণ সদস্য (সিলেট)

জামাল আহমদ
সাধারণ সদস্য (সুনামগঞ্জ)

মিজানুর রহমান চৌধুরী (শেফ)
সাধারণ সদস্য (হবিগঞ্জ)

মিজানুর রহমান
সাধারণ সদস্য (মৌলভীবাজার)

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র মামলায় অ্যাটর্নি জোসেফের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: গত ১৮ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে আয়োজিত মত বিনিময় সভায় জালালাবাদ এসোসিয়েশন অফ আমেরিকার অ্যাটর্নি জোসেফ ম্যাটেন বলেছেন, 'জালালাবাদ ভবন' নামের বাড়িটি এখনও ফরক্লোজারে। সাবেক সাধারন সম্পাদক মইনুল ইসলাম নিয়ম বর্হিভূতভাবে সংগঠনের তহবিল থেকে সাড়ে ৩ লাখ ডলার তুলে নতুন একটি প্রতিষ্ঠান জালালাবাদ এসোসিয়েশান অফ ইউএসএ-র নামে এস্টোরিয়ায় বাড়িটি ক্রয় করেন। পরে এই ভবনের বাড়ির নাম দেন 'জালালাবাদ ভবন'। কিন্তু ম্ইনুল ইসলাম গত ১ বছর ধরে এই ভবনের মর্টগেজ পরিশোধ করছেন না।

যার কারনে ভবনটির হার্ড লেন্ডার ওয়াশিংটন ইকুয়েটি ব্যাংক বাড়িটি ফরক্লোজারে দিয়েছে। অ্যাটর্নি জোসেফ ম্যাটেন বলেন, আমার ক্লায়েন্টের (জালালাবাদ এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা)র অর্থ এই বাড়ির সাথে সংশ্লিষ্ঠ। জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নাম লিয়েন হিসেবে রয়েছে বাড়িটি। এমতাবস্থায় বাড়িটি ব্যাংক পুরোপুরিভাবে নিয়ে নিলে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

মত বিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি বদরুল হোসেন খান। পরিচালনা করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক রোকন হাকিম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ট্রাস্টি কায়সারুজ্জামান কয়েস ও বদরুন নাহার খান মিতা। মতবিনিময় সভার শুরুতে জালালাবাদের ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক রোকন হাকিম বলেন, সংগঠনের অর্থে কেনা বাড়ির ভাড়া তুলছেন মইনুল ইসলাম। তারই (মইনুল) হিসেব মতে মর্টগেজ দেবার পরও ৮ শত ডলার হাতে থাকে প্রতিমাসে। এমতাবস্থায় মইনুল ইসলাম গত ১ বছর ধরে বাড়িটির মর্টগেজ না দিয়ে সব অর্থ আত্মসাৎ করছেন।

মত বিনিময় সভায় তাঁরই সংগ্রহ করা প্রমাণাদি উত্থাপন করে এটর্নি জোসেফ ম্যাটেন আরো বলেন, বাড়িটি এখনও ফরক্লোজারে রয়েছে। মইনুল ইসলাম তত্কালীন কার্যকরী কমিটির অনুমোদন না নিয়ে সমিতির ব্যংক একাউন্ট থেকে ২ দফা অর্থ তুলেছে। প্রথম দফায় এম আজিজের একাউন্টে আড়াই লাখ ডলার ট্রান্সফর করে। পরে অবশ্য তা জালালাবাদ এসোসিয়েশন অফ আমেরিকার ফান্ডে ফেরত আসে। পরে জালালাবাদ এসোসিয়েশান অফ ইউএসএ-র নামে বাড়ি ক্রয় করতে সাড়ে ৩ লাখ ডলার তুলে ফেলে। মজার বিষয় হচ্ছে, এই বাড়ি কিনতে ব্রোকারিজ ফি বাবদ দেখানো হয়েছে ৮৭ হাজার ডলার। অথচ এই ব্রোকারিজ কোম্পানীর মালিকও মইনুল ইসলাম। তার সকল অপকর্ম ও অনিয়মের বিরুদ্ধে মাননীয় আদালত তদন্ত সাপেক্ষে সঠিক রায় প্রদান করবে বলেও অ্যাটর্নি জোসেফ ম্যাটেন জানান।

এ ব্যাপারে মইনুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, জালালাবাদ ভবনের মর্টগেজ নিয়মিতভাবেই পরিশোধ করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে তাঁদের কাছে সকল রশিদ সংরক্ষিত আছে । জালালাবাদ ভবন নিয়ে কারো দুশ্চিন্তা বা গুজব ছড়ানোর কিছু নেই।

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক (শাহিন-মইনুল) এর ট্রাস্টি বোর্ড গঠন

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক (শাহিন কামালী-মইনুল ইসলাম) এর নতুন ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। সভাপতি শাহীন কামালী এবং সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের এই অংশ ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করেছে। এর আগে তাদের পূর্ণাঙ্গ কার্যকরি কমিটি গঠন করা হয়েছিল।

গত ২১ জানুয়ারি রোববার এস্টোরিয়াস্থ জালালাবাদের নিজস্ব ভবনে সভাপতি শাহীন কামালীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মঈনুল ইসলামের পরিচালনায় আয়োজিত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নতুন ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়।

ট্রাস্টি বোর্ড: ওহিদুর রহমান মুক্তা (সিলেট), আব্দুল মুকিত চৌধুরী মারুফ (সুনামগঞ্জ), ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ ফজলুর রহমান (হবিগঞ্জ), সৈয়দ জুবায়ের আলী (মৌলভীবাজার)।

কার্যকরি কমিটির সভায় উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি দুরুদ মিয়া রনেল (সিলেট), শেখ জামাল হোসাইন (হবিগঞ্জ), যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আতাউল গনি আসাদ, কোষাধ্যক্ষ ময়নুজ্জামান চৌধুরী, প্রচার ও দফতর সম্পাদক সাহিদুল হক রাসেল, আইন সম্পাদক দেওয়ান এম এ মোতাচ্ছির মনজু, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জয়নাল উদ্দিন লায়েক, সদস্য জামাল আহমেদ, সদস্য মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ।

কার্যকরি কমিটির সভায় ট্রাস্টি বোর্ড গঠন ছাড়াও মহান একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন ও আসন্ন মাহে রমজানে ইফতার মাহফিল উদযাপন উপলক্ষে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক শেখ জামাল হোসেইন, সমন্বয়কারী ময়নুজ্জামান চৌধুরী, সদস্যসচিব সাহিদুল হক রাসেল, ইফতার মাহফিল উদযাপন কমিটি, আহ্বায়ক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ, সমন্বয়কারী দুরুদ মিয়া রনেল, সদস্যসচিব আতাউল গনি আসাদ নির্বাচিত হন। আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার জালালাবাদ ভবনে একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন করা হবে এবং মাহে রমজানের প্রথম রোববার ১৭ মার্চ গুলশান টেরেসে (ঢাকা ক্লাব) ইফতার মাহফিল আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

বিশ্বে কমছে ধূমপায়ীর সংখ্যা, ৮০ লাখের বেশি মানুষের মৃত্যু প্রতি বছর

৫৪ পৃষ্ঠার পর

স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০০০ সালে বিশ্বজুড়ে প্রতি তিনজন মানুষের মধ্যে একজন ধূমপান কিংবা অন্য তামাকজাত পণ্য সেবন করতেন। তবে ২০২২ সালে প্রতি পাঁচজনে একজন মানুষ ধূমপান কিংবা অন্য তামাকজাত পণ্য সেবন করেন। ২০০০ সালে ১৩৬ কোটি মানুষ ধূমপান কিংবা তামাকজাত পণ্য সেবন করলেও ২০২২ তা কমে ১২৫ কোটিতে নেমে আসে। এই সংখ্যাটা ২০৩০ সাল নাগাদ আরও কমে ১২০ কোটিতে নামতে পারে।

বিশ্বজুড়ে ধূমপায়ীর সংখ্যা কমলেও ভিন্ন চিত্র দেখে গেছে কয়েকটি দেশে। এসব দেশে ধূমপায়ীর সংখ্যা উল্টো বেড়েছে। মিসর, জর্ডান ও ইন্দোনেশিয়াসহ কয়েকটি দেশে তামাকের ব্যবহার এখনো বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্বাস্থ্য উন্নয়নবিষয়ক পরিচালক ডা. রুডিগার ক্রেচ বলেছেন, গত কয়েক বছরে বিশ্বে তামাক নিয়ন্ত্রণে ভালো অগ্রগতি হয়েছে। তবে এ নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভোগার সময় নেই। অগণিত প্রাণের বিনিময়ে মুনাফা হাতিয়ে নিতে তামাক কোম্পানিগুলো কত দূর যেতে পারে তা দেখে আমি অবাক হয়ে যায়।

তিনি বলেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মুহূর্তে একটি সরকার মনে করে তারা মাদকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জিতে গেছে তখনই সুযোগ নেয় তামাক কোম্পানি। তারা সরকারি নীতির পরিবর্তন করে প্রাণঘাতী পণ্য বিক্রি করে।

মাদকের ব্যবহার কমলেও এ সম্পর্কিত মৃত্যুর সংখ্যা আগামী কয়েক বছর বেশি থাকবে বলেই সতর্ক করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। মাদকের কারণে মৃত্যুহার কমার জন্য তিন দশক অপেক্ষা করতে হবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ধূমপানের কারণে প্রতি বছর বিশ্বে ৮০ লাখের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। এদের মধ্যে ১৩ লাখ মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হয়ে প্রাণ হারান। খবর জার্মান বেতার ডয়েচে ভেলের।

উনবাঙালের ৪১ তম সভা অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: গত ২০ জানুয়ারি শনিবার অপরাহ্নে জ্যামাইকার স্টার কাবাবে রেস্টুরেন্টে উনবাঙালের ৪১ তম সাহিত্যসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুভসূচনা করেন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মুক্তি জহির। তিনি নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে আলাপচারিতা পর্বটি পরিচালনা করার জন্য কবি সুমন শামসুদ্দিনকে আহবান জানান। এবারের আলাপচারিতার বিষয় ছিল "প্রবাসে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা", আলোচক ছিলেন কবি কাজী জহিরুল ইসলাম, আবৃত্তিজন আহসান হাবিব এবং সাংবাদিক ও সমাজসেবক শেখ সিরাজ। কাজী জহিরুল ইসলাম আলোচনার পটভূমি তৈরি করতে গিয়ে সৃজনশীল সাহিত্যের ধারাটি সবচেয়ে বেশি অবহেলিত বলে উল্লেখ করেন, তিনি সমাজের বিত্তবানদের আহবান জানান প্রকৃত প্রতিভা শনাক্ত করে তাদের তুলে ধরার কাজে সহযোগিতার জন্য। আহসান হাবিব তার বক্তব্যে বলেন সস্তা বিনোদনের প্রতি পৃষ্ঠপোষকদের আগ্রহ অধিক পরিলক্ষিত হয়, তাদেরকে মেধাবিকাশে আগ্রহী করে তুলতে হবে। শেখ সিরাজ ব্যাখ্যা করে বোঝান কেন সমাজের বিত্তবানেরা প্রতিভা বিকাশে এগিয়ে আসেন না। কারণ তারা সচেতন নাগরিক নন, শিক্ষিত এবং সচেতন নাগরিক হয়ে ওঠার জন্য দরকার পাঠাভ্যাস। এই জায়গাটিতে ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। দর্শকদের মধ্যে থেকে অধ্যাপক ইমাম চৌধুরী জানতে চান,

ডায়াস্পরা সাহিত্য নিয়ে একটা বিতর্ক আছে, এর প্রকৃত অর্থ কি? কবি মিয়া এম আসকির বিজ্ঞান ও কবিতার দ্বন্দ্ব নিয়ে কিছুটা আলোকপাতের অনুরোধ জানান, কবিতা লেখার জন্য প্রকরণ মানা কি খুব দরকার? তিনি আরো জানতে চান, কেন বিত্তবানেরা গান-বাজনার পৃষ্ঠপোষকতায় অধিক আগ্রহী হন, সাহিত্যের প্রতি হন না। ড. নার্গিস আহমেদ উনবাঙাল শব্দটির অর্থ জানতে চান, এ ছাড়া সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব রবিউল হাসান রুবেল এই সভার তাৎপর্য নিয়ে মন্তব্য করেন। কবি কাজী জহিরুল ইসলাম ও আহসান হাবিব দর্শকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

দ্বিতীয় পর্বে ছিল স্বরচিত কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি। এ পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেন দিমা নেফারতিতি, নাসিমা আখতার, সুমন শামসুদ্দিন, আহসান হাবিব, সুলতান বোখারী, মিয়া এম আসকির, রেণু রোজা, মুন্না চৌধুরী, সোহানা নাজনীন, নানজীব ইমাম চৌধুরী, নিবরাস ইমাম চৌধুরী, হুমায়ূন কবীর, ওয়াহেদ হোসেন, দেওয়ান নাসের রাজা, মো: নজরুল ইসলাম, এস এম মোজাম্মেল হক প্রমুখ। পাঠ পর্বটি পরিচালনা করেন অধ্যাপক ইমাম চৌধুরী।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্ব ছিল পঠিত লেখাগুলোর অনুপুঙখ বিশ্লেষণ। কবি কাজী জহিরুল ইসলাম বিশ্বসাহিত্যের নানান দৃষ্টান্ত ও উদ্ধৃতি তুলে ধরে পঠিত প্রত্যাকটি লেখার সবল ও দুর্বল দিক চিহ্নিত করেন এবং লেখকদের বিভিন্ন পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানের শেষে আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি কবি কাজী জহিরুল ইসলামের জন্মোৎসব উদযাপনের জন্য একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়। শেখ সিরাজ আহ্বায়ক, দিমা নেফারতিতি এবং সুমন শামসুদ্দিন যুগ্ম আহ্বায়ক এবং আহসান হাবিবকে সদস্য সচিব নির্বাচিত করা হয়। উপস্থিত কবির ভক্ত, সুহৃদ ও অনুরাগী সকলেই এই আহ্বায়ক কমিটির সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। আগামী শনিবার, সন্ধ্যা ছয়টায় জ্যামাইকার স্টার কাবাবে আহ্বায়ক কমিটির প্রস্তুতি সভা আহ্বান করা হয়েছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

ইনস্টাগ্রাম ও মেসেঞ্জারে কিশোর-কিশোরীদের নিরাপদ রাখতে মেটার নতুন উদ্যোগ

৫৪ পৃষ্ঠার পর

কিশোর-কিশোরীরা দেখতে পারবে। এ ছাড়া অভিভাবকের অনুমোদন ছাড়া কিশোর-কিশোরীরা চাইলেও নিজেদের ইনস্টাগ্রাম অ্যাপের সেটিংস পরিবর্তন করতে পারবে না। একইভাবে মেসেঞ্জারে বন্ধু তালিকায় না থাকলে কোনো ব্যক্তি বার্তা পাঠালেও সেগুলো কিশোর-কিশোরীদের কাছে প্রদর্শন করা হবে না।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্ষতিকর আধেয় থেকে কিশোর-কিশোরীদের নিরাপদ রাখতে বেশ কিছুদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক সংস্থা মেটাকে তাগাদা দিয়ে আসছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি মেটা জানিয়েছিল, তাদের প্ল্যাটফর্মে কিশোর-কিশোরীদের সামনে আধেয় প্রদর্শন সীমাবদ্ধ করতে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

সম্প্রতি ১৩ থেকে ১৭ বছর বয়সী ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন নীতিমালা তৈরি করেছে ইনস্টাগ্রাম কর্তৃপক্ষ। নতুন এ নীতিমালা অনুয়ায়ী, কিশোর-কিশোরীদের অনুপযোগী আধেয় (কনটেন্ট) ও বিভ্রান্তিকর তথ্য দেখানো হবে না। এর ফলে অনুসরণ করা অ্যাকাউন্ট থেকে অনুপযোগী পোস্ট করা হলেও সেগুলো দেখতে পারবে না কিশোর-কিশোরীরা।

সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত

পরিচয় ডেস্ক: গত ২২ জানুয়ারি সোমবার জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্টে প্রবাসের অন্যতম বৃহত্ সংগঠন রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের কার্যকরি কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি মোঃ ফখরুল ইসলাম মাছুমের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম মনিরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় সংগঠনের পূর্ণাঙ্গ কমিটি এবং নতুন উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে সহ-সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমানের মায়ের ইন্তেকালে বিশেষ দোয়া করা হয়। এরপরই সংগঠনের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয় এবং উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। প্রতি বছরের ন্যায় এবারেও সর্বসম্মতিক্রমে সংগঠনের উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা হলেন: মোঃ মাসুদুর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা ফিরোজুল

ইসলাম পাটোয়ারী, হারুন ভূঁইয়া, আমিন খান জাকির, মোরশেদ আলম, দিল আফরোজ আহমেদ (নার্গিস), নাজমুল আহসান, অধ্যাপক শাহাদাত হাসান, মনিরুজ্জামান মজুমদার, মোঃ আলম, নুর আলী স্বপন, জসিম রাসেল, মোহাম্মদ ফারুকুল ইসলাম, নিলুফার ইয়াসমিন মিতু, মুনমুন হাসিনা, ফারুক আহমেদ ভূঁইয়া, জামান তপন, মনিরুল ইসলাম, মামুন মিয়াজী, মোঃ এল কবির (রতন)।

সংগঠনের পূর্ণাঙ্গ কমিটির সদস্যরা হলেন : সভাপতি মু. ফখরুল ইসলাম মাছুম, সিনিয়র সহ সভাপতি-বিপ্লব সাহা, সহ-সভাপতি মোঃ কবির, সহ-সভাপতি মোঃ আক্তার হামিদ, সহ-সভাপতি মোঃ মাহাবুবুর রহমান, সহ-সভাপতি মোবারক হোসাইন, সহ-সভাপতি মোঃ সিদ্দিক পাটোয়ারী, সহ-সভাপতি মোঃ রেজাউর রহমান রাজু, সহ-সভাপতি নুরুল আলম মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম মনির, সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম ভূঁইয়া, সহ সাধারণ সম্পাদক মোঃ মিজানুর রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল আমিন, সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবু তাহের, সহ সাধারণ সম্পাদক-মোঃ নুরুল ইসলাম মিলন, কোষাধ্যক্ষ মোঃ আবু সাদেক, সহ-কোষাধ্যক্ষ মাহবুবুল আলম পাটোয়ারী, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ জসীম উদ্দিন, প্রচার সম্পাদক মোঃ আবু বকর, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ফয়সাল পাটোয়ারী, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মিঞা ওবায়দুর রহমান, সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক- মোঃ আহাদ ভূইয়া, সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার, মহিলা সম্পাদিক এডভোকেট নুবাইরা ইবনাত, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদিকা শাহানারা কবির, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মোঃ আনোয়ার হোসাইন মিয়াজী, দপ্তর সম্পাদক আনোয়ার হোসেন আনু,স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডাক্তার মোঃ মইনুল ইসলাম, ক্রীড়া সম্পাদক সাফায়েত হোসেন রুমান, সদস্য মাহমুদা আহমেদ, সদস্য হাসান মাহমুদ সোহেল, সদস্য আব্দুস সামাদ টিটু, সদস্য শাকিল মিয়া, সদস্য মোঃ ফারুক আহমেদ, সদস্য আব্দুল মমিন, সদস্য খোরশেদ আলম, সদস্য মকসেদুর রহমান সেলিম, সদস্য মোঃ সোহেল গাজী, সদস্য শাহ আলম, সদস্য ফাতেমা আক্তার, সদস্য মোঃ জহিরুল ইসলাম, সদস্য মোঃ রফিকুল ইসলাম, সদস্য গিয়াস মাতাব্বর, সদস্য বেলায়েত হোসাইন সোহাগ, সদস্য ফারহানা আক্তার শিমু, সদস্য নূর হোসাইন, সদস্য রাজন হাসান, সদস্য মোঃ জাকির হুসাইন, সদস্য ফয়েজ আহমেদ, সদস্য মোঃ বোরহানউদ্দিন, সদস্য মোঃ মোরশেদ,সদস -ওসমান ওমর ফারুক। এবছর ২১ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা উদযাপন কর্মসূচীর আহ্বায়ক মনোনীত হয়েছেন সংগঠনের সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম ভূঁইয়া ও সদস্য সচিব আহাদ ভাইয়া। ইফতার মাহফিল আয়োজনের আহ্বায়ক মনোনীত হয়েছেন আবু সাদেক ও সদস্য সচিব আবু বকর। ঈদ পূনর্মিলনী উদযাপন কমিটির আহবায়ক মনোনীত হয়েছেন মোঃ সিদ্দিক পাটোয়ারী ও সদস্য সচিব জসিম উদ্দিন। সভাপতি মু. ফখরুল ইসলাম মাছুমের সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘটে।

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

GET PAID

TO TAKE CARE OF YOUR FAMILY AND FRIENDS

MAKE MONEY
BY SERVING YOUR RELATIVES
AT HOME WITHOUT TRAINING

GANA DINERO CUIDANDO
PERSONAS MAYORES
DESDE SU CASA

প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে
আপনজনকে সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন

बिना परिषाण के घर पर
अपने लोगो की सेवा
करके पैसा कमाएं

CDPAP SERVICE

HHA/PCA SERVICE

SKILLED NURSING

- Salary & Benefits
- Weekly Payments
- Direct Deposit

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Ave
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834

YONKERS OFFICE
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-650-6912
Fax: 917-396-4115

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820
Fax: 917-396-4115

JAMAICA AVE. OFFICE
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-481-8992
Fax: 917-396-4115

ASTORIA OFFICE
36-07 31 Street,
Astoria, NY 11106
Ph: 718-540-4130
Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870
Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

ফেসবুক, ইউটিউব ও টিকটক নিউইয়র্ক সিটিতে ‘জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি’ হিসেবে চিহ্নিত

পরিচয় ডেস্ক: তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব বিবেচনায় ফেসবুক, ইউটিউব ও টিকটকসহ সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমকে ‘জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি’ হিসেবে চিহ্নিত করেছে নিউইয়র্ক। যুক্তরাষ্ট্রের বড় কোনো শহরে এ ধরনের পদক্ষেপ এই প্রথম। গত ২৪ জানুয়ারী বুধবার নিউইয়র্কের মেয়র এরিক অ্যাডামস আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণা দেন । মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেন, ‘নানা আসক্তিমূলক ও বিপজ্জনক ফিচার দিয়ে টিকটক, ইউটিউব, ফেসবুকের মতো প্ল্যাটফর্মগুলোর নকশা করা হয়েছে। এগুলো মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সংকট তৈরি করছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘তামাক ও বন্দুকের ক্ষেত্রে যেমন

পদক্ষেপ নিয়েছিলেন মার্কিন সার্জনরা, তেমনি আমরা অন্যান্য সামাজিক মিডিয়াকে জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকির মতো বিবেচনা করছি এবং এটি অবশ্যই বন্ধ করতে হবে।’ নিউইয়র্ক শহরের স্বাস্থ্য কমিশনার অশ্বিন ভাসান সামাজিক মাধ্যমকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাস্থ্য ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করার সুপারিশ করেন। তিনি নিউইয়র্ক শহরের তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যের রূপরেখা তুলে ধরেন এবং স্বাস্থ্যকর সামাজিক মিডিয়া ব্যবহারে উৎসাহিত করার বিষয়ে নির্দেশনা দেন।
এজন্য প্রযুক্তিবিহীন সময় কাটানো, সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের সময় ব্যবহারকারীর অনুভূতি পর্যবেক্ষণ করা ও প্রাপ্তবয়স্কদের *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

পদ্মশ্রী সম্মাননা পাচ্ছেন রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের বেসামরিক পুরস্কার ‘পদ্মশ্রী’ পাচ্ছেন বরেণ্য সংগীতশিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। গতকাল বৃহস্পতিবার ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

ঢাকা বিমানবন্দরে ১ লাখ ডলারসহ দোহাগামী দুই বাংলাদেশী-আমেরিকান নাগরিক আটক

পরিচয় ডেস্ক: ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এক লাখ মার্কিন ডলারসহ দুইজনকে আটক করেছে অ্যাভিয়েশন সিকিউরিটি (এভসেক)। আটক হওয়া দুইজন মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন (৩৯) ও মোহাম্মদ রেজাউল (৫৯) বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক।
বিমানবন্দরের ৫ নং আইএনএস বোর্ডিং গেটের স্ক্যানিং থেকে শুক্রবার (২৬ জানুয়ারি) দুপুরে তাঁদের আটক করা হয়।
হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নির্বাহী

মোহাম্মদ রেজাউল (৫৯) ও মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন (৩৯)।

পরিচালক মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে জানান, ‘বিমানবন্দরের প্রি-বোর্ডিং চেকে দুই জনকে ১ লাখ মার্কিন ডলারসহ আটক করেছে অ্যাভিয়েশন সিকিউরিটি (এভসেক)। তাঁরা এসব ডলার সাথে বহনের কোনো অনুমতি দেখাতে পারেনি। আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তাঁদেরকে বিমানবন্দরের কাস্টমসের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’ বিমানবন্দরের পরিচালক কামরুল ইসলাম বলেন, ‘তাদের কাতার এয়ারওয়েজের *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

ইনস্টাগ্রাম ও মেসেঞ্জারে কিশোর-কিশোরীদের নিরাপদ রাখতে মেটার নতুন উদ্যোগ

পরিচয় ডেস্ক: ইনস্টাগ্রাম ও মেসেঞ্জারে ছবি বা ভিডিওর পাশাপাশি সরাসরি বার্তা আদান-প্রদান করেন অনেকে। কিন্তু এ সুবিধা কাজে লাগিয়ে বন্ধুতালিকায় থাকা ব্যক্তিদের পাশাপাশি অপরিচিত ব্যক্তিরাও অনাকাঙ্ক্ষিত ও অবাঞ্ছিত বার্তা পাঠিয়ে থাকেন। আর তাই কিশোর-কিশোরীদের নিরাপদ রাখতে ইনস্টাগ্রাম ও ফেসবুকে নতুন নিরাপত্তা সুবিধা চালুর উদ্যোগ নিয়েছে মেটা।
মেটা জানিয়েছে, নতুন উদ্যোগের অংশ হিসেবে অপরিচিত কোনো ব্যক্তি চাইলেও ইনস্টাগ্রামে কিশোর-কিশোরীদের সঙ্গে বার্তা আদান-প্রদান করতে পারবেন না। অর্থাৎ ইনস্টাগ্রামে শুধু অনুসরণ করা অ্যাকাউন্ট থেকে পাঠানো বার্তা *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি ৩৫ শতাংশ কমানোর ঘোষণা কানাডার

পরিচয় ডেস্ক: আগামী দুই বছরের জন্য বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা কমিয়ে আনার নতুন একটি নীতি ঘোষণা করেছে কানাডা সরকার। দেশটিতে আবাসন ও *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বের সেরা শহর নিউইয়র্ক সিটি, ৫০টির তালিকায় নেই ঢাকা

পরিচয় ডেস্ক: ব্রিটিশ সাময়িকী টাইম আউট বিশ্বের সেরা ৫০টি শহরের তালিকা প্রকাশ করেছে। তালিকায় শীর্ষে রয়েছে *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

এক সপ্তাহে ১৮ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠালো ফ্রান্স, ধরপাকড়ে উদ্বেগ কমিউনিটিতে

পরিচয় ডেস্ক: ফ্রান্সে বৈধ কাগজপত্র ছাড়া অবস্থানকারীদের আটক করে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো শুরু হয়েছে। স্থানীয় কমিউনিটি সূত্রে পাওয়া তথ্যে ইতোমধ্যে অন্তত চারজন বাংলাদেশিকে দেশে ফেরত পাঠানোর তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে। ফরাসি সরকারের এমন উদ্যোগের পর দেশটির বাংলাদেশি কমিউনিটিতে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। ফ্রান্স থেকে গত এক সপ্তাহে বৈধ কাগজপত্রবিহীন অন্তত ১৮ জনকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে, সামাজিক

যোগাযোগমাধ্যমে এমন গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়লেও বাংলা ট্রিবিউনের এ প্রতিবেদক চারজনের বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন। প্রায় ১৫ বাংলাদেশি আটক রয়েছেন ডিটেনশন সেন্টারে। মূলত খাবার ডেলিভারি কর্মী হিসেবে কর্মরতরা রেল স্টেশন ও রাস্তায় ইমিগ্রেশনের কাগজপত্র চেকের সময় বৈধ কাগজপত্র না দেখাতে পারলে আটক করা হচ্ছে বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন দেশের অভিবাসীদের।
প্যারিসে বসবাসরত মৌলভীবাজারের *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বে কমছে ধূমপায়ীর সংখ্যা, ৮০ লাখের বেশি মানুষের মৃত্যু প্রতি বছর

পরিচয় ডেস্ক: বড় বড় তামাক কোম্পানির বিভিন্ন ধরনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিশ্বজুড়ে ধূমপায়ী ও অন্যান্য তামাক সেবনকারী মানুষের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে কমেছে। মঙ্গলবার (১৬ জানুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বিশ্ব *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*